বাংলার সংবাদপত্রের ইতিহাস

[১৭৮০-১৯৪৭]

ড. মো: আনোয়ারুল ইসলাম

বাংলার সংবাদপত্রের ইতিহাস

(১৭৮০-১৯৪৭)

ড. মো: আনোয়ারুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

নভেল পাবলিশিং হাউস
২/৩ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ২০০৯
© : লেখক

প্রকাশক : তরিকউল্লাহ তরুণ, নভেল পাবলিশিং হাউস, ২/৩ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০,
ফোন : ৭১১৬০৮২, ০১৭১৫৩৬২২২৬ বর্ণবিন্যাস : নুর এন্টারপ্রাইজ,
৩৪ বাংলাবাজার, প্রচ্ছদ : জাকির হোসেন, মুদ্রণ : বি. এস
প্রিন্টিং প্রেস, মতিঝিল, ঢাকা।

মূল্য : একশত আশি টাকা মাত্র

ISBN NO 984-70205-0004-9

Banglar Sangbadpatrer Itihash (1780-1947) (History of Bengali Newspapers (1780-1947) by Dr. Md. Anowarul Islam, First Published : Book Fair, 2009, by Tarikullah Tarun, Novel Publishing House, 2/3 Paridus Road, Banglabazar, Dhaka-1100. Phone : 7116082, 01715362226, Price : 180.00 Taka Only

www.pathagar.com

বাংলার সংবাদপত্রের ইতিহাস

(১৭৮০-১৯৪৭)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

উপক্রমণিকা		**১৭-২৭**
প্রথম অধ্যায়	**বাংলায় সংবাদপত্রের আবির্ভাব : ইউরোপীয় ও মিশনারীদের সংবাদপত্র (১৭৮০-১৮৫৭)**	**২১**
	বেঙ্গল গেজেট	২১
	ইন্ডিয়া গেজেট	২৫
	ক্যালকাটা গেজেট	২৭
	বেঙ্গল হরকরা	২৯
	ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া	৩১
	বেঙ্গল হেরাল্ড	৩৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	**সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও সংবাদপত্রের ভূমিকা (১৮১৮-১৯০০)**	**৩৮-৬৩**
	সমাচার দর্পন	৩৮
	সম্বাদ কৌমুদী	৪১
	হিন্দু পেট্রিয়ট	৪৪
	সংবাদ প্রভাকর	৫১
তৃতীয় অধ্যায়	**মুসলিম সংবাদপত্রের উৎপত্তি ও বিকাশ : (১৮৩১-১৯০০)**	**৬৪-৮৭**
	সমাচার সভা রাজেন্দ্র	৬৫
	সুধাকর	৬৭
	মোহাম্মদী	৭০
	সওগাত	৭৫
চতুর্থ অধ্যায়	**সংবাদপত্র ও বাংলার রাজনীতি : (১৯০৫-১৯৪৭)**	**৮৮-১০৬**
	দি মুসলমান	৮৯
	নবযুগ	৯৪
	দৈনিক আজাদ	৯৯
গ্রন্থপঞ্জী		**১০৭-১১২**

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উৎসর্গ

দাদা মরহুম কছির উদ্দিন সরকার
ও
বাবা মরহুম মমতাজ হোসেন (মনি)
এর স্মৃতির উদ্দেশে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উপক্রমণিকা

ইতিহাসের সঙ্গে সংবাদপত্রের সম্পর্ক অতি নিবিড় এবং ঘনিষ্ঠ। ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপকরণ হিসেবে সংবাদপত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলায় সংবাদপত্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে। নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এ দেশের সংবাদপত্রকে অগ্রসর হতে হয়েছে। কালের পরিবর্তনে অনেক পত্রিকার চেহারা বা আকৃতির বদল ঘটেছে বা কোন পত্রিকা কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ১৭৮০-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালীন বাংলার রাষ্ট্রীয় বা সমাজ জীবনের ছবিকে যেমন সংবাদপত্রে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়, তেমনি অপরদিকে সংবাদপত্রও সমকালীন রাজনীতি বা রাষ্ট্রকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে।

ওই সময়কার বাংলার সংবাদপত্রের গুরুত্বকে তুলে ধরে ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন, উনিশ শতকে বাংলাদেশ হতে প্রকাশিত কয়েকখানি ইংরেজি পত্রিকাতেও বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক উপকরণ আছে। এর মধ্যে *Hindoo Patriot, Amrita Bazar Patrika* প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমসাময়িক বিখ্যাত কয়েকটি বাংলা পত্রিকা– *সমাচার দর্পণ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সোম প্রকাশ, সংবাদ প্রভাকর* প্রভৃতি সে যুগের বিশিষ্ট মনিষীগণ দ্বারা সম্পাদিত হত। সুতরাং এই সমুদয় পত্র-পত্রিকার সাহায্যে যে উপকরণ সংগ্রহ করা যায় তার ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে সন্দেহ করবার অবকাশ নাই। উপরোক্ত পত্রিকাগুলি ছাড়াও বহু সাময়িক পত্র ছিল। বাঙালি সমাজের এমন কোন দিক নাই যার উপর এই সমুদয় পত্রিকা উজ্জল আলোকপাত করে নাই, একথা অনায়াসে বলা চলে।[১] কিন্তু এই সময়ের সংবাদপত্রগুলির ফাইলগুলো এখন দুষ্পাপ্য। এ ধরনের প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাবে সংবাদপত্রের ইতিহাস রচনা করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অথচ বাংলার সংবাদপত্রের ইতিহাস বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও ইতিহাস বিভাগের স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পাঠ্য। অথচ এ বিষয়ের উপর তেমন কোন পাঠ্য পুস্তক নেই বললেই চলে। বাংলার সংবাদপত্রের ইতিহাসের উপর এ যাবত কোন বড় ধরনের গবেষণা হয়েছে বলে আমার জানা নাই। অথচ সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্র বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে জনমত সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, রাজা রামমোহন রায় হিন্দু সমাজ সংস্কার আন্দোলনে সংবাদপত্র কে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। হিন্দু সমাজ সংস্কার আন্দোলন[২] এর মত বিংশ শতকের প্রথম

---

১. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস,* তৃতীয় খণ্ড, আধুনিক যুগ কলিকাতা : জেনারের প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮১, পৃ. ছয়।

২. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নব জাগরণ,* কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯৪।

www.pathagar.com

দিকে মুসলিম সমাজ সংস্কার আন্দোলনেও সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।[৩] ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টিতেও আমরা দেখতে পাই *দৈনিক আজাদ* সহ একাধিক সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ অবদান পালন করে।[৪] আবার পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে পূর্ব বাংলার সংবাদ সাময়িক পত্র গুলি জনমত সংগঠনে তৎপর হয়।[৫] বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িক পত্র নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন– ড: কাজী আবদুল মান্নান, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা* (ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৯), ড: আনিসুজ্জামান, *মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র ১৮৩১-১৯৩০,* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৯), ড: মুস্তাফা নুরউল ইসলাম, *সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত,* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭), ড: মুহম্মদ নূরুল কাইয়ুম, *The Role of the Bengali Muslim Press in Awaking the Muslims of Bengal; 1900-1940,* unpublished Ph. D. thesis, IBS, Rajshahi, 1989. শামসুল হক, *বাংলা সাময়িক পত্র ১৯৭২-১৯৮১* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪), সুব্রত শংকর ধর, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র,* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িক পত্র,* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), মুহম্মদ জাহাঙ্গীর, *স্মরণীয় সাংবাদিক,* (ঢাকা : ইউ পি এল, ১৯৮৫), লায়লা জামান, *সওগাত পত্রিকার সাহিত্যিক অবদান ও সামাজিক ভূমিকা ১৯১৮-৫০* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯), মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সংকলিত ও সম্পাদিত, *সাময়িক পত্রে সাহিত্যিক প্রসঙ্গ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯০), আলী আকবর টাবী, *মুক্তিযুদ্ধে দৈনিক সংগ্রামের ভূমিকা* (ঢাকা : হালিমুল্লাহ খদ্দর, ১৯৯২), দিলওয়ার হোসেন সম্পাদিত, *মোহাম্মদী পত্রিকায় মুসলিম সমাজ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *মুসলিম সম্পাদিত বাংলা সাময়িক পত্রে ধর্ম ও সমাজ চিন্তা ১৯০১-১৯৪৭* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), তাহমিনা আলম, *বাংলার সাময়িক পত্রে বাঙালি মুসলিম নারী সমাজ ১৯০০-১৯৪৭* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, *বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পটভূমি সৃষ্টিতে সংবাদপত্রের ভূমিকা : দৈনিক ইত্তেফাক,* অপ্রকাশিত এম. ফিল থিসিস, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

---

৩. M. N. Quaiyum, *Role of Bengali Muslim Press in Awakening the Muslims of Bengal 1900-1940,* Unpublished Ph. D. Thesis, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 1989.

৪. M. N. Quaiyum, Role of the Azad in the Development of Muslims Nationalish in Bengal : 1936-1940, *Journal of the Pakistan Historical Society,* Karachi : 1989.

৫. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, *বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পটভূমি সৃষ্টিতে সংবাদপত্রের ভূমিকা দৈনিক ইত্তেফাক,* অপ্রকাশিত এম, ফিল থিসিস, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১।

www.pathagar.com

আলোচ্য গ্রন্থের সময়সীমা ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করার কারণ ওই সময়ই বাংলা থেকে প্রথম সংবাদপত্রের আবির্ভাব শুরু হয়। আর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ ভারত উপ মহাদেশের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু এ রচনায় বাংলা বলতে বর্তমান বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ধরে আলোচনা করা হয়েছে। যদিও ওই সময়ে বাংলা থেকে কয়েক শত পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সবগুলো পত্রিকার আলোচনা এখানে করা সম্ভব হয় নি। শুধুমাত্র যে সকল পত্র-পত্রিকা বাংলার নবজাগরণ ও জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তাদের সম্পর্কে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে নির্বাচিত সংবাদপত্রগুলোকে নিম্নলিখিত অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় : বাংলায় সংবাদপত্রের আবির্ভাব : ইউরোপীয় ও মিশনারীদের সংবাদপত্র। এই অধ্যায়ে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে ভারতের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র থেকে শুরু করে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত ইউরোপীয় ও মিশনারীদের পত্র-পত্রিকার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। কারণ এই সময়ে বাংলার সংবাদপত্র জগতে ইউরোপীয়দের একচেটিয়া প্রভুত্ব বিস্তার লাভ করে। শুধু তাই নয়, ওই সময়কালের মধ্যে প্রকাশিত ও প্রচলিত সংবাদপত্রে বাংলার অধিবাসী বা জনগণের বিষয় ছিল পুরোপুরিভাবেই অবহেলিত, উপেক্ষিত। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্রগুলোর আলোচনা করতে গিয়ে দেখানো হয়েছে এ সকল সংবাদপত্রের সূচনা, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায় : দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও সাময়িক সংবাদপত্রের ভূমিকা। বস্তুত: ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে সংবাদপত্রসমূহে বাঙালিরা জড়িত হতে থাকে। এর উদ্যোক্তা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ। ওই সময় বাংলার নবজাগরণ বা সমাজ সংস্কারের চেতনা বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রতিফলিত হয়। আবার ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের শুরুও এ সময়ে হয়। অর্থাৎ সমাজ সংস্কার আন্দোলনে বাংলার সংবাদপত্রগুলোর এক বিশিষ্ট ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। এই অধ্যায়ে সমাজ সংস্কার আন্দোলনে যে সকল সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, তার বিষয় ও ব্যাপকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে মুসলিম সংবাদপত্রের উৎপত্তি ও বিকাশ। বাংলার দুটি প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমান হলেও কার্যত উনিশ শতকের শেষ থেকে বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার শুরু হয়। যার ফলে এই সম্প্রদায় হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায় বেশ পিছিয়ে পড়েছিল। এই অধ্যায়ে প্রমাণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে মুসলিম সমাজ ভাবনা ও চিন্তা কর্মে কিভাবে পত্র-পত্রিকাগুলি দায়িত্ব পালন করেছিল?

চতুর্থ অধ্যায় : চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয় বস্তু সংবাদপত্র ও বাংলার রাজনীতি। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন, অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন, বাংলায় মুসলিম লীগের গঠন এখানকার সংবাদপত্রে গভীর রেখাপাত সৃষ্টি করে। এ সময় কংগ্রেস এবং মুসলিম সমাজের নেতৃত্বের রদবদল ঘটে। উপরন্তু, বাংলার ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ব্রিটিশ সরকারের কাছে সংবাদপত্র ছিল বিরাট চ্যালেঞ্জ। বাংলার রাজনীতির ইতিহাসে

www.pathagar.com

১৯০৫-৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়টি ছিল খুবই ঘটনাবহুল। এ সময়ে বাংলায় ক্ষমতার ভাগ বন্টন নিয়ে বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে একদিকে যেমন সমঝোতা হয়েছে, অন্যদিকে দলাদলি, ভাংগন ইত্যাদি ঘটনাও ঘটেছে। এই ঘটনাগুলির প্রত্যক্ষ প্রতিফলন সংবাদপত্রগুলিতে পাওয়া যায়। তবে আলোচনার সুবিধার্থে যে সকল পত্রিকা পূর্ব বাংলার আন্দোলন সংগ্রামে জড়িত ছিল, তার বিষয়বস্তু নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই রচনার উপাদান সংগ্রহ করতে গিয়ে কোলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরী এবং এর দুষ্পাপ্য বইপত্র শাখা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের গণমাধ্যম কেন্দ্র, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ভারত, প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ গ্রন্থাগার, ঢাকা, বাংলাদেশ আর্কাইভস গ্রন্থাগার, ঢাকা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ গ্রন্থাগার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে অনেক দুষ্পাপ্য পুস্তক পত্র-পত্রিকা, নথি ও দলিল সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছি। তা ছাড়াও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সাবেক সভাপতি ও আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর ড. এম. নুরুল কাইয়ুম এর নিকট থেকে এই বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়নের ধারণা ও দিক নির্দেশনা এবং গবেষণা করার উৎসাহ পেয়েছি। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকেও কিছু তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। তাঁর উদার ও অকৃত্রিম সহযোগিতার জন্যই আমার এই কাজ করা সম্ভব হয়েছে। এজন্য তাঁর কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। এছাড়াও এই পান্ডুলিপি রচনাকে নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে আমার স্ত্রী মৌসুমী জাহান মেরী সাংসারিক দায় দায়িত্ব গ্রহণ করে যে ত্যাগ ও কষ্ট সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও মূল আকর উপাত্ত থেকে অনুবাদে সহযোগিতা করেছেন বন্ধু এস. এম নাজিম উদ্দিন। তুহিন এবং আজিম কাজের খোঁজ খবর নিয়ে কাজকে গতিশীল করেছে। এদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার পরিবারের সবাই আমার প্রেরণার অন্যতম উৎস। আনিকা আর মোহাইমেনকে এই বই লেখার কারণে কম সময় দিয়েছি, তাতেও তারা খুশি। সবশেষে আমার প্রকাশনা জীবনের বন্ধু নভেল পাবলিশিং হাউসের হারুন ভাই এবং তরুন ভাই যে কোন কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদের উর্ধ্বে। এ ছাড়াও বইটির পান্ডুলিপি কম্পোজ করেছেন বাবার ভাই তাকেও ধন্যবাদ জানাই।

আলোচ্য গ্রন্থের কোন কোন পত্রিকার মূল ফাইল খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিংবা একই গ্রন্থাগারে এক পত্রিকার পুরো ফাইল পাওয়াও সম্ভব হয়নি। সে ক্ষেত্রে আমাকে অপরাপর উৎস যেমন ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ এবং সমসাময়িক অপরাপর লেখকের সংকলন থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। আমার এই সীমাবদ্ধতার দায় গ্রহণ করছি। পরিশেষে, গ্রন্থটি সাংবাদিকতা ও ইতিহাস বিভাগের স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী ও আলোচ্য বিষয়ের গবেষণার সহায়ক হলে আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

ড. মো: আনোয়ারুল ইসলাম

ইতিহাস বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

বাংলায় সংবাদপত্রের আবির্ভাব : ইউরোপীয় ও মিশনারীদের সংবাদপত্র (১৭৮০–১৮৫৭)

সাংবাদিকতা এবং জনমত পরস্পর নির্ভরশীল। শুধু তাই নয় একট অপরটির পরিপূরক।[১] জনমত গঠনে সংবাদপত্র সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বলা যেতে পারে, জনমতের উদ্ভব এবং বিকাশের পথানুসরণ করেই গড়ে উঠে সাংবাদিকতার ইতিহাস।[২] একটি দেশের সমাজ উন্নয়ন ও রাজনীতি অনেকাংশে নির্ভর করে ওই দেশের সংবাদপত্র কি ভূমিকা পালন করছে তার উপর। আবুল কালাম শামসুদ্দিন তাঁর *অতীত দিনের স্মৃতি* নামক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন :

> ...সংবাদ সাহিত্য বা জার্নালিজমের প্রভাব এখন দুনিয়ার বৃহত্তর সাহিত্য ক্ষেত্রে সবচাইতে বেশি। এই প্রভাব কিছুটা অগভীর ও অস্থায়ী হতে পারে, কিন্তু মানব সমাজকে এত ব্যাপকভাবে নাড়া দেবার শক্তি সাহিত্যের কোন শাখারই নাই। ...সংবাদ সাহিত্যের প্রচারের ফলে এখন দল ভাঙ্গে গড়ে, নেতৃত্বের হয় উত্থান-পতন, দেশ জাতি-সম্প্রদায়ের প্রবক্তাদের কথা সর্বত্র প্রসার লাভ করে। এমনকি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাও এখন এর উপর অনেক খানি নির্ভরশীল। কাজেই একে যে রাষ্ট্রের চতুর্থ শক্তি বলা হয়, তা অযথার্থ নয়।[৩]

সম্ভবত এ কারণেই এম. ভি. চার্নলী বলেছেন, সংবাদ হলো আজকের মোড়কে দেয়া আগামী দিনের ইতিহাস।[৪] অষ্টাদশ শতকে কলকাতায় ইউরোপীয় বসবাসকারী মিশনারীগণ ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের গোড়াপত্তন করেন। এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে জেমস অগাস্টাস হিকি। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি তাঁরই সম্পাদনায় সাপ্তাহিক ইংরেজি সংবাদপত্র *Bengal Gezettee* প্রকাশের মধ্য দিয়ে তৎকালীন বাংলায় সংবাদপত্রের যাত্রা শুরু হয়।[৫]

বেঙ্গল গেজেট

সম্পাদকের নাম অনুযায়ী অর্থাৎ *হিকির গেজেট (Hicky's Gazettee)* বলেও পত্রিকাটি অপর নামে পরিচিত ছিল। তবে এই সংবাদপত্রের আরো একটি নাম ছিল *ক্যালকাটা জেনারেল এ্যাডভাটাইজার (Calcutta General Advertsior)*। রমেশচন্দ্র মজুমদার এই পত্রিকার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, 'দুই পাতার এই ক্ষুদ্র

www.pathagar.com

পত্রিকার অধিকাংশই বিজ্ঞাপন ভরা থাকিত, বাকী অংশ উচ্চ পদস্থ রাজপুরুষদের সম্বন্ধে বহু কুৎসা প্রচার করা হইত। বড় লাট, তাঁর পত্নী, চীফ জাস্টিস, পাদ্রী রাজ কর্মচারী কেহই হিকির কুৎসা হইত অব্যাহতি পাইতেন না।'[৬] H. E. Busteed, *Echoes old Calcutta* গ্রন্থে *হিকির গেজেট* সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, *'হিকির গেজেট* গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এবং সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা ইমপে সহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে নির্বিচারে মান হানিকর আক্রমণ চরিতার্থ করতে আরম্ভ করে।'[৭] পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে S. Natarajan তাঁর *A History of the Press in India* নামক গ্রন্থে বলেছেন :

> It published extracts from the English newspapers and correspondence from local and distant writers. Its special features were address to the public from Mr. Hicky, a "poet's corner" and all the local gossip relating to the British community in Calcutta .... It's public was mainly the merchants and traders, and at first the non-official European class.[৮]

হিকির পত্রিকার মান খুব একটা ভালো ছিল না। এ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক হান্টার লিখেছেন :

> কলকাতার প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় হিকির বেঙ্গল গেজেট। প্রথম দশ মাস পত্রিকাটি মোটামুটি অযৌক্তিক ছিল না। কিন্তু তারপরেই কাগজের সুর নিম্নস্তরের হয়ে পড়ে এবং ডাকঘর থেকে এই কাগজ বিলি বন্ধ হয়ে যায়।[৯]

হিকি নিজেই পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন এবং রাধা বাজার প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হত। সমসাময়িক কোলকাতার এ্যাটর্নী হিকি কিভাবে পত্রিকাটি গড়ে তুলেছিলেন তার বিবরণ দিয়েছেন। হিকি দুই বছরের জন্য কারাগারে ছিলেন তাঁর অর্থনৈতিক অসাধুতার জন্য। তাঁর বন্দী থাকা কালীন অবস্থায় তিনি মুদ্রণের উপর একটি প্রবন্ধ বা পুস্তকের সন্ধান পান; এবং যেখান থেকে তিনি মুদ্রণ সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তখনও পর্যন্ত কলকাতায় মুদ্রণ বা ছাপাখানা ছিল না। কারাগার থেকে মুক্তি পাবার পর অক্লান্ত মনোযোগ এবং অবিস্মরণীয় পরিশ্রমের দ্বারা এক সেট খসড়া টাইপ মেশিনের দ্বারা হ্যান্ড বিল আকারে পত্রিকা বের করেন। এর ফলে তিনি অল্প খরচে এবং খুব সহজে পত্রিকা বের করতে উৎসাহিত বোধ করেছিলেন। তিনি বেশ কিছু অর্থ সংগ্রহ করে ইংল্যান্ড থেকে মুদ্রণের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ক্রয় করেন। ওই সময়ে হিকি প্রেসের সরঞ্জামাদির দ্বারা একটি পত্রিকা প্রকাশেরও চিন্তা ভাবনা করেছিলেন। যথাসময়ে তিনি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের জন্য সরকারের অনুমতির জন্য আবেদন করেন।

www.pathagar.com

এতে বিভিন্ন মহলের যথেষ্ট সাড়া পাবার পর *বেঙ্গল গেজেট* নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পত্রিকাটি ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এভাবে উপমহাদেশের নতুন পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ায় সবাই আনন্দিত হয়েছিল। *হিকির গেজেটের* বার্ষিক গ্রাহকের মূল্য ছিল চার কপি। পত্রিকার বিক্রয় মূল্য এবং বিজ্ঞাপন থেকে প্রাপ্ত আয় তদানীন্তন সময়ের জন্য বেশ লাভ জনক ছিল।

চার পৃষ্ঠার হিকির গেজেট সাধারণত তিন কলামে প্রকাশিত হত। যার মধ্যে বেশির ভাগই ছিল বিজ্ঞাপনে ভরা। হিকির গেজেটে সব সময়ই হেষ্টিংস এর প্রশাসনের বিরুদ্ধে লেখা ছাপা হত। ওই সময়ে ভারতের গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস এবং কাউন্সিলের সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিস এর মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ছিল। এর প্রতিফলন হিকির পত্রিকাতেও পাওয়া যায়। কারণ তাঁর পত্রিকা হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকলেও ফ্রান্সিসের ব্যাপারে ছিল একেবারেই নীরব। অনেকে মনে করেন হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে তথ্যগুলি ফ্রান্সিস হিকিকে সরবরাহ করতেন। এ প্রসঙ্গে তারাপদ পাল *ভারতের সংবাদপত্র* নামক গ্রন্থে লিছেখেন :

> হিকির কাগজে সরকার সম্পর্কিত যে সব খবর বেরুতো, সেগুলো হিকির পক্ষে সংগ্রহ করা একেবারেই সম্ভব হতো না, যদি তার নেপথ্যে কোন উপযুক্ত সরকার বিরোধী সরকারি কর্মচারী না থাকতো এবং সেই উপযুক্ত লোক ফিলিপ ফ্রান্সিস হওয়া বিচিত্র নয়।[১০]

হিকির পত্রিকাতে সমসাময়িক কলকাতা বা ভারতে বসবাসরত ইউরোপীয় অধিবাসীদের সমাজের কথাই বেশি আলোচনা করা হয়েছে। এমন কি তাদের বিবাহ সম্পর্কিত বিজ্ঞাপনও থাকত। Sharad Karkhanis তাঁর *Indian politics and the role of the press* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন,

> In the social columns of the first few issues of the Gazette Hicky published annouscements of marriages and engagements.[১১]

খবরের মধ্যে ছিল বিদেশী ইংরেজি পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি, স্থানীয় সাংবাদিক ও লেখকদের লেখা, পেয়েটস কর্নার এবং জনসাধারণের কাছে নিবেদন ছিল বিশেষ রচনা। যেমন ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে মার্চ তারিখের সংখ্যায় 'লেটার টু দি এডিটর' শিরোনামে' প্রথমবারের মত পর্তুগীজদের সমাধিস্থলের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের উপর জনৈক হিতৈষী লেখা পাঠিয়েছিলেন। এছাড়াও কলকাতায় বসবাসরত ইউরোপীয়দের বিভিন্ন মুখরোচক খবর এবং ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি ছিল। কিন্তু এগুলি ছিল খুবই নিম্নমানের। যার বেশিরভাগ বিজ্ঞাপনই ছিল অশালীন এবং বিকৃতি রুচির পরিচায়ক।

www.pathagar.com

অবশ্য তারাপদ পাল মন্তব্য করেছেন যে, 'এটা হয়তো হিকির দোষ নয়, কেননা তৎকালীন কলকাতাস্থ ইংরেজ সমাজের চিত্রটাই ছিল অশালীন ও অপরিচ্ছন্ন। বিকৃত রুচির পরিপোষক।'[১২] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ওয়ারেন হিস্টিংস এবং তাঁর অধঃস্তনদের ব্যঙ্গ করে কাল্পনিক ব্যঙ্গোক্তিমূলক রচনাও *হিকির গেজেটে* পাওয়া যায়। যেমন তাঁর পত্রিকাতে একবার প্রকাশিত হয়েছিল যে, একান্ত ব্যক্তিগত ব্যবস্থাক্রমে মিসেস ইম্পে ভারতের গভর্নর জেনারেলের পত্নী হয়েছেন। এ ধরনের সংবাদ পরিবেশনের ফলে হেস্টিংস হিকির উপর প্রচন্ড ক্ষেপে যান। কিন্তু তখন প্রেস সংক্রান্ত কোন আইন না থাকায় তিনি হিকির বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারেন নি। হিকির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস যিনি গভর্নর জেনারেল কাউন্সিল এর সদস্য ছিলেন, তিনি হিকিকে ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রশাসন এর নিন্দনীয় বিষয় সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। হিকি দক্ষতার সাথে সেগুলি তাঁর পত্রিকাতে প্রকাশের উপযোগী করে তুলতেন। তবে ফিলিপ ফান্সিসের বিরুদ্ধেও হিকি লিখেছিলেন। ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের ২৮ তারিখে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করার জন্য তাঁকে দায়ী করা হয়। এজন্য গভর্নর জেনারেল কাউন্সিল *বেঙ্গল গেজেট* পত্রিকা ডাকযোগে প্রেরণের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এতে বলা হয়েছিল :

> ফোর্ট উইলিয়াম, ১৪ই নভেম্বর, ১৭৮০। সম্মানিত গভর্নর জেনারেল এবং পরিষদের নির্দেশে সরকারিভাবে নোটিশ দেয়া হয় যে, জে, এ, হিকি কর্তৃক মুদ্রিত সাপ্তাহিক *বেঙ্গল গেজেট* বা *ক্যালকাটা জেনারেল এ্যাডভার্টাইজার* সম্প্রতি ব্যক্তি চরিত্রের জন্য মান হানিকর এবং প্রজাদের শান্তি ভঙ্গকারী।...যার ফলে এটাকে আর জেনারেল পোষ্ট অফিস এর মাধ্যমে সরবরাহ করার অনুমোদন দেয়া হচ্ছে না।[১৩]

হিকি *বেঙ্গল গেজেট* পত্রিকার ডাকযোগে প্রেরণের নিষেধাজ্ঞায় তীব্র প্রতিবাদ করেন। এ ছাড়াও তিনি মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা যে ইংরেজ জাতির জন্মগত অধিকার এবং সুশাসনের একটি প্রধান অংশ বলে প্রচার করেন। এছাড়াও হিকি এই আদেশকে স্বৈরতন্ত্রের পরিচায়ক বলে ঘোষণা করেন।[১৪] এর ফলে গভর্নর জেনারেল এবং রেভারেন্ড কিরেন্ডার সুপ্রীম কোর্টে হিকির বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন। সুপ্রীম কোর্ট হিকির বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করে। হিকি আদালতে আত্মসমর্পন করে জামিনের আবেদন জানান। কিন্তু আদালত আশি হাজার টাকা জামিন দাবী করলে তিনি দিতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে হিকিকে কারান্তরীণ করা হয়। এ সময় *বেঙ্গল গেজেট* আরো আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে লিখতে থাকে। সবশেষে আদালত ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে হিকির ছাপাখানার হরফ বাজেয়াপ্ত করার জন্য ছাপাখানা আটক করে এবং তা বিক্রি করে দেয়া হয়। এরপর *হিকির গেজেট* প্রকাশ করা আর সম্ভব হয়নি।

www.pathagar.com

ইন্ডিয়া গেজেট

১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ১৮ তারিখে প্রকাশিত হয় ভারতবর্ষের দ্বিতীয় সংবাদপত্র *ইন্ডিয়া গেজেট*। এই পত্রিকাটি *ক্যালকাটা পাবলিক এ্যাডভারটাইজার* নামেও পরিচিত ছিল। *হিকির গেজেটের* প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে *ইন্ডিয়া গেজেটের* আবির্ভাব হয়েছিল। এজন্য এ পত্রিকাতে হিকির বিরুদ্ধে নানা রকম প্রচার চালানো হয়। এমনকি *হিকির গেজেটের* পরিবর্তে *ইন্ডিয়া গেজেট* পড়তে পাঠকদের উৎসাহিত করা হয়। তবে *ইন্ডিয়া গেজেটের* বিশেষত ছিল এর গেট আপ মেক আপ ছিল *হিকির গেজেটের* চেয়ে খুবই উন্নতমানের এবং খুবই মনোরম কাগজে এটা ছাপা হত। *ইন্ডিয়া গেজেট* পত্রিকাটি কোলকাতা থেকে সপ্তাহের প্রতি বুধবারে প্রকাশিত হত। *হিকির গেজেটের* প্রচার কমানোর উদ্দেশ্যে গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস এবং প্রধান বিচারপতি মি. ইম্পে পত্রিকাটির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হেস্টিংসের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পত্রিকাটি সরকারি আনুকূল্য লাভ করেছিল। যেমন পত্রিকাটি গ্রাহকদের কাছে বিলি করার জন্য কোন ডাক মাশুল দিতে হত না। এই ফ্রি ডাকমাশুল পাসের জন্য রীড এবং মেসসিঙ্ক সরকারের কাছে ইতিপূর্বে আবেদন জানিয়েছিল। তাতে বলেছিল, 'to send to our different subscribers, out of calcutta, by the Dawk, free of postage, on our paying annually to the Post-master General such a certain sum as you shall think proper to direct.[১৫]

ইন্ডিয়া গেজেট প্রকাশনার সাথে জড়িত ছিলেন পিটার রীড (Peter Reed) এবং বি. মেসসিঙ্ক (B. Messink)। মূলত: হিকির *বেঙ্গল গেজেটের* ব্যবসায়িক সাফল্য দেখেই এই দুই ইংরেজ ব্যবসায়ী পত্রিকা সম্পাদনায় ও পরিচালনায় উৎসাহিত হন। রীড ছিলেন লবন ব্যবসায়ী এবং মেসসিঙ্ক কলকাতা থিয়েটারের সাথে সংযুক্ত ছিলেন। চারদশক পার হবার পর ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে *ইন্ডিয়া গেজেট* পত্রিকাটিকে অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকায় রূপান্তর করা হয়েছিল। সে সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন চিকিৎসক ড: জে. পি. গ্রান্টকেও *ইন্ডিয়া গেজেট* পত্রিকার সাথে যুক্ত করা হয়েছিল। অবশ্য ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর এক আদেশে বলা হয় তাদের কোন কর্মচারী সরাসরি পত্রিকার সাথে যুক্ত হতে পারবে না। যার ফলশ্রুতিতে ড: জে. পি. গ্রান্টকেও *ইন্ডিয়া গেজেট* পত্রিকা থেকে চলে যেতে হয়েছিল। *ইন্ডিয়া গেজেট* পত্রিকাটির সাথে তিনি যতদিন সংশ্লিষ্ট ছিলেন ততদিন ক্রমান্বয়ে এর প্রচার সংখ্যা উত্তারোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। এছাড়াও তিনি *ইন্ডিয়া গেজেট* পত্রিকাটিকে একটি প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। Mirnal Kanti Chanda তাঁর *History of the English Press in Bengal* নামক গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলেছেন :

www.pathagar.com

> Under Dr. Grant the India Gazette was a paper of "established reputation" with very 'extensive' circulation and strongly whiggish in politics.[১৬]

ড: গ্রান্ট এর পর উইলিয়াম এডাম (পরে *ক্যালকাটা ক্রনিকল* এবং *ভার্ণাকুলার এডুকেশন ইন বেঙ্গল রিপোর্ট* প্রণয়ন করেছিলেন) *ইন্ডিয়া গেজেট* পত্রিকাটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মি. এডামের সম্পাদকীয় লেখনীতে পত্রিকাটি পুনরায় গ্রাহকদের কাছে সমাদৃত হয়েছিল। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের হিসাব অনুযায়ী ওই সময় পত্রিকাটির ৩৫০ কপি মুদ্রিত হত। স্টকলার এর মতে, ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে *ইন্ডিয়া গেজেট* পত্রিকাটির দৈনিক এবং ত্রৈ-সাপ্তাহিক মিলিয়ে এর গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৫৬৮ জন।[১৭] *ইন্ডিয়া গেজেট* পত্রিকাটির গ্রাহক বিভিন্ন শ্রেণীর পেশায় নিয়োজিত ছিলেন, তার বিবরণ তিনি দিয়েছেন। তিনি গ্রাহকদের যে শ্রেণীবিন্যাস দেখিয়েছেন তা নিম্নের সারণীতে দেখানো হল :

সারণী : ১

ইন্ডিয়া গেজেট পত্রিকার গ্রাহকদের শ্রেণীবিন্যাস
১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ

সিভিল	১০৩
সামরিক	১২৩
চিকিৎসক	৪০
ব্যবসায়ী শ্রেণী	৭৯
ধর্মীয় পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি	০৫
বিবিধ	১৭২
বিনিময় কপি	৪৬
	৫৬৮

(তথ্যসূত্র : মৃণাল কান্তি চন্দ, *হিস্ট্রি অব দি ইংলিশ প্রেস ইন বেঙ্গল, ১৭৮০-১৮৫৭*, ক্যালকাটা: কে, পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৮৭, পৃ. ৬)

সমসাময়িক কালের পত্রিকাগুলির মধ্যে *ইন্ডিয়া গেজেট* পত্রিকাটির বিষয় বৈচিত্র্য খুবই আকর্ষণীয় ছিল। বলা হয়ে থাকে যে, '*ইন্ডিয়া গেজেট পত্রিকা* রাজনৈতিক দিক থেকে অতি প্রগতিবাদী রাজনৈতিক ভূমিকা পালনকারী হলেও এর সাহিত্য পাতা *লন্ডন জার্নাল* এর চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না।'[১৮] শুধু তাই নয়, *ইন্ডিয়া গেজেট* পত্রিকার কাগজের চাকচিক্যও মনোরম ছিল।[১৯]

www.pathagar.com

কলকাতার বড় দুইটি কোম্পানি মেসার্স ফারগুসন এ্যান্ড কোং এবং মেসার্স ম্যাকিনটাস এ্যান্ড কোং *ইন্ডিয়া গেজেট* পত্রিকাটির ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করেছিল। পরবর্তীকালে দ্বারকানাথ ঠাকুর ধর্ম সংস্কার ও ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনে প্রচার মাধ্যমের সম্পৃক্ততার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে *ইন্ডিয়া গেজেট* পত্রিকাটির মালিকানা চৌত্রিশ হাজার রুপীতে কিনে নেন।[২০] *ইন্ডিয়া গেজেট* পত্রিকাটির মালিকানা বিক্রয় সম্পর্কিত প্রতিবেদনটি ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছিল :

> *The India Gazette*— The three shares of this press, for sometime advertised for sale, were disposed of by public auction on Saturday (26.09.1834) and fell to Dwarkanauth Tagore for 34,000 rupees. though only 15,000 had been previously offered. The result is very satisfactory... it ensures to the creditors of Mackintosh & Co., and Fergusson & Co., a pretty contribution towards a dividend... Dwarkanauth Tagore is now the sole proprietor of the India Gazette, and the last remnant of that influence which the mercantile body was supposed to exercise over the metropolitan press may now be said to be extinguished. Dwarkanauth is, we should say, one of the last men who would attempt to fetter an Editor in the exercise of his sacred and responsible duty.[২১]

কিন্তু দ্বারকানাথ ঠাকুর *ইন্ডিয়া গেজেট* পত্রিকাটিকে বেঙ্গল হরকরা এ্যান্ড ক্রনিকেল এর সঙ্গে যুক্ত করেন। ১৮৩৬ সালের পর থেকে পত্রিকাটির নতুন নামকরণ করা হয় *Bengal Hurkaru and Chronicle with which is incorporated the India Gazette*। এরপর ১৮৮৩ সাল পর্যন্ত *বেঙ্গল হরকরার* সাথে *ইন্ডিয়া গেজেট* পত্রিকা যুগ্মনামে প্রকাশিত হতে থাকে।

ক্যালকাটা গেজেট

সংবাদপত্রের সাথে বিজ্ঞাপনের সম্পর্ক প্রথম থেকেই পরিলক্ষিত হয়। *হিকির গেজেট, ইন্ডিয়া গেজেট* পত্রিকা দুটির পর প্রকাশিত হয় *ক্যালকাটা গেজেট*। বস্তুত সংবাদপত্র থেকে ব্যবসায়িক সাফল্য হতে পারে এ রকমের চিন্তাভাবনা হতেই *ক্যালকাটা গেজেট* বা বিজ্ঞাপন নির্ভর পত্রিকা প্রকাশে ইউরোপীয়দের আগ্রহী হতে দেখা যায়। তারাপদ পাল *ক্যালকাটা গেজেটকে* 'বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত সরকারি মুখপত্র' বলে অভিহিত

www.pathagar.com

করেছেন।[২২] ১৭৯৪ সালের মার্চ মাসের ৪ তারিখে *ক্যালকাটা গেজেট* পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। *ইন্ডিয়া গেজেটে* সরকারি উৎসাহ বা আনুকূল্য থাকলেও এই প্রথমবারের মত সরকারি প্রচেষ্টায় *ক্যালকাটা গেজেট* প্রকাশিত হয়। এতে নানান ধরনের সরকারি ও বেসরকারি বিজ্ঞপ্তি, নোটিফিকেশনস ইত্যাদি ছাপা হত। পূর্ববর্তী *ইন্ডিয়া গেজেটের* মত *ক্যালকাটা গেজেটও* বিনা ডাকমাশুলে পত্রিকা বিলির অধিকার পায়। মৃনাল কান্তি চন্দ *ক্যালকাটা গেজেট* পত্রিকার মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন, "an extensive circulation for it and also drew forth huge quantum of private advertisements and gradually it became almost an advertising paper."[23] *বাংলা পিডিয়াতেও ক্যালকাটা গেজেটকে* বিজ্ঞাপনী পত্রিকা বলে অভিহিত করা হয়েছে।

কিন্তু *ক্যালকাটা গেজেট* খুব বেশিদিন সরকারি আনুকূল্য ধরে রাখতে পারে নি। সরকারি নীতির সাথে *ক্যালকাটা গেজেট* দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়লে *ক্যালকাটা গেজেট* পত্রিকাতে সকল প্রকার সরকারি বিজ্ঞাপন দেয়া বন্ধ হয়। উপরন্তু ১৮১৫ সাল থেকে বেঙ্গল মিলিটারি অরফ্যান সোসাইটি *গভর্নমেন্ট গেজেট* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে। এর ফলে *ক্যালকাটা গেজেট* পত্রিকার দৈন্যদশা শুরু হয়। পত্রিকাটি শুধুমাত্র বেসরকারি এবং ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় *ক্যালকাটা গেজেট* পত্রিকাটি আর্থিক দৈন্যদশার সম্মুখীন হয়। এ অবস্থায় পত্রিকাটি খুব বেশিদিন নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারেনি। পত্রিকাটির এই সংকট অনেকাংশেই এখনকার যে কোন পত্রিকার আর্থিক সংকটকালে যে অবস্থা বিরাজ করে তার মত। অভিজিৎ দত্ত এই অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, "অনেক বেসরকারি বিজ্ঞাপন দাতা *ক্যালকাটা গেজেটে* বিজ্ঞাপন না দেওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই এর আর্থিক ব্যয় বিপুল পরিমাণে হ্রাস করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে কর্মচারী ছাঁটাইয়ের কারণে শ্রমিক অসন্তোষ এবং পরিণতিতে শ্রমিক ধর্মঘট দেখা দেয়।"[২৪]

সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকার মত *ক্যালকাটা গেজেট* পত্রিকাটিরও বেশ কয়েকবার মালিকানার রদবদল ঘটে। পত্রিকাটির শুরুতে ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী এবং প্রাচ্য বিষয়ক পন্ডিত ফ্রান্সিস গ্লাডউইন। সবশেষে এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন জেমস সিল্ক বার্কিং হাম। তিনি *ক্যালকাটা জার্নাল* নামে অপর একটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৮১৮ সালের পর থেকে *ক্যালকাটা গেজেট ক্যালকাটা জার্নালের* সাথে একীভূত হয়।

এই উপলক্ষে *ক্যালকাটা গেজেট* এর সর্বশেষ সংখ্যা বেরিয়েছিল ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখে। ওই সংখ্যাতেই নতুন পত্রিকার আর্বিভাব উপলক্ষে সম্পাদকীয়তে লিখেছিল :

www.pathagar.com

> To this Subscribers to the *Calcutia Gazette* and *Morning Post* Newspapers and to the Public at large : The Proprietors of the *Calcutta Gazette* and of the Morning Post being about to close these Papers retun thanks to their respective Subscribers .... and respectfully solieit both from them and from the Public in general, the continuation of that Patronage in favour of a New Paper to be substituted in their stead, the first Number of which will be pubished on Friday, the 2nd of October ...[২৫]

এরপর *ক্যালকাটা গেজেট ক্যালকাটা জার্নালে* রূপ নেয় এবং জেমস সিল্ক বাকিংহামের সম্পাদনায় পত্রিকাটি আদর্শ পত্রিকা হিসেবে পরিগণিত হয়। ১৮১৮ সালের ২ অক্টোবর পত্রিকাটির নতুন নামকরণ হয় *'ক্যালকাটা জার্নাল'* বা *ক্যালকাটা ক্রনিক অব পলিটিক্যাল কমার্শিয়াল এ্যান্ড মিলিটারি গেজেট*[২৬]। অতঃপর জেমস সিল্ক বাকিংহাম *ক্যালকাটা জার্নালকে* ১৮১৯ সাল থেকে দৈনিক হিসেবে প্রকাশ করেন। আধুনিকতম সংবাদপত্রের রূপকার হিসেবে তাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর পত্রিকা সম্পর্কে বলা হয়, "এ যাবৎ ভারতে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির মধ্যে গভীরতম বিশ্লেষণের পথ দেখায়[২৭]।"

বেঙ্গল হরকরা

কোলকাতা থেকে প্রকাশিত ইউরোপীয়ানদের সংবাদপত্রের মধ্যে *বেঙ্গল হরকরা* উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। ১৭৯৮ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। অবশ্য ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদারের দেয়া তথ্য অনুযায়ী *বেঙ্গল হরকরা* ১৭৯৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।[২৮] বেঙ্গল হরকরা পত্রিকাটি মালিকানার সাথে সাথে এর নামেরও বার বার পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন ১৭৯৮-১৮২৭ সাল পর্যন্ত *বেঙ্গল হরকরা;* ১৮২৮-১৮৩৩ সাল পর্যন্ত *বেঙ্গল হরকরা এন্ড ক্রনিকেল;* ১৮৩৬-১৮৩৭ সাল পর্যন্ত *বেঙ্গল হরকরা এন্ড ক্রনিকেল উইথ হুইচ ইজ ইন করপোরেটেড দি ইন্ডিয়া গেজেট* এরপর ১৮৩৮-১৮৪৩ সাল পর্যন্ত ক্রনিকেল নামটি বাদ দেয়া হয় এবং সবশেষে ১৮৪৪-১৮৮৩ সাল পর্যন্ত নতুন নামকরণ করা হয় *'বেঙ্গল হরকরা এন্ড দি ইন্ডিয়া গেজেট*[২৯]। মৃনাল কান্তি চন্দের মতে *বেঙ্গল হরকরার* প্রারম্ভে মালিক ছিলেন ম্যানুয়েল কান্টোপার (Manual Cantopher)।[৩০] এক্ষেত্রে বিনয় ঘোষের তথ্য মতে *বেঙ্গল হরকরার* প্রতিষ্ঠাতা হলেন চালর্স ম্যাকলেন (Charles Maclean)।[৩১] এরপর যথাক্রমে *বেঙ্গল হরকরার* মালিক ছিলেন স্যামুয়েল গ্রীনওয়ে, স্যামুয়েল স্মীথ, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ। বেঙ্গল হরকরা প্রকাশ শুরু হয়েছিল সাপ্তাহিক হিসেবে। পরে ১৮১৯ সালের ২৭ এপ্রিল হতে বেঙ্গল হরকরা পত্রিকাটি দৈনিক পত্রিকাতে পরিণত হয়।[৩২] পত্রিকার প্রকাশকালে

www.pathagar.com

এর গ্রাহক সংখ্যা কত ছিল তা জানা না গেলেও ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে এর গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৭৫০ জন। *বেঙ্গল হরকরার* জনপ্রিয়তা সম্পর্কে জে.এইচ. স্টকলার মন্তব্য করেছেন যে,

> It is sufficient to observe that the Harkaru is throughly radieal in its principles, adopting as the basis of its operation the Benthamite maxim of 'the greatest happiness of the greatest number', its editorial department is wealthy in ability, its resources of intelligence are extensive, its correspondents on all public questions numberous and often talented and its costume ... highly respectable.[৩৩]

বেঙ্গল হরকরার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সাপ্তাহিক *ইংলিশম্যান* ওই সময় সাপ্তাহিক *ইংলিশম্যান* পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন জে. এইচ. স্টাকলার। তিনি রক্ষণশীল সরকার সমর্থক পত্রিকা *জন বুল* এর স্বত্ব কিনে নাম ও নীতি পরিবর্তন করে *ইংলিশম্যান* নামে উক্ত পত্রিকা পুনঃপ্রকাশ করেছিলেন। *বেঙ্গল হরকরা* ও *ইংলিশম্যান* পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যার তুলনামূলক চিত্র নিম্নের সারণী : ২ তে দেখানো হল :

সারণী : ২

বেঙ্গল হরকরা ও ইংলিশ ম্যান পত্রিকার তুলনামূলক গ্রাহকের সংখ্যা

	জানুয়ারি ১৮৩৭	ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮
বেঙ্গল হরকরা	২২৭	৩১৭
ইংলিশ ম্যান	৩৭৬	৫৭০

(তথ্যসূত্র : মৃণাল কান্তি চন্দ, *হিস্ট্রি অব দি ইংলিশ প্রেস ইন বেঙ্গল,১৭৮০-১৮৫৭*, ক্যালকাটা : কে, পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৮৭, পৃ. ৩৪।)

এই চিত্র থেকে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় যে *বেঙ্গল হরকরা* পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। যদিও দীর্ঘ দিন ধরে মেসার্স স্যামুয়েল স্মিথ এ্যান্ড কোং পত্রিকাটি পরিচালনা করে আসছিল কিন্তু সর্বশেষ তাঁরা পত্রিকাটি পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়। ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতির জন্য *বেঙ্গল হরকরা* পত্রিকার সম্পাদক চার্লস ম্যাকলিয়ান কে গ্রেফতার করা হয়। অনেক দুঃখ কষ্ট ও লাঞ্ছনা সহ্য করার পর তাঁকে ভারত থেকে নির্বাসিত করা হয়।[৩৪] ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর *ইন্ডিয়া গেজেট* পত্রিকার মালিকানা ক্রয় করে *বেঙ্গল হরকরার* সাথে যুক্ত করেন। এমন কি ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে *বেঙ্গল হেরাল্ড* পত্রিকাও এর সাথে সংযুক্ত হয়েছিল। এর পরে পত্রিকার মালিকানার বদল ঘটে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের ২ তারিখে নতুন মালিক নিযুক্ত হন মি. পি সান্ডেরাস।

www.pathagar.com

শুরুতে পত্রিকাটি মঙ্গলবার প্রকাশিত হত। অবশ্য পরবর্তীতে মঙ্গলবারের পরিবর্তে শনিবার প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৩০ সালে *বেঙ্গল হরকরার* সার্কুলেশন ছিল প্রায় ৮০০ কপি এবং প্রতি সংখ্যা পত্রিকার মূল্য ছিল সাত আনা।

বেঙ্গল হরকরা পত্রিকাতে খ্যাতিমান অনেক ইউরোপীয়ান লেখকদের লেখা প্রকাশ হত। এদের মধ্যে কর্নেল ইয়ং, স্যামুয়েল স্মিথ, হেনরি মেরেডিথ পার্কার প্রমুখ। এদের অনেকের লেখা বিশেষ করে বলপঞ্জী (Bol Ponjis) এবং 'লবণ কর্মকর্তার ভূত' (Ghost of a salt officer) লেখা দুটি লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বেঙ্গল হরকরার লেখকদের মধ্যে পরবর্তীকালে যোগ দেন ডাঃ জন গ্রান্ট, চার্লস বিকেট গ্রীল এবং জেমস সাত্রারল্যান্ড। সম্পাদকদের মধ্যে যারা যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন পি. স্যান্ডারাস (১৮৫৬), হেনরি মিড (১৮৬২) উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ চলাকালে এর উপর নিবন্ধ প্রকাশ করায় বৃটিশ সরকার *বেঙ্গল হরকরার* প্রতি ক্ষুব্ধ হয় এবং পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করে দেয়। পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে গ্রাহকদের এক চিঠি মারফত জানিয়ে দেয় যে, তাদের পক্ষে আর পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। চিঠিটির বিবরণ নিম্নে দেয়া হল :

> Dear Sirs, Owing to government having taken offence at the tone assumed by *Harkaru*, we beg to inform you that we are unable to send you a copy of the journal until the further decision of the Indian Government be known...[৩৫]

পরবর্তীকালে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ সরকারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করায় এবং সম্পাদকের পরিবর্তন করলে নতুন করে পত্রিকার লাইসেন্স ইস্যু করে। এরপর নতুন কলেবরে প্রকাশিত হয় *বেঙ্গল হরকরা*।

ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া

কোলকাতার শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের অন্যতম মাসিক পত্রিকা *ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া*। ১৮১৮ সালের ৩০ এপ্রিল প্রথম প্রকাশিত হয় এবং পত্রিকাটি ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়ার সাথে জন ক্লার্ক মার্শম্যান, মেরিডিথ টাউনসেন্ড, ডঃ জর্জ স্মিথ, জেমস রুটলেজ প্রমুখ জড়িত ছিলেন। এ ছাড়াও হেনরি লরেন্স, হ্যাভলক, স্যার রিচার্ড টেম্পল, স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে, স্যার জর্জ কেলনার প্রমুখ ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়াতে নিয়মিত লিখতেন। *ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া* শ্রী রামপুর থেকে বৃহস্পতিবারে ছাপা হত। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল ভারতের ব্যাপ্টিস্ট মিশনারীদের মুখপত্র। পত্রিকার খবরের মধ্যে যা থাকবে বলে প্রসপেক্টাসে উল্লেখ করা হয়েছিল, তা হচ্ছে ঃ

www.pathagar.com

> Whatever tends to the advancement of knowledge, virtue and religion... information... respepecting the languages of Eastern Asia... Review of Books published in India... which in any degree bear on its welfare... Original papers, or short essayes... particularly if they contain any plan or hint likely to promote the welfare of the various countries around.[৩৬]

ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়ার সাপ্তাহিক সংখ্যা খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ১৮৪৭ সালে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদক থাকাকালীন এর বার্ষিক গ্রাহক তালিকার মূল্য ছিল ২০ রুপী। এতদসত্ত্বেও ১৮৫৮ সালের পত্রিকার শেষ পর্যন্ত ৩,৪১৫ জন গ্রাহক ছিল অথচ ১৮৩৫-৩৯ সালে গ্রাহকের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫০০ জন। *ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়ার* প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধিতে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের বড় ভূমিকা ছিল। তাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে, "Mr. J. C. Marshman is a venerable gentleman, by a very long way the ablest, soundest, and pleasantest editorial writer of whom the journalism of India has ever been able to boast."[37]

১৮১৯ সালের পর পত্রিকাটি ত্রৈমাসিক বিশেষ সংখ্যা বের করে। কিন্তু পরবর্তীতে *ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়ার* ত্রৈ মাসিক বিশেষ সংখ্যা ক্রমান্বয়ে অনিয়মিত হয়ে পড়ে। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র ১৫টি সংখ্যা বের হয়েছিল। *ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া* পত্রিকাটি ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে। ওই সময়ে যারা সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন, তাঁরা হলেন ঃ রেভারেন্ড মেসাস, জে. সি. মার্শ ম্যান, জে. ম্যাক এবং জে. লেচম্যান। তবে সাপ্তাহিকীটিতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করে যে, এটি মিশনারীদের মুখপত্র নয়।[৩৮] এ বিষয়ে সম্পাদকগণ যে অভিমত রেখেছিল, সে প্রসঙ্গে মৃনাল কান্তি চন্দ উল্লেখ করেছেন ঃ

> ... we still continue to think that which refers to the extension and success of Missions as by far the most important, and we shall continue to give it our humble, yet zealous support, but with the distinct understanting, that no Missionary body shall be considered... answerable for any remarks which we may offer on this or any other topic. *The Calcutta Christan Observer* being published under the direction of a Committee of Missionaries, may be considered as bonafide a Missionary journal. In that sense, *The Friend of India* is not an organ of the Missionary cause.[৩৯]

www.pathagar.com

ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া গ্রাহক সংগ্রহ ছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের দান গ্রহণ করতো এবং কৃতজ্ঞতার সাথে তা পত্রিকাতে ছাপা হত। যেমন ১৮৪৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় কৃতজ্ঞতা স্বীকারে *ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া* বলেছিল যে, "The editor of the Friend of India begs to acknowledge the following donations : From Lt. Col. Tomkyns Rs 100, to the Benevolent Institution, Calcutta, and Co's Rs 100, to the Tinnevelly Mission."[৪০]

ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়ার প্রচারণার কৌশল ছিল এর অভিনবত্ব। পাঠকদের কাছে পত্রিকাটি সঠিক সময়ে পৌছতে না পারায় এর সম্পাদককে দুঃখ প্রকাশ করতে দেখা যায়। ১৮৪৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখ সংখ্যায় *ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া* এ ধরনের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলেছিল, "The editor has many apologies to offer to some of his subscribers in town who did not receive their copies with punctuality last thursday. The hurkaru employed in the delivery of them, had collected a few bills the previous day, the amount of which he spent during the night in a Gambling House in Serampore. He decamped immediatily, and it was not possible to find any other person, on the supr of the moment, acquainted with the residence of those to who he had been in the habit of distributing the journals. The Editor trusts that this irregularity will not occur again.[৪১]

ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়ার সম্পাদনা ও পরিচালনায় বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে ১৮৭৫ সালের পর। এ সময় বিখ্যাত সাংবাদিক রবার্ট নাইট ত্রিশ হাজার টাকায় পত্রিকার স্বত্ব ক্রয় করেন এবং শ্রীরামপুর থেকে কোলকাতায় স্থানান্তর করা হয়।[৪২] ইতিমধ্যে তিনি পত্রিকাটিকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য ১৮৭৭ সালে *স্টেটসম্যান* এবং *ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া* পত্রিকা দুটিকে একত্রীভূত করেন। এর নতুন নামকরণ করা হয় *'স্টেটসম্যান অ্যান্ড ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'*।[৪৩] কালক্রমে এই পত্রিকাটিই *'স্টেটসম্যান'* নামে অভিহিত হয় এবং ভারতের সবচেয়ে প্রভাবশালী ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা হিসেবে এটি এখনও সুপরিচিত স্থান লাভ করে আছে।

বেঙ্গল হেরাল্ড

বাংলার সংবাদপত্রের ইতিহাসে রামমোহন রায় এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছেন। ১৮২২ সালে তিনি *মিরাত উল আখবার* নামে ফার্সী ভাষায় সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে সংবাদপত্রের সংস্পর্শে আসেন। সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে রামমোহন

www.pathagar.com

রায়ের আর একটি উদ্যোগ ছিল ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *বেঙ্গল হেরাল্ড*। বাংলার বিশিষ্ট ছয়জন সমাজসেবী পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এঁরা হলেন : আর. এম. মার্টিন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, রামমোহন রায়, নীল রতন হালদার এবং রাজকিষাণ সিংহ।[৪৪] *বেঙ্গল হেরাল্ড* পত্রিকাটির সঙ্গে রামমোহন রায়ের যুক্ত থাকা প্রসঙ্গে Mrinal Kanti Chanda তাঁর *History of the English Press in Bengal 1780 to 1857* বলেছেন :

> Regarding Rammohun Roy's participation in this joint journalistic venture we are to recollect that on promulgation of the Press Regulations in 1823 by the then officiating Governor General Adam, he gave up the publication of his *Mirat Akhbar* as a protest against the restriction on the freedom of Press.[৪৫]

বেঙ্গল হেরাল্ড পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন বাবু রাজ নারায়ণ সেন। পরবর্তীতে আর, এম, মার্টিন এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। *বেঙ্গল হেরাল্ডে* যারা নিয়মিত লিখতেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বাবু ভোলানাথ সেন। প্রাথমিক অবস্থায় *বেঙ্গল হেরাল্ডের* গ্রাহকদের মাসিক চাঁদার হার ছিল আট আনা। গ্রাহকের সংখ্যা ছিল সর্বমোট ৭২ জন।[৪৬] তবে ১৮২৯ সালের শেষ দিকে *বেঙ্গল হরকরার* সাথে যুক্ত হবার পর গ্রাহক সংখ্যা বেড়ে যায়। এ সময় গ্রাহকের সংখ্যা দাড়ায় ২৫০ জনে। *বেঙ্গল হেরাল্ড* পত্রিকাটিকে 'important place in the history of the English press in Bengal' বলা হয়ে থাকে। কেননা এটাই ছিল ইংরেজ এবং ভারতীয়দের সর্বপ্রথম যৌথ ইংরেজি সংবাদপত্র। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে পত্রিকাটির মালিকানার রদবদল ঘটে। বাঙালিদের হাত থেকে পুনরায় ইংরেজদের হাতে এর মালিকানা চলে যায়। এ সম্পর্কে পত্রিকাটির এক সংখ্যায় বলা হয় :

> We have to intimate, that the following Native Gentlemen have ceased to be Proprietors of the Bengal Herald — viz. Rammohun Roy, Dwarkanath Tagore, Prussuna Coomar Tagore, and Neil Rutten Holdar...[৪৭]

রামমোহন রায়ের যুক্ত থাকার সময়কালটি পর্যন্ত পত্রিকাটির একটি বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। বিশেষ করে বাঙালি সমাজকে প্রভাবিত করার জন্য নতুন আঙ্গিকে *বেঙ্গল হরকরার* সাথে যুক্ত হবার পর পত্রিকাটি প্রতি বরিবারে প্রকাশিত হত। কিন্তু ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের পরে পত্রিকাটির প্রকাশ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

১৭৮০-১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ থেকে অনেকগুলি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। যার বেশীর ভাগ ছিল ইংরেজ ব্যবসায়ী পরিচালিত বা সম্পাদিত সংবাদপত্র। প্রথম দিকের সংবাদপত্রগুলির মোটামুটি একই ধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ইউরোপীয়দের দ্বারা প্রকাশিত এ সকল সংবাদপত্রের লক্ষ্য ছিল একটাই সেটা হচ্ছে মুনাফা বৃদ্ধি। এজন্য তাঁরা সংবাদের পরিবর্তে বিজ্ঞাপনের দিকেই বেশি আকৃষ্ট ছিল। অন্যদিকে সংবাদপত্রে যে সমস্ত বিষয়াবলী স্থান পেত, তাও ছিল ভারতস্থ ইউরোপীয়দের জনগণের জন্যে, তাদের স্বার্থ ও প্রয়োজনের জন্য। কলকাতা থেকে ভারতের প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হলেও বাংলা বা বাঙালির কোন স্থানই ছিল না। অথচ সে সময়ে কৃষক বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহসহ বাঙালির জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। তাঁদের সংবাদপত্রে আলোচনার মূল বিষয় ছিল : সংসদীয় সংবাদ, সম্পাদককে লিখিত চিঠি, সরকারি বিজ্ঞপ্তি, বিশেষ সংবাদ, বিজ্ঞাপন, পোয়েটস কর্ণার, ফ্যাশন, বিবরণ ইত্যাদি। এছাড়াও ইংল্যান্ডের ঘটনাবলি, সেনাবাহিনীর কার্যকলাপ, ভারতীয় শাসকবর্গের প্রচারিত পরিকল্পনা এবং কলকাতায় ইউরোপীয় নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবন প্রণালী ইত্যাদি বিষয়ে সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখা হত।

প্রাথমিক পর্যায়ের সংবাদপত্রগুলি স্বাধীনতা ভোগ করলেও কোম্পানি সরকার কখনই সংবাদপত্রগুলোর প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। যার ফলশ্রুতিতে বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান সম্পাদক কে তাদের হাতে লাঞ্ছনা কিংবা নির্যাতন ও পরিশেষে ভারতবর্ষ ত্যাগে বাধ্য করা হয়েছিল। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন : ভারতের প্রথম সংবাদপত্র *বেঙ্গল গেজেটের* সম্পাদক জেমস অগাস্টাস হিকি, *বেঙ্গল জার্নাল* ও *ইন্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড* পত্রিকার সম্পাদক উইলিয়াম দুনে, *বেঙ্গল হরকরা* পত্রিকার সম্পাদক চার্লস মেকলিয়ান, *ক্যালকাটা জার্নাল* পত্রিকার সম্পাদক জেমস সিল্ক বাকিংহাম প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুতরাং এ থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কোম্পানি শাসনামলে সরকার ও সংবাদপত্র–এই দুইয়ের মধ্যে একটি দ্বন্দ্বের ভাব ছিল।

তথ্য নির্দেশ :

১. মুস্তাফা নুরউল ইসলাম, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য,* রাজশাহী : মিত্র সংঘ প্রকাশনী, ১৯৬৮ পৃ. ৪।
২. ঐ, পৃ. ৪-৫।
৩. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, *অতীত দিনের স্মৃতি,* ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্থান, ১৯৬৮, পৃ. ৩৯-৪০।
৪. উদ্ধৃত : পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *সংবাদবিদ্যা,* কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯৪, পৃ. ১৮৩।

www.pathagar.com

৫. সংবাদপত্র প্রকাশের উপযোগী ছাপাখানার অভাবে কোলকাতায় ১৭৮০ সালের পূর্বে সংবাদপত্র প্রকাশিত হওয়া সম্ভব হয়নি। ১৭৭৮ সালে হিকি দুই হাজার টাকা দিয়ে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন।

৬. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস, আধুনিক যুগ*, তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স, ১৯৮১, পৃ. ৪৫৩।

৭. H. E. Busteed, *Echoes old Calcutta*, Calcutta : 1882. p. 153.

৮. S. Natarjan, *A History of the Press in India*, Bombay : Asia publishing House, 1962, p. 14.

৯. উদ্ধৃত তারাপদ পাল, *ভারতের সংবাদপত্র ১৭৮০-১৯৪৭*, কলিকাতা, সাহিত্য সদন, ১৯৭২, পৃ. ৩৬।

১০. ঐ, পৃ. ৩৭।

১১. Sharad Karkhanis, *Indian politics and the role of the press*, New Delhi : 1981, p. 19.

১২. তারাপদ পাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮।

১৩. Mirnal Kanti Chanda, *History of the English Press in Bengal*, Calcutta : K. P. Bagchi, 1981, p. 3.

১৪. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫৩।

১৫. Tarun Kumar Mukhopadhyay, *Hicky's Bengal Gazette Contemporary life and Events*, Calcutta : Subarnarekha, 1988, p. 71.

১৬. Mrinal Kanti Chanda, *Ibid*, p. 6.

১৭. Mrinal Kanti Chanda, *Ibid*, p. 6.

১৮. ঐ।

১৯. তারাপদ পাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮।

২০. Mrinal Kanti Chanda, *Ibid*, p. 7.

২১. *India Gazette*, 30 September 1834, Quoted from Mrinal Kanti Chanda, *Ibid*, p. 8.

২২. তারাপদ পাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

২৩. Mrinal Kanti Chanda, Ibid, p. 9.

২৪. অভিজিৎ দত্ত, *'ক্যালকাটা গেজেট'*, *বাংলাপিডিয়া*, পৃ. ৫০৪।

২৫. Mrinal Kanti Chanda, *Ibid*, p. 8.

২৬. তারাপদ পাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২।

২৭. ঐ।

২৮. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫৪।

২৯. Benoy Ghose, *Selections from English periodicals of 19th century Bengal*, vol. 1, Calcutta : Papyrus, 1978, p. 237.

www.pathagar.com

৩০. মৃনাল কান্তি চন্দ উল্লেখ করেছেন, 'Initially the Bengal Harkaru was possibly under the propritarship of Manual cantopher, দেখুন, Mrinal Kanti Chanda, *Ibid*, p. 32.

৩১. বিনয় ঘোষের মতে, 'Established by Charles Maclean in 1798। দেখুন, Benoy Ghosh, *Ibid*, p. 237.

৩২. An old Journalisht, 'The History of Press in Bengal; *Nineteenth century studies*, vol. 7, 1974, p. 286.

৩৩. Mrinal Kanti Chanda, *Ibid*, p. 33-34.

৩৪. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫৪।

৩৫. Mrinal Kanti Chanda, *Ibid*, p. 36.

৩৬. ঐ, পৃ. ৪৬।

৩৭. An Old Journalist, *Ibid*, p. 305

৩৮. Mrinal Kanti Chanda, *Ibid*, p. 48.

৩৯. ঐ।

৪০. *The Friend of India*, 15, February, 1844.

৪১. ঐ।

৪২. তারাপদ পাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১।

৪৩. ঐ।

৪৪. Mrinal kanti Chanda, *Ibid*, p. 116.

৪৫. ঐ।

৪৬. An Old Journalist, *Ibid*, P. 300.

৪৭. Mrinal Kanti Chanda, *Ibid*, p. 116.

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাজ সংস্কার আন্দোলনে সংবাদপত্রের ভূমিকা

(১৮১৮–১৯০০)

উনিশ শতকে বাংলায় যে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের জোয়ার এসেছিল তাতে সংবাদপত্রগুলোও বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। বাংলায় সংবাদপত্রের সূচনায় ইউরোপীয় মিশনারীদের কর্তৃত্ব এবং অবদান বেশি হলেও এরই রেশ ধরে বাংলার একদল শিক্ষিত ও বিদ্বোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ সংবাদপত্র প্রকাশে এগিয়ে আসেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি সমাজে এক নতুন ভাবধারা সূচিত হয়। সংবাদপত্রের মাধ্যমে বাংলার সমাজ সংস্কারের চেতনা নিয়ে এসেছিলেন রাজা রামমোহন রায়, ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, হরিনাথ মজুমদার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু সমাজের প্রচলিত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস সমূহের কঠোর সমালোচনা এবং এর প্রতিকারকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এই সময়ের প্রকাশিত সংবাদপত্র গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পত্রিকাগুলো হল– *সমাচার দর্পণ, সম্বাদ কৌমুদী, সমাচার চন্দ্রিকা, সংবাদ প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, হিন্দু পেট্রিয়ট* প্রভৃতি। নিম্নে এ সকল পত্রিকার লক্ষ্য, আদর্শ ও তার ইতিহাস সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হল।

সমাচার দর্পণ

শ্রীরামপুরের ইউরোপীয় মিশনারীদের দ্বারা ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রথম প্রকাশিত হয় *দিগদর্শন* পত্রিকা। এর অব্যবহিত পরেই প্রকাশিত হয় *'বঙ্গাল গেজেটি'* এবং *'সমাচার দর্পণ'*। কিন্তু *সমাচার দর্পণ* ও *বঙ্গাল গেজেটি* পত্রিকার মধ্যে কোনটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল সে বিষয়ে গবেষকদের মধ্যে নানারকমের মতভেদ দেখা যায়। কোলকাতা থেকে প্রকাশিত সমসাময়িক ইংরেজি পত্রিকা *ওরিয়েন্টাল স্টার* (Oriental Star)-এর ভিত্তিতে অনেকেই *'বঙ্গাল গেজেটি'* পত্রিকাকে সর্বপ্রথম বাংলা সংবাদপত্র বলে অভিহিত করেছেন। এই মতের প্রধান প্রবক্তা প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড: রমেশ চন্দ্র মজুমদার। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মে *'ওরিয়েন্টাল স্টার* পত্রিকাতে যে বিজ্ঞাপন দেখা যায় তাতে বলা হয়েছিল : "Amongst the improvements which are

www.pathagar.com

taking place in calcutta, we observe with satiofaction that the publication of a Bangalee newspaper has been commenced..."[১] সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা হতেও জানা যায় *বঙ্গাল গেজেটি* পত্রিকাটি *সমাচার দর্পণের* আগেই প্রকাশিত হয়। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উদ্ধৃতি দিয়ে বংশী মান্না তাঁর *ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাস* নামক গ্রন্থে বলেছেন, "*বঙ্গাল গেজেটি*' ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে, '*সমাচার দর্পণের* প্রায় দেড় বছর আগে, প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেটিই ভারতীয় ভাষার প্রথম সংবাদ পত্র, সেটি ১৫৪ চোরবাগান স্ট্রিটে হরচন্দ্র রায়ের ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত হত।"[২] অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের আধুনিক কালের বেশ কয়েকজন সাংবাদিক যেমন প্রাণরঞ্জন চৌধুরি, গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত, দিলীপ কুমার বিশ্বাস প্রমুখেরা এই মতকেই সমর্থন করেন। কিন্তু সংবাদ ও সাময়িক পত্রের খ্যাতিমান গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের মতে *'সমাচার দর্পণ'*ই প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। *ওরিয়েন্টাল স্টার* পত্রিকার বিজ্ঞাপনের সমালোচনা করে তিনি লিখেছেন, "আমার বিশ্বাস, এই সংবাদের অর্থ– *'বঙ্গাল গেজেটি'* প্রকাশের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে, "the publication ... has been commenced" কথাগুলির দ্বারা সম্পাদক মহাশয় ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। এই সকল কারণে *'বঙ্গাল গেজেটি'* প্রকাশের সঠিক কাল নিরূপণ বিষয়ে *'ওরিয়েন্টাল স্টারে'র* সংবাদটি নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায় না।"[৩] তবে এ বিতর্কের শেষে বংশী মান্নার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি মনে করেন বাংলা ভাষায় প্রকাশিত *'দিগ্‌দর্শন'*, *'বঙ্গাল গেজেটি'* ও *'সমাচার দর্পণ'* এই তিনটি পত্রিকা একই সাথে একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও একমাত্র *সমাচার দর্পণই* ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত হতে থাকে।[৪]

'সমাচার দর্পণ' পত্রিকাটি জন ক্লাক মার্শ্‌ম্যানের সম্পাদনায় শ্রীরামপুর থেকে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মে প্রথম প্রকাশিত হয়। তিন কলামে ছাপা চার পৃষ্ঠার এই পত্রিকাটির প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলামে পত্রিকাটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল[৫] :

১. ভারতের জজ ও কালেক্টর এবং অন্যান্য রাজকর্মচারীদের নিয়োগ সংক্রান্ত।

২. সরকারি গুরুত্বপূর্ণ আইন, অধ্যাদেশ ইত্যাদি।

৩. ইংল্যান্ড এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের সংবাদের সংকলন।

৪. ব্যবসা বাণিজ্যের খবর।

৫. জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ সংক্রান্ত খবর।

৬. ইংল্যান্ডে প্রকাশিত নতুন নতুন বইয়ের সমালোচনা।

৭. ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ঐতিহ্য এবং বইয়ের আলোচনা ইত্যাদি।

www.pathagar.com

সমাচার দর্পণ ইউরোপীয় মিশনারীদের উদ্যোগে এবং জে সি মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হলেও এর সঙ্গে স্থানীয় হিন্দু পণ্ডিতগণ জড়িত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, পন্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি প্রমুখ। পন্ডিত জয় গোপাল তর্কালঙ্কার *সমাচার দর্পণের* প্রাথমিক অবস্থায় এবং পন্ডিত তারিণী চরণ শিরোমণি পরবর্তীকালে বেশ কয়েক বছর সম্পাদনার কাজে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শুধু তাই নয় *সমাচার দর্পণের* প্রকাশনাতেও পণ্ডিতদের প্রভাব ছিল অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, "মার্শম্যান নামে সম্পাদক হইলেও কার্যত: পত্রিকা-সম্পাদনের ভার এ দেশীয় পন্ডিতগণের উপরই ন্যস্ত ছিল। এমন কি, পন্ডিতেরা অনুপস্থিত থাকিলে *'সমাচার দর্পণে'* নতুন সংবাদ প্রকাশ ও বন্ধ থাকিত।"[৬] পন্ডিতদের প্রভাবের কারণেই *সমাচার দর্পণের* প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষদেশে সংস্কৃত ভাষায় নিম্নোক্ত শ্লোকটি মুদ্রিত হত :

"দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণা:।

বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে।।"[৭]

সমাচার দর্পণে সংস্কৃত শ্লোক ছাপানোকে ড: পার্থ চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃত পণ্ডিতদের প্রভাব বলে মনে করেন। বাংলা সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় সংস্কৃত শ্লোক লেখা এখান থেকেই শুরু হয় এবং উনিশ শতকের প্রায় সমস্ত বাংলা সংবাদপত্রে কোন না কোন সংস্কৃত শ্লোক ছাপানোর রেওয়াজে পরিণত হয়।[৮]

সমাচার দর্পণ চার পৃষ্ঠার পত্রিকা হলেও ছিল খুবই প্রাণবন্ত। বিষয় বৈচিত্র্যেও ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। প্রথম সংখ্যাতেই দেশী বিদেশী খবরের পাশাপাশি মশলা বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন পর্যন্ত ছাপা হয়েছিল। 'মসলা বিক্রয়ের ইস্তাহার' শীর্ষক শিরোনামে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মে *'সমাচার দর্পণ'* লিখেছিল, "সমাচার দেওয়া যাইতেছে ৮ জুন সোমবার সাড়ে দশ ঘড়ীর সময় কোম্পানির পুরাণা কুঠীর মধ্যে খাতাবাটীতে মোকামবান্দা আমদানী মসলা জাহাজ সুরবয়া ও মেনড্রেন আইসে তাহা নিলাম বিক্রয় হইবেক।"[৯]

সমাচার দর্পণ পত্রিকাতে বাণিজ্য সংবাদ ছাড়াও তদানীন্তন বাংলার বিভিন্ন মফস্বল এলাকা থেকে তথ্য সংগৃহীত করা হত এবং ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে এ ধরনের তথ্য সংগ্রহের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০টির মত। *সমাচার দর্পণের* এই উদ্যোগকে অনেক গবেষকই মফঃস্বল সাংবাদিকতার সাথে তুলনা করেছেন। গবেষক তপন বাগচীর মতে, "তৃণমূল পর্যায়ের সংবাদ সংগ্রহের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল *'সমাচার দর্পণ'* পত্রিকাই।[১০] এত গুণাবলী থাকা সত্বেও *সমাচার দর্পণের* সীমাবদ্ধতা ছিল এই যে, পত্রিকাটি বেশির ভাগ সময়েই বন্ধ হয়ে থাকত। ১৮৪১-১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এক দশকের মধ্যে *সমাচার*

www.pathagar.com

দর্পণ বন্ধ হয়ে যায়। তৃতীয় পর্যায়ে ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের ৩রা মে তারিখে পুনরায় শ্রীরামপুর থেকে *'সমাচার দর্পণ'* প্রকাশিত হয়। কিন্তু এরপরও *সমাচার দর্পণ* স্থায়ী হয়নি। শেষবারের মত *সমাচার দর্পণ* প্রকাশিত হয় ১৮৫৩ সালের ১২ এপ্রিল। এরপর আর প্রকাশিত হয়নি।

সম্বাদ কৌমুদী

উনিশ শতকে বাংলার সংবাদপত্রের ইতিহাসে *সম্বাদ কৌমুদী* একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। বাংলার সমাজ সংস্কারের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায় এই পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। *বঙ্গাল গেজেটি* বন্ধ হয়ে যাবার পর তিনি যে সকল পত্রিকাগুলো প্রকাশে বিশেষ উদ্যোগ নেন তার মধ্যে ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *সম্বাদ কৌমুদী*, ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *মীরাৎ উল আখবার* এবং *জাম ই জাহান নুমা* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। *সম্বাদ কৌমুদী* ও *মীরাৎ উল আখবার* পত্রিকা দুটি সমকালীন অন্যান্য পত্রিকাগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হত। 'দর্পণে বদনং ভীতি দীপেন নিকটস্থিতং/রবিনা ভুবনং তপ্তং কৌমুদী শীতরং জগৎ।'– এই শ্লোকটিকে শিরোধার্য করে *সম্বাদ কৌমুদী* প্রকাশিত হয়েছিল। *সম্বাদ কৌমুদীর* আত্মপ্রকাশ উপলক্ষে ১৮২১ খ্রিস্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর তারিখের *সমাচার দর্পণ* এর সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল :

> এই মাসে *সম্বাদ কৌমুদী* নামে এক বাঙ্গালি সমাচার পত্র মোং কলিকাতাতে প্রকাশ হইয়াছে এবং তাহার তিন সংখ্যা পর্যন্ত ছাপা হইয়াছে ইহাতে আমরা অধিক আহলাদ প্রাপ্ত হইয়াছি যেহেতুক দর্পণ বল কিম্বা কৌমুদী বল অথবা প্রবাকর বল যাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের জ্ঞান সীমাব বিস্তার হয় তাহাতে আমরা তুষ্ঠ... ।[১১]

সম্বাদ কৌমুদীর বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু সমাজের প্রচলিত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসসমূহের কঠোর সমালোচনা এবং সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ এর পক্ষে প্রচার চালানো। *সম্বাদ কৌমুদীর* প্রথম সংখ্যায় ১৮২১ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর তারিখের পত্রিকাতে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, 'ধর্মনীতি ও রাষ্ট্র বিষয়ক আলোচনা, দেশ বিদেশের সংবাদ, দেশের অভ্যন্তরীণ সংবাদ প্রভৃতি এতে নিয়মিত প্রকাশিত হবে এবং এই পত্রিকার উদ্দেশ্য হবে লোক হিত সাধন।[১২] হিন্দু সমাজের প্রচলিত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস সমূহের কঠোর সমালোচনা এবং সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের পক্ষে অবিরাম প্রচার পত্রিকাখানির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় তাঁর *বাংলা সাময়িক পত্র* গ্রন্থে লিখেছেন :

> ... পরধর্ম্মের হনিতা প্রতিপাদন বা খ্রিস্টধর্ম্মের মহাত্মা প্রচার করা সমাচার দর্পণের উদ্দেশ্য না হইলেও প্রথমাবস্থায় উহাতে এমন কতকগুলি প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হয়, যাহাতে হিন্দু শাস্ত্রের যুক্তিহীনতা, কূলীনদের প্রতি কটাকষ প্রভৃতি ছিল। এই কারণে

www.pathagar.com

> বাঙালি পরিচালিত একখানি বাংলা সমাচার পত্রের অভাব অনেকে অনুভব করিতেছিলেন। ঠিক এই সময়ে কলুটোলা নিবাসী দেওয়ান তারাচাঁদ দত্ত এবং ভবানী চরণ বন্দোপাধ্যায় উভয়ে মিলিয়া একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশে অগ্রসর হন। এই পত্রিকাখানির নাম *সম্বাদ কৌমুদী*।[১৩]

সম্বাদ কৌমুদীর সম্পাদক ছিলেন ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়। তিনি পত্রিকার ১৩টি সংখ্যা সম্পাদনা করেছিলেন। মোহিত মৈত্র মনে করেন, ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় তারা চাঁদ দত্ত *সম্বাদ কৌমুদী* প্রকাশ করেন। রাজা রাম মোহন রায় প্রথম দিকে এই পত্রিকায় লিখতেন এবং পরে কাগজের স্বত্ব কিনে নেন।'[১৪] A. F. Salahuddin Ahmed তাঁর *Social Ideas & Social Change in Bengal 1818-1835* নামক গ্রন্থে বলেছেন :

> The *Sangbad Kaumudi* was the property of Rammohan Roy and was to be the organ of reformist Hinduism. Indeed, Rammohan seems to have realised that the best way of reaching the public and influencing public opinion was by means of a newspaper.[15]

সাপ্তাহিক *সম্বাদ কৌমুদী* পত্রিকায় সতীদাহ প্রথা রোধ ছাড়াও দেশে ব্যাংকিং ও জীবনবীমা ব্যবসা, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচার, নারী শিক্ষা বিস্তার, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি বিবর্তনের বিষয়ও আলোচিত হয়েছিল।[১৬] *সম্বাদ কৌমুদী* পত্রিকায় প্রকাশিত বহু জনহিতকর সংবাদ ও মন্তব্য পরবর্তীতে অনূদিত হয়ে *ক্যালকাটা জার্নাল* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে দ্বি-সাপ্তাহিক হওয়ার পর লন্ডনের মানবতাবাদী পত্রিকা *ইস্ট ইন্ডিয়া ম্যাগাজিন সম্বাদ কৌমুদী* পত্রিকার উপর একটি বিশেষ নিবন্ধন রচনা করেছিল। *সম্বাদ কৌমুদী* হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামি, কুসংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে ছিল সোচ্চার। হিন্দু ধর্মের সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা ও রদ করা ছিল *কৌমুদীর* প্রধানতম লক্ষ্য। ভবানীচরণ প্রথম দিকে এই মত মেনে নিলেও পরবর্তীকালে রাজা রামমোহন রায়ের সাথে বিরোধ দেখা দিলে তিনি *সম্বাদ কৌমুদী* পরিত্যাগ করেন। ইতিমধ্যে তিনি *সমাচার চন্দ্রিকা* নামে অন্য একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এক্ষেত্রে তিনি হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামি ও যাবতীয় সংস্কারকে পুরোদমে সমর্থন করেন। এর ফলে *সম্বাদ কৌমুদী* সাময়িক অসুবিধায় পড়ে এবং তাতে প্রচার বা গ্রাহকের সংখ্যা কমে যায়। এই সময়ে *সমাচার চন্দ্রিকা* ও *সম্বাদ কৌমুদীর* বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। শ্রীরামপুরের মিশনারীদের পত্রিকা *সমাচার দর্পণ* ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের ২০ মার্চ তারিখের সংখ্যায় লিখেছিল :

www.pathagar.com

> ... the two well known newspapers (the *Kaumudi* and the *Chandrika*) would continue to indulge in acrimonious attacks against each other often using vile language. He pleaded that the two papers should refrain from mutual denunciation and should publish useful information from various sources which would please and enlighten their readers and would also help in removing causes of misunderstanding between them.[17]

ভবানীচরণের পর হরিহর দত্ত *সম্বাদ কৌমুদী* সম্পাদনা করতেন। পরে এর সম্পাদক হন গোবিন্দ্র চন্দ্র কোঙার। রক্ষনশীল হিন্দু সমাজের বিরূপতা ও ভবানীচরণের *সমাচার চন্দ্রিকার* জনপ্রিয়তার কারণে ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে *সম্বাদ কৌমুদীর* প্রকাশ সাময়িকভাবে স্থগিত হয়েছিল। কিন্তু ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে আনন্দ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ও গোবিন্দ্র চন্দ্র কোঙারের পরিচালনায় এটি আবার পুন:প্রকাশিত হয়। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে পত্রিকাটি দ্বি সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু ওই সময়ে রামমোহন রায় বিলাত গমন করেন এবং *সম্বাদ কৌমুদী* পত্রিকার দায়িত্ব তাঁর পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় কে দেন। কিন্তু রামমোহন রায়ের অনুপস্থিতিতে পত্রিকাটি তার নিজস্ব অবস্থানকে ধরে রাখতে পারেনি। সম্ভবত: ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে পত্রিকাটি বিলুপ্ত হয়। তবে বিলুপ্ত ঘটার আগেও আরো কয়েকবার এর সম্পাদক ও পরিচালক পদে পরিবর্তন ঘটেছিল। এ প্রসঙ্গে মোহিত মৈত্র লিখেছেন :

> *কৌমুদী* ১৮২১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে প্রথম বন্ধ হয় এবং ১৮২২ এর মে মাসে পুনরায় চালু হয়। আবার সেপ্টেম্বর মাসে বন্ধ হয় এবং ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল পুনরায় প্রকাশিত হয়। এরপর আর সাময়িকভাবে বন্ধ হয়নি। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে দ্বি সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। *কৌমুদী* শেষ সংখ্যা পর্যন্ত সতীদাহ রহিত করার জন্য লড়াই চালায়। এবং সৌভাগ্যের বিষয় সতীদাহ রহিত হবার পর *কৌমুদীর* প্রকাশও বন্ধ হয়।[১৮]

একথা অনস্বীকার্য যে, বাংলায় সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে যে কয়টি সংবাদপত্রের নাম উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে তার মধ্যে রাম মোহন রায় প্রতিষ্ঠিত *সম্বাদ কৌমুদীকে* অগ্রদূত বলা যায়। শুধু তাই নয়, *সম্বাদ কৌমুদী* দীর্ঘকাল ধরে জনসাধারণের অভাব অভিযোগের কথাও সরকারের দৃষ্টিগোচর করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিল। কিন্তু ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে পত্রিকাটি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

হিন্দু পেট্রিয়ট

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলায় তথ্যানুসন্ধানী সাংবাদিকতার উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়। *হিন্দু পেট্রিয়ট* পত্রিকায় তথ্যানুসন্ধানী সংবাদপত্রের ধারাটি পাঠক সমাজের কাছে জনপ্রিয় ও অর্থবহ করে তোলে। বিশেষত উনিশ শতকে বাংলায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে কৃষকদের জীবন বিষময় হয়ে উঠেছিল। এরই ফলশ্রুতিতে কৃষকেরা নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নীলকরদের হাত থেকে মেহনতি কৃষক সম্প্রদায়ের মুক্তি। উনিশ শতকে নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন ও দুর্দশাগ্রস্থ কৃষকদের প্রতিকার কল্পে বাংলার অনেক সংবাদপত্র এগিয়ে এসেছিল। যার মধ্যে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল *হিন্দু পেট্রিয়ট*। এই পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নীলকর সাহেবদের নীলচাষীদের ওপর ভয়ঙ্কর অত্যাচারের বিবরণ ও শোষণের করুণ চিত্র তুলে ধরে পত্রিকার পাঠক সমাজকে প্রতিনিয়ত সচেতন করে তুলতে সাহায্য করেছিল। বস্তুত: সৎ নির্ভীক ও ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন সাংবাদিক ছিলেন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি তারিখে কলকাতা থেকে *হিন্দু পেট্রিয়ট* প্রকাশিত হবার পরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে পত্রিকাটি বাংলায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অবশ্য হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় *হিন্দু পেট্রিয়টের* সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ লাভের পূর্বে কলকাতা থেকে প্রকাশিত অপর একটি ইংরেজি পত্রিকা *বেঙ্গল রেকর্ডার* পত্রিকাতে নিয়মিত লিখতেন। ১৮৫০ সালে *বেঙ্গল রেকর্ডার* পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেলে কলকাতার বড়বাজারের জনৈক ব্যবসায়ী মধুসুদন রায়ের আমন্ত্রণে তিনি *হিন্দু পেট্রিয়ট* পত্রিকা প্রকাশে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। পরবর্তীকালে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মধুসুদন রায়ের কাছে থেকে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১লা জুন তারিখে তাঁর বড় ভাই হারাণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামে *হিন্দু পেট্রিয়ট* এর স্বত্ব ও প্রেস কিনে নেন। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারি তারিখে *হিন্দু পেট্রিয়ট* পত্রিকার আবির্ভাব উপলক্ষে তার নীতি ও আদর্শ সম্পর্কে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি তারিখে *হিন্দু ইনটেলিজেন্স* পত্রিকাতে বলা হয়েছিল :

> A few disinterested ... individuals, were for sometime past thinking of establishing a weekly newspaper in english, having for its object a fair and manly advocacy of the interests of their country and an impartial exposition of the social and political evils with which she is now afflicated... the discussion connected with the East India Company's Charter, which have already commenced, must command an all-absorbing interest in the hearts of all true friends of India.

www.pathagar.com

> An organ of the people, conducted by natives, on catholic and without presuming to set up as the only organ of the hundred millions whose destinies are bound up with the welfare of this land, the Hindoo Patriot may be allowed to take its stand as a Champion, however insignificant, of the neglected rights of the country and a zealous and unflinching advocate for constitutional reform...[19]

হিন্দু পেট্রিয়ট প্রেস স্থাপিত হয়েছিল ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ই জুন তারিখে কলকাতা শহরের অদূরে ভবানীপুরে। অবশ্য ইতিপূর্বে কলকাতার বড়বাজারের সংকীর্ণ গলি থেকে ১৩৬ নং রাধাবাজার স্ট্রীটে পত্রিকাটির অফিসগৃহ সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল। এরপর ক্রমান্বয়ে নানা কারণে পত্রিকাটির প্রেস ও অফিসগৃহের রদবদল হতে থাকে। যেমন ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে *হিন্দু পেট্রিয়ট* কলকাতার ১৭ নম্বর দর্পণারায়ণ ঠাকুর স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত হয়। আবার ওই বছরের আগস্ট মাসে পত্রিকাটির অফিস কলকাতার ৬০ নম্বর কসাইটোলায় চলে যায়। সবশেষে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার ভবানীপুরে *হিন্দু পেট্রিয়ট* প্রেস স্থানান্তরিত হবার পর থেকেই এর নতুন অধ্যায় শুরু হয়। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতে রেল ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা চালু হবার পর হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় টেলিগ্রাফের মাধমে বিদেশী সংবাদ সংস্থার কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করতেন এবং *হিন্দু পেট্রিয়ট* পত্রিকায় তা প্রকাশের ব্যবস্থা চালু করেন। যার ফলে ক্রমান্বয়ে *হিন্দু পেট্রিয়ট* একটি আধুনিক সংবাদপত্রে পরিণত হয়। এরই ফলে একদিকে যেমন প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আবার অন্যদিকে বিজ্ঞাপনও আসতে থাকে। অর্থাৎ তথ্যানুসন্ধানী মূলক খবর ছাপার ফলে শিক্ষিত জনসাধারন, *হিন্দু পেট্রিয়টের* গ্রাহক সৃষ্টি হয়েছিল। কলকাতার হিন্দু বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পত্রিকাটি কতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় গ্রাহকদের তালিকা থেকে। নিচের সারণীতে ১৮৫৫, ১৮৫৬ ও ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার শিক্ষিত শ্রেণীর গ্রাহককের তালিকা দেয়া হল–

সারণী : ৩

হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার গ্রাহক তালিকার একাংশ

(১৮৫৫ – ৫৭ খ্রিস্টাব্দ)

১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ :

১. বাবু রাম চন্দ্র বোস

২. বাবু ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষাল

৩. নওরোজ ফারদোজী ই.এস.কিউ

৪. বাবু বরুন চন্দ্র ভট্টাচার্য

www.pathagar.com

৫. বাবু তারিণী চরন সেন
৬. বাবু নিমাই চরণ নাগ
৭. ভেলর দেবরাজ পিলাই
৮. বাবু উমা চরণ সিত
৯. বাবু শ্রীপুতী মুখার্জী
১০. বাবু গোবিন্দ চন্দ্র বোস
১১. বাবু ব্রজ কুমার মল্লিক
১২. সম্পাদক বোম্বে এসোসিয়েশন
১৩. বাবু ক্ষেত্র চন্দ্র বোস
১৪. এ. সিনিয়া ই.এস.কিউ.
১৫. বাবু রাম শংকর সেন
১৬. বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত
১৭. বাবু শিব চন্দ্র সোম
১৮. বাবু রাও রামচন্দ্র রাও ভো
১৯. বাবু কেশব চন্দ্র আচার্য
২০. পন্ডিত ধর্ম নারায়ণ ইএস. কিউ
২১. এ. শাহসিয়াহ ই.এস.কি. আর
২২. সম্পাদক, যশোর পাবলিক লাইবেরী
২৩. বাবু কাসিসুর মিত্র
২৪. মি: জি. রাইনার
২৫. বাবু যদুনাথ রায়
২৬. তাঁরাচাঁদ বন্দোপাধ্যায়

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ :

১. ইভানস বেল
২. রায় উমেদ সিংহ বাহাদুর
৩. বাবু আশুতোষ দেব
৪. যশোর পাবলিক লাইব্রেরী
৫. বাবু গোবিন্দ চন্দ্র বোস
৬. এ. ভি. সাব, চট্টগ্রাম
৭. বাবু শিব চন্দ্র সোমে
৮. মহারাজ তুর্কজী রাও হলকার বাহাদুর
৯. এম. জি. রাইনার

www.pathagar.com

১০. বাবু কালী চরণ ঘোষ
১১. এ. শাহসিয়াহ এসস্কোয়ার
১২. এম. ভেস্কট চাতিউ
১৩. বাবু কেতুর চন্দ্র বোস
১৪. বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত
১৫. লে. কর্নেল এম. ই লোফটি
১৬. বাবু দুর্গাদাস কর
১৭. দিনাজপুর রিডিং ক্লাব
১৮. বাবু উমা চরণ শেঠ
১৯. বাবু রাম চরণ বোস
২০. বাবু তারিণী চরণ সেন
২১. বাবু দীন নাথ বন্দোপাধ্যায়
২২. আর. সি. বেইকাম, এস্কায়ার
২৩. বাবু মাধব চন্দ্র সরকার
২৪. বাবু মহাদেব মিত্র
২৫. মৌলভী আবদুল লতিফ
২৬. বাবু জগদীশ নাথ রায়
২৭. বাবু তারা চাঁদ বন্দোপাধ্যায়
২৮. বাবু গোপাল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়
২৯. বাবু ভৈরব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৩০. বাবু রাম চন্দ্র বসু

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ
১. বাবু শিব চন্দ্র সোম
২. বাবু মাধব চন্দ্র সরকার
৩. দাদাভো পান্ডোরাঙ
৪. সম্পাদক, ভার্ণাকুলার গ্রন্থাগার, সুরী
৫. উপ-সহকারী সার্জন, দামোরাও তেওয়ারী
৬. বাবু ভৈরব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৭. বাবু রাম চন্দ্র বসু
৮. বাবু ব্রহ্মানাথ সেন
৯. বাবু পূর্ণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১০. বাবু লক্ষ্মী নারায়ণ মিত্র

www.pathagar.com

১১. বাবু দীন বন্দু মল্লিক
১২. বাবু গোবিন্দ চন্দ্র বসু
১৩. বাবু শিবপ্রসাদ স্যানাল
১৪. বাবু রাধাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়
১৫. ক্যাপ্ট. ই. বেল
১৬. এ. সহিস এস্কায়ার
১৭. দিনাজপুর রিডিং ক্লাব
১৮. বাবু মাধব চন্দ্র বড় য়া
১৯. বাব যদুনাথ রায়
২০. বাবু শ্যামা প্রসাদ রায়
২১. বাবু নিমাইচরণ মজুদার
২২. বাবু দুর্গানারায়ণ বন্দোপাধ্যায়
২৩. বাবু ঈশ্বর চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
২৪. বাবু হরিশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়
২৫. বাবু কৈলাস চন্দ্র দে
২৬. বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
২৭. বাবু অভয় চরণ মল্লিক
২৮. বাবু মাধব চন্দ্র মিত্র
২৯. বাবু পঞ্চানন বসু
৩০. বাবু শ্যামা চরণ চট্টোপাধ্যায়
৩১. আত্মারাম পানডুরাও এস্কায়ার
৩২. বাবু সুধারাম দাস
৩৩. লে. জে. এস. মার্শাল
৩৪. বাবু আশুতোষ দেব
৩৫. বাবু জগদীশনাথ রায়
৩৬. বাবু কালী চরণ ঘোষ

(তথ্যসূত্র : মৃণাল কান্তি চন্দ, *হিস্ট্রি অব দি ইংলিশ প্রেস ইন বেঙ্গল, ১৭৮০-১৮৫৭*, ক্যালকাটা: কে. পি বাগচী এ্যন্ড কোম্পানি, ১৯৮৭, পৃ. ৩৩৫-৩৭)

হিন্দু পেট্রিয়ট গ্রাহকদের জন্য পত্রিকার মূল্য ছিল মাসিক এক রুপী, ত্রৈমাসিক দুই রুপী, বার্ষিক দশ রুপী। যারা গ্রাহক হতেন তাদের আগেই মূল্য পরিশোধ করতে হত। পত্রিকার প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল আট আনা।

www.pathagar.com

তবে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে *হিন্দু পেট্রিয়টের* সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর পত্রিকাটির জনপ্রিয়তা কমতে থাকে। *হিন্দু পেট্রিয়ট* শুরু হয়েছিল প্রতিমাসে ১০০ টাকা করে মাসিক লোকসানের ভিত্তিতে। তবে ব্যবসায়িক সাফল্য পেতে শুরু করে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে। কিন্তু বাড়তি লাভের টাকা দিয়ে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উনিশ শতকে বাংলায় নবজাগরণ, ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলেন। অর্থাৎ ব্যবসায়িক মুনাফার দিকে কোন দিনই তাঁর ঝোঁক ছিল না। তাঁর স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল পত্রিকার মাধ্যমে দেশ সেবা, সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন, মানুষকে সচেতন ও শিক্ষিত করে তোলা। *হিন্দু পেট্রিয়ট* পত্রিকার স্মৃতি চারণ করতে গিয়ে কৃষ্ণ দাস পাল লিখেছেন :

> আমাদের পক্ষে এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে হরিশের মধ্যে অসাধারণ বুদ্ধি প্রাখর্য, দুর্লভ যুক্তিপরায়ণতা এবং দেশীয় রাজনীতি জ্ঞানের সমাবেশ থাকায়, তৎকালে দেশীয় সমাজের রাজনীতি মুখপত্রস্বরূপ একটি পত্রিকার প্রধান পদের দায়িত্ব নেওয়ার তিনি উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। গিরিশ প্রথম থেকে এই কাগজের মধ্যে দিয়ে তাঁর বন্ধু হরিশের যে বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ পাচ্ছিল তা সশ্রদ্ধভাবে এবং সানন্দে লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন এবং প্রসন্নমনে তাঁর নির্দেশমত এই পত্রিকার সেবা করছিলেন।[২০]

হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছাড়াও এই পত্রিকার যশোর জেলার সংবাদদাতা শিশির কুমার ঘোষ (পরে *অমৃত বাজার পত্রিকার* প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক) নীল চাষীদের উপর অমানুষিক অত্যাচারের কথা কোম্পানি সরকারের কর্ণগোচর করেছিলেন। ১৮৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দে শিশির কুমার ঘোষ *হিন্দু পেট্রিয়ট* পত্রিকায় নীল জেলাসমূহে নীল চাষীদের প্রকৃত অবস্থা সরেজমিনে খবর পরিবেশনের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি এম.এল.এল. স্বাক্ষরে নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী লিখে পাঠাতেন। পরবর্তীকালে নীল কমিশন গঠনে তাঁর প্রতিবেদনের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে যশোর, নদীয়া, পাবনা, রাজশাহী ও রংপুরের কৃষকগণ একতাবদ্ধ হয় এবং তারা প্রতিজ্ঞা করে যে, কোন অবস্থাতেই আর নীলের চাষ করবে না। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে নীলকররা বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছে প্রদত্ত এক স্মারকলিপিতে জানিয়েছিল বাংলার কৃষককূল সংগঠিতভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। তাদেরকে দিয়ে নীলের আবাদ করানো আর সম্ভব হচ্ছে না।[২১] *হিন্দু পেট্রিয়ট* পত্রিকাতে বিদ্রোহের পূর্বাভাস দিয়ে প্রতিবেদন বের হয়েছিল ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মার্চ তারিখে। *হিন্দু পেট্রিয়ট* পত্রিকার প্রতিবেদনটি ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ করা হয়েছিল :

> রায়তরা বর্তমানে খুবই মারমুখো। তারা ভয়ংকরভাবে ক্ষেপে গেছে। তারা যে কোন দুষ্কার্য করতে এখন প্রস্তুত। প্রতিদিন তারা আমাদের কুঠি ও বীজের গোলায় আগুন

www.pathagar.com

লাগিয়ে দেবার চেষ্টায় আছে। আমাদের প্রায় সকল কর্মচারী ও চাকরাণী কুঠি ত্যাগ করে চলে গেছে। কারণ প্রজারা তাদেরকে এই বলে ভয় দেখাচ্ছে যে, তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া কিংবা তাদেরকে খুন করে ফেলা হবে। যে দু'একজন চাকর চাকরানী আমাদের সঙ্গে আছে, তারাও অতি শীঘ্র চলে যেতে বাধ্য হবে। কারণ পার্শ্ববর্তী বাজারেও তারা খাদ্য দ্রব্য কিনতে যেতে পারছেনা। সকল জেলাতেই বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে।[২২]

হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শুধু তাঁর পত্রিকার মাধ্যমেই নীল বিদ্রোহকে সমর্থন করেন নি, বাস্তবিকপক্ষে তিনি ছিলেন কৃষকের পক্ষে। আর এ জন্য নীলকরদের বিরুদ্ধে কৃষকদের বিদ্রোহ তিনি ন্যায় সঙ্গত বলে মনে করে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মে তারিখে *হিন্দু পেট্রিয়ট* পত্রিকায় কুণ্ঠাহীনভাবে স্বীকার করে লিখেছিলেন :

বঙ্গদেশে তার কৃষকদের সম্বন্ধে নিশ্চয়ই গর্ববোধ করতে পারে। নীল আন্দোলন আরম্ভ হবার পর থেকে বঙ্গ দেশের রায়তগণ যে নৈতিক শক্তির এরূপ স্পষ্ট পরিচয় দিয়েছে তা আর কোন দেশের কৃষকদের মধ্যে দেখা যায় না। দরিদ্র রাজনৈতিক জ্ঞান ও ক্ষমতাহীন এবং নেতৃত্ব শূণ্য হয়েও এ সকল কৃষক এরূপ একটা বিপ্লব ঘটাতে সমর্থ হয়েছে, যা গুরুত্বেও মহত্বে কোন দেশের সামাজিক ইতিহাসের বিপ্লবের তুলনায় কোনক্রমে নিকৃষ্ট নয়। তাদেরকে এরূপ একটা শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে, যার হাতে ছিল দুর্ধর্ষ ক্ষমতার সবপ্রকার উপকরণ। ... তারা যে সাফল্য অর্জন করেছিল তার সুফল সমাজের সকল শ্রেণী ও দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ উপভোগ করতে পারবে।[২৩]

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে নীল বিদ্রোহ এবং কৃষক যোদ্ধাদের জন্য যে আত্মত্যাগ করেছেন তার জন্য সর্বকালে জাতীয় বীর মুক্তি সংগ্রামের সেনানী হিসেবে স্মরণীয় থাকবেন। তিনি বুঝেছিলেন সমাজের শতকরা ৯০ ভাগ কৃষকই জাতির প্রধানতম অংশ এবং এজন্যই কৃষকের স্বার্থে তিনি সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন। সমগ্র ব্রিটিশ প্রশাসন সহ কুঠিয়াল ও জমিদার শ্রেণী তাঁর প্রবল শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নীলকর আর্কিবলস হিল কর্তৃক হারামণির শ্লীলতাহানির ঘটনা *হিন্দু পেট্রিয়ট* পত্রিকায় প্রকাশ করায় হিলের সাথে মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েন। এই মামলা চলাকালেই অর্থাৎ ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারা যান।

শুধু নীলকরের বিরুদ্ধেই *হিন্দু পেট্রিয়ট* সোচ্চার ছিল না। ব্রিটিশ সরকারের কঠোর সমালোচকও ছিল। *হিন্দু পেট্রিয়ট* প্রকাশের সময় ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড ডালহৌসী। তাঁর নীতি ছিল আগ্রাসনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার। এই নীতির ফলে লর্ড ডালহৌসী ভারতবর্ষের বেশ কটি দেশীয় আশ্রিত রাজ্যকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের

www.pathagar.com

অন্তর্ভুক্ত করেন। *হিন্দু পেট্রিয়ট* লর্ড ডালহৌসীর এই আগ্রাসী নীতির কঠোর সমালোচনা শুরু করে। তদানীন্তন সময়ে বাংলা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে ভারতের গভর্নর জেনারেল ডালহৌসীর কাজের সমালোচনা করা ছিল খুবই দু: সাহসের কাজ। অথচ ব্রিটিশ নীতির ভয় ভীতিকে উপেক্ষা করে 'ঝাঁসি অধিকার' শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে *হিন্দু পেট্রিয়ট* মন্তব্য করেছিল :

> বল প্রয়োগ করে সন্নিহিত রাজ্য গ্রাসের যে নিলর্জ্জ নীতি গ্রহণ লর্ড ডালহৌসী গ্রহণ করেছেন তা শয়তানের পক্ষেও লজ্জাজনক। অত্যাচারী রুশ সম্রাট (জার) নিকোলাস তাঁর কাছে হার মানবেন– লর্ড ডালহৌসী ন্যায়, ধর্ম, বিচার শক্তি ও পূর্ব চুক্তি জলাঞ্জলি দিয়ে ঝাঁসি গ্রাস করেছেন।[২৪]

হিন্দু পেট্রিয়ট লর্ড ডালহৌসীর আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছিল :

> অযোধ্যা সুশাসিত নয়, অতএব এর স্বাধীনতা হরণ কর, হায়দ্রাবাদ সুশাসিত নয়, অতএব নিজামকে রাজ্যচ্যুত কর– এই হল ভারতীয় শাসকদের নীতি। এই সব ধোঁকাবাজ রাজনীতিক পন্ডিতদের সম্বন্ধে বলা উচিত যে, আপনাদের এই নীতি যদি পৃথিবী ব্যাপী অবলম্বিত হয়, তবে পৃথিবীতে কোন একটি রাষ্ট্র কি তার পরাক্রান্ত প্রতিবেশীর হাত থেকে বাঁচতে পারত? কোন একটি রাষ্ট্রে প্রজাদের বড় কষ্ট এই রকম প্রচার চালিয়ে উচ্চাভিলাষী, বিবেকহীন, পরাক্রান্ত রাষ্ট্র যে কোন একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে গ্রাস করে নিতে পারে। আউধ রাজ্যকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করার যে দাবী বা অজুহাত এখন তোলা হচ্ছে তা আন্তর্জাতিক নীতি বিরুদ্ধ।[২৫]

হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সংবাদ শুধু বস্তুনিষ্ঠই ছিল না, জাতীয়তাবাদী চেতনার বাহক ও ছিল। উপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংবাদপত্র কতটা শক্তিশালী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ রেখেগেছে *হিন্দু পেট্রিয়ট*। কিন্তু ১৮৬১ সালে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর *হিন্দু পেট্রিয়ট* সংকটাপন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়। যদিও এ সময় সম্পাদকের দায়িত্ব নেন কালী প্রসন্ন সিংহ। কিন্তু তিনি বেশীদিন দায়িত্ব চালিয়ে যেতে পারেন নি। এরপর শুরু হয় *হিন্দু পেট্রিয়টের* অবক্ষয়ের যুগ। ১৮৬২-১৮৮৪ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব পরিবর্তিত হতে থাকে। পরবর্তীকালে পত্রিকাটি ক্রমান্বয়ে জনগণের ওপর তার প্রভাব হারিয়ে ফেলে এবং বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত টিকে ছিল।

সংবাদ প্রভাকর

উনিশ শতকে সংবাদপত্রের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার ও সমাজ পুনর্গঠনে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বাস্তববাদী। *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকার সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের কাঁচড়াপাড়ার শিয়ালডাঙায়

www.pathagar.com

জন্মগ্রহণ করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ না হলেও সংস্কৃত বেদান্ত দর্শন, তন্ত্রশাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর ও প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের (১৮০৬-৬৭) আনুকূল্যে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি তারিখে সাপ্তাহিক *সংবাদ প্রভাকর* প্রকাশ করেন।[২৬] ব্রিটিশ সরকারের কাছে *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি চেয়ে যে আবেদন করেছিলেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হল :

To G. A. Bushby Esq.

Officiating Secretary to Government in the General Department.

Sir,

I have the honour to enclose in original an affidait by me on a solemn declaration before Mr. A.S.L. McMohan one of the Magistrates for the Town of Calcutta and to request that I may be permitted under the authority of the Right Hon'ble the Governor General in Council with a Licence authorizing me to print in the Bengallee Languages entitled the *Sambad Provakur.*

I have the honour to be
Sir
Yours most obedient Servant
Iser Chunder Gooptoo

Calcutta
The 7 Jan 1831

(তথ্যসূত্র : বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, ১৮৪০-১৯০৫,* ১ম খণ্ড, কলিকাতা : বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬২, পৃ. ২১।)

সংবাদ প্রভাকর প্রথমে ছিল সাপ্তাহিক, পরে বারত্রয়িক, সবশেষে ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুন তারিখে দৈনিক হিসেবে প্রকাশিত হয়। ক্রমান্বয়ে এটি পাঠক মহলে নন্দিত হয়। যার প্রমাণ পাওয়া যায় এর গ্রাহক সংখ্যার তালিকা থেকে। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে *সংবাদ প্রভাকরের* গ্রাহক সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজারেরও বেশি। ওই সময়ে *সংবাদ প্রভাকরের* বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রতিমাসে মাসিক সংখ্যা প্রকাশিত হতো। এর সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল মাসের সমস্ত ঘটনা সংক্ষিপ্ত আকারে ছাপা হতো। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে মাসের সমস্ত ঘটনা বা সংবাদের সারমর্ম সংকলিত হয়ে *সংবাদ প্রভাকর*

www.pathagar.com

আত্মপ্রকাশ করে, যাকে *মাসিক প্রভাকর* বললেও ভুল হবে না।[২৭] *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকা প্রকাশে আর্থিক সহযোগিতা করেছিলেন যোগেন্দ্র মোহন ঠাকুর। বলা বাহুল্য, তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকা প্রকাশে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ অল্প বয়সে তাঁর মৃত্যু হলে ঈশ্বরচন্দ্র সাময়িক অসুবিধার সম্মুখীন হন এবং *সংবাদ প্রভাকর* প্রকাশে বিঘ্ন ঘটে।[২৮] এ ছাড়াও অক্ষয় কুমার দত্ত *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকার অনুবাদক হিসেবে কাজ করেন। পরে তিনি ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার* সম্পাদক নিযুক্ত হন। সম্ভবত *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকা ছিল ভারতীয় পরিচালিত দ্বিতীয় দৈনিক সংবাদপত্র।[২৯] ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য ইত্যাদি নানা বিষয়ে নবীন ও প্রবীণ ব্যক্তিদের লেখার কারণে *সংবাদ প্রভাকর* খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম বয়সের অনেক রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।[৩০] *সংবাদ প্রভাকরের* সাথে মীর মশাররফ হোসেনের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল। *সংবাদ প্রভাকরে* স্থানীয় সংবাদ লিখে বাংলা রচনায় মীর মশাররফের হাতেখড়ি হয়।[৩১] এ ছাড়াও *সংবাদ প্রভাকরের* সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রাচীন কবিদের অনেক অপ্রকাশিত রচনা ও জীবনচরিত পত্রিকার মাসিক সংখ্যাতে প্রকাশ করতেন। তিনি এ কাজে অগ্রসর না হলে বোধ হয় এ সকল কবিদের রচনার কোন অস্তিত্বই থাকত না।[৩২]

সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা অবশ্য তরুণ প্রগতিবাদীদের মনে নতুন কোনো আশার সঞ্চার করতে পারেনি। বিনয় ঘোষের মতে, 'ধর্ম সভার মুখপত্র *সমাচার চন্দ্রিকার* ঠিক প্রতিধ্বনি *প্রভাকর* না হলেও, কার্যক্ষেত্রে কিছুটা তারই সহযাত্রীর ভূমিকায় তাকে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। সমাজের সমস্ত গতিপ্রকৃতি বিচার করে কোন স্থির মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা গুপ্ত কবির পক্ষে তখন সম্ভব হয়নি।[৩৩] তবে উনিশ শতকের চল্লিশের দশক থেকে *প্রভাকর* স্বতন্ত্র উদারপন্থী হিন্দু মধ্যবিত্তের মুখপত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। বিনয় ঘোষ বলেছেন, 'সমাজ সংস্কারের ব্যাপারে *প্রভাকরকে* উদার মধ্যপন্থী বলা যেতে পারে।[৩৪] ভবতোষ দত্তও প্রায় একই ধরনের মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, 'সেকালে *সংবাদ প্রভাকরের* মতো উদারপন্থী পত্রিকাই সাধারণ লোক সমাজের কাছে আধুনিক মত ও আদর্শকে সহজবোধ্য রূপে পরিবেশন করেছিল।[৩৫] *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকাতে বঙ্গভাষা অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা, বিজ্ঞান শিক্ষাদানের উপায় নির্ধারণ, নীলকরদের অত্যাচারের সংবাদ পরিবেশন, বাঙালিকে স্বাধীন বানিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান, শিক্ষিত বাঙালির চাকরি সমস্যা প্রভৃতি প্রসঙ্গগুলো নিয়মিত আলোচিত হয়েছিল। বস্তুত এর মধ্য দিয়েই উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটেছে।[৩৬] *সংবাদ প্রভাকর* কতটা জনপ্রিয় ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের ২৩ তারিখের সংখ্যা থেকে। ওই সংখ্যায় *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকার উপর এক পর্যালোচনামূলক চিঠি প্রকাশিত হয়। 'কস্যচিৎ প্রভাকর হিতেচ্ছু জনস্য' নামে প্রকাশিত ওই ব্যক্তির চিঠিতে বলা হয়েছিল :

www.pathagar.com

> অদ্যাবধি এদেশে যত সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে আপনকার পত্রের ন্যায় আদর ও গৌরব অন্য কোন পত্রেরই হয় নাই তাহার কারণ স্পষ্টই রহিয়াছে, আপনার দৈব শক্তির বিলক্ষণ আছে এবং আপনকার পাঠক ও বিজ্ঞ লেখক মণ্ডলীও আহলাদ ও উৎসাহপূর্ব্বক সময়ে সময়ে স্ব স্ব রচিত প্রবন্ধাদি দ্বারা পত্রভূষিত করেন, কাযেই সকল দিক বজায় ছিল।[৩৭]

নারী শিক্ষা ও *সংবাদ প্রভাকর*

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ড্রিংকওয়াটার বেথুন কর্তৃক হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ছিল বাংলার নারী শিক্ষার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। ঔপনিবেশিক শাসনামলে বেথুন কলেজকে কেন্দ্র করে বাংলায় নারী শিক্ষার বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এক ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। বেথুন কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল ছিল ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ। কিন্তু বেথুন স্কুল প্রতিষ্টিত হয়েছিল এর ত্রিশ বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে। তদানীন্তন ভারতের গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের আইন সচিব জন ইলিয়ট ড্রিংকওয়াটার বেথুন (১৮৩০-৫১) এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠালগ্নে তিনি কয়েকজন নারী শিক্ষানুরাগীর সহযোগিতাও পেয়েছিলেন। লর্ড ডালহৌসিকে লেখা চিঠিতে এঁদের সহযোগিতার কথা বেথুন উল্লেখ করেন :

> The three natives to whom I desire especially to record my gratitude for their assistance are Baboo Ram Gopal Ghose, the well-known merchant who was my principal adviser in the first instance and who procured me first pupils. Baboo Dukkhhina Runjan Mookerje, a Jamindar.... and Pandit Madan Mohan Turkalunkar, one of the Pundits of the Sanskrit College.[৩৮]

তিনি কলকাতার ৫৬ সুকিয়া স্ট্রীটে রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে বিদ্যালয়টি চালু করেছিলেন। মাত্র ২১ জন ছাত্রী নিয়ে বিদ্যালয়টি শুরু হলেও প্রতিষ্ঠালগ্নে এর উল্লেখযোগ্য ছাত্রী ছিলেন মদন মোহন তর্কালঙ্কারের দুই কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালা। ভিত্তি প্রস্তরের বিদ্যালয়টিকে 'হিন্দু ফিমেল স্কুল' নামে উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু শুরুতে এই বিদ্যালয়ের নাম ছিল একাধিক অর্থাৎ ক্যালকাটা হিন্দু ফিমেল স্কুল, ভিক্টোরিয়া ফিমেল স্কুল, নেটিভ ফিমেল স্কুল ইত্যাদি। তবে বেথুন স্কুল নামটি পরিচিত লাভ করে ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে বেথুন সাহেবের মৃত্যুর পর। এরপর ১৮৬২-৬৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার জনশিক্ষা রিপোর্টে প্রথম বেথুন স্কুল নামটি সরকারিভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। *সংবাদ প্রভাকরের* একাধিক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বেথুনের প্রয়াসকে ঈশ্বরচন্দ্র

www.pathagar.com

গুপ্ত প্রশংসা করেছেন। বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসের ৬ তারিখের *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকার এক সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল :

> গত দিবস পূর্ব্বাহ্ন বেলা ১০ ঘটিকার সময় শুকেস স্কীটে ৮ নম্বর বাটীতে শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু রমানাথ লাহা প্রণীত বাঙ্গালা পাঠশালার কার্য্যারম্ভ হইয়াছে, ওই সময় আমরা উপস্থিত থাকিয়া দেখিলাম, মান্যবর মেং বেথুন সাহেব ও রেবরেন্ড মেং লাং সাহেব ও শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র শাহা প্রভৃতি কয়েকজন বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া পরীক্ষাপূর্ব্বক বিদ্যার্থিদিগ্যে গ্রহণ করেন.... শিক্ষা কৌন্সেলের বিচক্ষণ অধিপতি শ্রীযুত অনরেবেল জে ই ডি, বেথুন সাহেব এই নবীন পাঠশালার সর্ব্বাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন... অতএব কলিকাতা নগরে বঙ্গ ভাষার অনুশীলন নিমিত্ত এই প্রথম বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, ইহার প্রতি দেশ হিতেচ্ছু ব্যক্তি মাত্রেরই বিহিত মনোযোগ ও যত্ন করা অতি আবশ্যক হইয়াছে।[৩৯]

কিন্তু নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে ওই সময় স্থানীয় রক্ষণশীল হিন্দু নেতাদের নিকট থেকে প্রচণ্ড বাধা আসে। এ ব্যাপারে একাধিক পত্রপত্রিকায় বাদানুবাদ চলতে থাকে। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসের *লিটারারি ক্রনিক্‌ল* ও *সমাচার চন্দ্রিকা* পত্রিকাতে নারী শিক্ষার বিপক্ষে মত প্রচার করা হয়। এ ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকারের কথা স্বীকার করে একটি সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। *সংবাদ প্রভাকরের* ওই সম্পাদকীয়তে সুফল হয়েছিল। *সংবাদ প্রভাকর* বেথুনের উদ্যোগ যুক্তিসংগত বলে স্বীকার করেন এবং নারী শিক্ষা প্রচলনের ব্যাপারে তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা প্রদানের অঙ্গীকারও করেন। *লিটারারি ক্রনিক্‌লের* প্রত্যুত্তরে *সংবাদ প্রভাকর* লিখেছিল :

> ক্রোনিকেল সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে পুরুষদিগের বিদ্যাশিক্ষা হইলেই দেশের মঙ্গল দর্শে, স্ত্রীলোকের বিদ্যাতে কোন দেশই সুন্দর অবস্থায় স্থাপিত হয় নাই, সহযোগী মহাশয়ের এই কথা স্বীকার করিতে হইলে বিদ্যাশিক্ষার যে মহতি গুণ তাহা হানি হইবার সম্ভাবনা, কারণ বিদ্যাশিক্ষা সমূহপ্রকারে উপকার দায়ক হইয়া থাকে বিদ্যা কদাচ অনিষ্ট ঘটনার ঘটক হয় না, ... সহযোগী মহাশয়ের প্রবোধার্থ সারমাত্র লিখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে তিনি কি অবলাদিগকে অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত রাখিয়া কেবল পুরুষদিগ্যে জ্ঞানালোক দেখাইবার অভিপ্রায় করেন? হায়! একি পক্ষপাত, কি অবিবেচনা? এ কি প্রকার অযৌক্তিক পাঠক মহাশয়েরাই ইহার বিবেচনা করিবেন।[৪০]

বাংলায় নারী শিক্ষা বিস্তারে বেথুন স্কুলের ভূমিকা অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই। তবে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার ত্রিশ বছর পর অর্থাৎ ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে বেথুন কলেজের সূচনা হয়েছিল। এর ফলে বাংলায় নারী শিক্ষার প্রসার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। বস্তুতপক্ষে

www.pathagar.com

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকেই কলেজের ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯১৯-১৯২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কলেজ পরিদর্শকদের নিয়মিত যে প্রতিবেদনগুলি পাওয়া যায়, তা থেকে জানা যায় যে কলেজ পরিসরে হোস্টেলের জন্য অতিরিক্ত স্থান সংকুলানের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ১৯২৭-২৮ খ্রিস্টাব্দে বেথুন কলেজের ছাত্রী সংখ্যা প্রশংসনীয় ছিল। কিন্তু ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ছাত্রী সংখ্যা কমে যেতে থাকে। তবে এই দুঃসময় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯৩৪-৩৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই বেথুন কলেজের ছাত্রী সংখ্যা পুনরায় বৃদ্ধি পেতে শুরু করে, এবং চাহিদা অনুসারে নতুন নতুন বিষয়ে উচ্চতর পাঠক্রমও তৈরি হয়। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের পরিসংখ্যান অনুসারে সরকারি কলেজগুলির মধ্যে বেথুন কলেজের স্থান ছিল দ্বিতীয় এবং প্রথম স্থানে ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজ।[৪১] অথচ বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠালগ্নে *সমাচার চন্দ্রিকা* পত্রিকার সম্পাদক বেথুন স্কুল সম্পর্কে কুৎসিত মন্তব্য করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। *সমাচার চন্দ্রিকার* মন্তব্যের কিছু কিছু অংশ সবিস্তারে *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে উল্লেখ করা হয় :

> বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলে ব্যভিচার সংঘটনের শঙ্কা আছে, কেননা বালিকাগণ কামাতুর পুরুষের দৃষ্টি পথে পড়িলে অসৎ পুরুষেরা তাহারদিগকে বলাৎকার করিবে, অল্প বয়স্ক বলিয়া ছাড়িবে না, কারণ খাদ্য খাদক সম্বন্ধ। ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুরা কি ছাগাদির শাবককে পশু বলিয়া দয়া করে, ধনবানদিগের কন্যারা পথিমধ্যে ভৃত্য দ্বারা রক্ষিত হইয়া গমন করিলে তথাপি কৌমার হরণের ভয় আছে কেননা রক্ষকেরাই স্বয়ং ভক্ষক হইবেক ইত্যাদি... যাহারা উক্ত বিদ্যালয়ে কন্যা প্রেরণ করেন তাঁহারা মান্য ও পবিত্র হিন্দু কুলোদ্ভব না হইবেন।[৪২]

এর প্রতিবাদে *সংবাদ প্রভাকর* মন্তব্য করেছিল :

> যাহা হউক, এমত প্রাচীন পুরুষের কৌতুক রঙ্গ দেখিয়া আমাদেরও কৌতুক হইল, কিন্তু কালের ধর্ম্মেও সংপূর্ণ লয় হওয়া অসম্ভব। দাদা মহাশয় বয়সের বৈগুণ্যে অথবা রঙ্গরসের মত্ততাতে বিলক্ষণ হতচেতা হইয়াছেন, গত সংখ্যক পত্রেতে লেখেন যে "একজন নব্য হিন্দু স্বজাতীয় রীতিনীতি পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত উৎসুক হইয়া বীরকা বিদ্যালয়ে কন্যা প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন" ফলে বালিকারদিগকে উপদেশ করিলে "স্বজাতীয় রীতিনীতি পরিবর্ত্তন" হয় না, বরঞ্চ প্রাচীণ রীতিনীতি সংস্থাপনই হয়। পূর্ব্বতন মহর্ষিরা বালিকাগণকে শিক্ষা দিতে নিষেধ করেন নাই, বরং তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তিই দিয়াছেন। যথা মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে। কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।[৪৩]

১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু কলেজ। বাংলায় নবজাগরণের ইতিহাসে হিন্দু কলেজের দান অবিস্মরণীয়। প্রতিষ্ঠালগ্নে কলেজটি ছিল প্রাইভেট কলেজ এবং কতিপয় সমৃদ্ধিশালী হিন্দু তাঁদের স্বশ্রেণীর ছেলেদের ইংরেজি

www.pathagar.com

শিক্ষালাভের সুবিধার্থে এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তীকালে কলেজটির উত্তরোত্তর সুনাম বৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর তদানীন্তন সরকার হিন্দু কলেজকে ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর ছাত্রের শিক্ষাদানের জন্য সরকারি বিদ্যালয়ে পরিণত করার প্রস্তাব করেন।[৪৪] ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১১ জানুয়ারি হিন্দু কলেজ কমিটির সর্বশেষ সভায় হিন্দু কলেজের পরিচালনার ভার সরকারের হাতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং হিন্দু কলেজের নতুন নামকরণ করা হয় প্রেসিডেন্সি কলেজ।[৪৫] কিন্তু *সংবাদ প্রভাকর* সহ অন্যান্য পত্রিকা এই বিষয়ে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসের ২১ তারিখে 'হিন্দু কালেজ ও এজুইকসন্ কৌন্সল শীর্ষক' সম্পাদকীয় ছাপা হয়। ধর্মীয় উন্মত্তার আবেগে মিশ্রিত ওই সম্পাদকীয়তে *সংবাদ প্রভাকর* লিখেছিল :

> হিন্দুকালেজ বেশ্যানন্দন ও যবন এবং খ্রিস্টান বালকরা অধ্যায়ার্থ নিয়োজিত হইয়াছে। এজুইকেসন কৌন্সল কি বিশেষ কারণে, কোন্ নিয়মে ও কোন্ ক্ষমতায় এতদ্রূপ কার্য্য সকল ধার্য্য করিয়াছেন অবিলম্বেই তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া শ্রী শ্রী যুতের নিকট প্রেরণ করিবেন। ... যখন ব্রাঞ্চে আসিয়া গোরা হোরা মারিয়া টেবিল পাতিয়অ ডেভিল প্রভুর পূজা করিতেছে। যখন দাড় ধারি নাড়ুর পোলা আসিয়া "ইয়া হুসেন, ইয়া হুসেন" বলিয়া বুক চাপড়াইয়া দুপুরে মাতন করিতেছে, তখন হিন্দু কালেজের হিন্দুত্বনাশের আর কি অপেক্ষা রহিল? ...এজুইকেসন কৌন্সলের স্কন্ধ হইতে দুষ্ট সরস্বতী বিদায় হউন।[৪৬]

কৃষকদের সমস্যা ও *সংবাদ প্রভাকরের* ভূমিকা

জমিদার প্রসঙ্গ

কৃষি প্রধান বাংলার অর্থনীতি কৃষির উপরই নির্ভরশীল ছিল। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের জনসংখ্যা রিপোর্টে দেখা যায় বাংলার বিপুল জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই বসবাস করতো গ্রামাঞ্চলে এবং তারা ছিল দরিদ্র কৃষিজীবী। অষ্টাদশ ও উনিশ শতকে বাংলায় ঔপনিবেশিক সরকারের ভ্রান্তনীতির কারণে কৃষির কোনো উন্নতি হয়নি। উপরন্তু কৃষকের ভোগান্তি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তদুপরি দুর্ভিক্ষ, শস্যহানি, নীলকরদের অত্যাচার ইত্যাদির কারণেও অনেকে দীর্ঘদিনের পেশা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ কৃষির প্রতি কৃষকের আকর্ষণ কমতে থাকে। এটা নিঃসন্দেহে প্রশংসার বিষয় যে *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকায় বাংলার কৃষকদের প্রতিও সহানুভূতির দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল। জমিদার-কৃষক সম্পর্ক অথবা নীলকর সাহেবদের অত্যাচার কোনটাই *সংবাদ প্রভাকরের* দৃষ্টি থেকে বাদ যায়নি। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুদূরপ্রসারী ফলস্বরূপ বাংলার কৃষকদের অবস্থার ক্রমাগত অবনতি ঘটতে থাকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারগণ চাষীদের নিকট থেকে বর্ধিত হারে খাজনা আদায়ের

www.pathagar.com

অধিকার লাভ করে। এমন কি জমিদারগণ প্রজাদের উপর অত্যাচার করে খাজনা আদায়ের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। অনেকে আবার কলকাতায় বাস করেই কর্মচারী দ্বারা কাজ চালিয়ে নিতেন।[৪৭] ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসের ২০ তারিখের *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকা এক দীর্ঘ সম্পাদকীয়তে কৃষকদের সার্বিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছিল। এতে বলা হয় :

> বঙ্গদেশীয় কৃষক সামান্য ছিন্ন বস্ত্র পরিধান ও মোটা অন্ন আহার করে, তাহার কঠোরোপর্জ্জিত অল্প আয়ের গ্রাহক বিস্তর, একারণ তাহার পক্ষে সঞ্চয় করা দূরে থাকুক সে অধিক সুদে কর্জ্জ লইয়া মহাজনের নিকটে নিয়ত বদ্ধ রহিয়াছে, পরমেশ্বরের অনুগ্রহে বঙ্গদেশের ভূমিতে প্রচুর শস্য ফলাদি উৎপন্ন হয়, কিন্তু কি পরিতাপ! কৃষকের দুরবস্থা দর্শন করিলে পাষাণ তুল্য কঠিনান্তকরণও করুণায় আর্দ্র হইয়া যায়।[৪৮]

জমিদাররা সরকারের কাছে থেকে জমির ইজারা নেয়, কিন্তু দরিদ্র কৃষকের স্বার্থে কিছুই করে না। কৃষকদের প্রতি জমিদারদের এই মনোভাবের সমালোচনা করে *সংবাদ প্রভাকর* বলেছিল :

> জমিদার, পত্তনিয়াদার, তালুকদার, দরপত্তনিয়াদার ইত্যাদি ভূমির উৎপন্ন গ্রহণকারি বিস্তর আছে, তাহারা সহস্তে ক্ষেত্রকর্ষণ, বীজবপন ইত্যাদি ক্ষেত্রের কার্য্য কিছুই করে না, অথচ কৃষকের উপর কর্তৃত্ব করে, গবর্ণমেন্ট যদ্যপি কৃষকের দুর্দ্দশা সমস্ত সন্দর্শন পূর্ব্বক যদ্যপি রাজনিয়মাদির সংশোধন করেন, তবে কৃষকের দুঃখ অনেক মোচন হইতে পারে।[৪৯]

নীলকর প্রসঙ্গ

উনিশ শতকে বাংলায় অনেকগুলি বিদ্রোহ সংঘটিত হলেও নীল বিদ্রোহ সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। বাংলার রেশম, আফিম, বস্ত্র, লবণ প্রভৃতি দ্রব্যের মতই নীলের চাষ কৃষকদের শোষণের একটি প্রধান উপায় হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, বাংলায় নীল চাষের সূত্রপাতের সঙ্গেই নীলচাষীদের উপর নীলকরদের অত্যাচার, উৎপীড়ন ও শোষণ নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে। মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী, নদীয়া, যশোহর, পাবনা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি সব জেলাতেই নীলকরের অত্যাচার প্রবল হয়েছিল। *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকাতে নীলকরের অত্যাচার সম্পর্কে মূল্যবান মতামত পেশ করা হয়েছিল। নীলকরদের অত্যাচার কতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল, তা *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকার সম্পাদককে লেখা চিঠি থেকে ধারণা পাওয়া যায়। *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকাতে প্রকাশিত চিঠিগুলোর মধ্যে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২ জুন তারিখে 'কস্যচিৎ স্বদেশ হিতৈষি জনস্য' ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুন তারিখে 'কস্যচিৎ

www.pathagar.com

কাঞ্চন পল্লী নিবাসন:' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নীলচাষীদের অবস্থা সম্পর্কে *সংবাদ প্রভাকর* এরূপ মন্তব্য করেছিলেন যে, তাহারদিগের অবস্থা আমেরিকার ক্রীতদাসিদিগের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট বলিতে হইবেক।[৫০] উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলায় কোম্পানির আইনকে উপেক্ষা করে নীলকরেরা নীলচাষীদের উপর লোভমত্ত ও বিবেকবর্জিত অত্যাচার ও অবিচার চালাতে থাকে। 'নীলকরদের দৌরাত্ম্যে রাইয়ৎ লোকদের সর্ব্বনাশ' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে *সংবাদ প্রভাকর* লিখেছিল :

> নীলকর দিগের দৌরাত্ম্যে জেলার প্রজারা আর কতকাল যন্ত্রণা ভোগ করিবেক? ...পল্লীগ্রামে কুটিয়াল দিগের অত্যাচার দেখিলেই তৎক্ষণাৎ বোধ হইবেক যে, এদেশে অদ্যাপি কোন রাজশক্তির অধীন হয় নাই, অর্থাৎ প্রকৃত অরাজক হইয়াছে। নীলকর সাহেবেরা যাহা মনে করেন তাহাই করিতেছেন, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট বিবেচনা করেন, যে তাঁহারা উত্তমরূপে ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছেন, কতকগুলি দুর্ব্বল ইতর চোর ডাকাত ধরিলেই কি রাজ্য শাসিত হয়? আমরা এই বাঙ্গাল গভর্নমেন্টের অধীনস্থ প্রায় সমস্ত স্থানেই নীলকুঠীর সমান দৌরাত্ম্যই দেখিতে পাই।[৫১]

নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকায় 'কস্যচিৎ কাঞ্চন পল্লী নিবাসন:' নামে জনৈক প্রজা একটি পত্র লেখেন। অত্যন্ত আবেগময় ভাষায় লেখা এই পত্র থেকে নীলকরদের অত্যাচারের যে বিবরণ পাওয়া যায় তা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। এতে বলা হয়–

> এ স্থলে ইংরাজ নীলকরদিগের অত্যাচারের বিষয় আর কি লিখিব, যাঁহাদিগের অত্যাচার উত্তর পূর্বাঞ্চলের কত কত ভদ্র সন্তান আপনারদিগের পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এবং যাঁহারদিগের উপদ্রবে কত কত দীণ দরিদ্র ব্যক্তি স্বাভাবিক হীনবল প্রযুক্ত অগত্যা তাঁহারদিগের অধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া মনের দুঃখে কালহরণ করিতেছে, তাঁহারদিগের গুণের কথা আর অধিক কি লিখিব! যাহা হউক আমারদিগের সুবিচারক রাজ কর্ম্মচারিগণ এ দেশের কাঙ্গালি বাঙ্গালি প্রজাপুঞ্জের উপর দয়া প্রকাশ করিয়া ইহারদিগের মনে হর্ষ প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ না হয়েন, কারণ "দুব্বলস্য বলং রাজা" তাহার ব্যতীত ইহারদিগের আর কেহই নাই।[৫২]

নীলচাষীদের উপর এ ধরনের অমানুষিক অত্যাচার ও বেআইনি কার্যকলাপ যে নীলকরেরা অবাধে চালিয়ে যেতে পেরেছিল, তার কারণ, কোম্পানির আইন ও আদালতগুলি ছিল নীলকরদের পক্ষে। নিরপেক্ষতা শব্দটি ছিল সেখানে নিতান্তই অবাস্তব ও অবাঞ্ছিত। নীলকুঠি স্থাপনের পর থেকেই নীলকরেরা ক্ষমতার অপব্যবহার করে রায়তের উপর অত্যাচার শুরু করেছিল। নীলকরেরা যখন বাংলায় নীলচাষ আরম্ভ করে তখন থেকেই আইন অমান্য করলে মফস্বলের আদালতে তাদের বিচার হত না। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের বিধি অনুযায়ী মফস্বলের আদালতগুলো শুধু স্থানীয় অপরাধীদের বিচার

www.pathagar.com

করত। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের বিধি অনুযায়ী নীলকরদের মফস্বল আদালতের আওতায় আনা হয়। এই বিধির ২৩ নম্বর ধারা অনুসারে নীলকরদের অনুর্ধ্ব ৫০ বিঘা জমিতে নীলচাষেরও অনুমতি প্রদান করে। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের অষ্টম আইনে জমিদারদের পত্তনি তালুক বন্দোবস্ত দেওয়ার অধিকার থাকায় নীলকররা বড় বড় পত্তনি নেওয়ার সুযোগ পায় এবং এরপর ক্রমাগতভাবে তাদের সপক্ষে নিয়ম কানুন করে নীলকরদের জন্য অনেক সুযোগ করে দেওয়া হয়। বিশেষ করে ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের ষষ্ঠ আইন দ্বারা তারা জমির উপর বিশেষ স্বত্ব এবং অধিকার ও আদালতেও তারা কতগুলো সুবিধা লাভ করে।[৫৩] ফলে নীলচাষীরা বরাবরই উপেক্ষিত ছিল। কারণ ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ও জজ সাহেবেরা নীলকুঠিতে অবসর যাপন করতে বেশ পছন্দ করতেন।[৫৪] নীলচাষীদের অদৃষ্টের পরিহাস, এই কুঠিগুলি ছিল অভিযুক্ত নীলকরদেরই। কোম্পানির আইন আদালতের সবচেয়ে ন্যক্কারজনক উদাহরণটি স্থাপিত হয়েছিল ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ১লা আগস্ট থেকে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারির মধ্যবর্তী সময়ে। এ সময়ের মধ্যে বাংলার ছোট লাট স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে ২৯ জন নীলকর ইংরেজকে অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ করেন। এ প্রসঙ্গে নীল কমিশনের রিপোর্ট থেকে একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া যায়। সেটি হলো, একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, একজন নীলকরের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিচারের ভার যে অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠিয়েছিলেন তিনি নিজেই ছিলেন সেই অভিযুক্ত নীলকর।[৫৫] এমনি অবিশ্বাস্য ছিল কোম্পানির আদালত কাহিনী। বাস্তবিক পক্ষে নীলকরদের অত্যাচার থেকে দরিদ্র কৃষক প্রজাদের প্রতিকার পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কোনো কোনো সময়ে তারা নীলকরের অবিচারের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করেছে, কিন্তু প্রতিপত্তিশালী নীলকরের বিরুদ্ধে কিছুই করা সম্ভব হত না। নীলকরগণ ইংরেজ ছিল। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটগণ নীলকরকে খাতির সমাদর করে। এ সম্পর্কে *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকার সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়েছিল :

> এই নীলকুঠী সংক্রান্ত নিষ্ঠুরতা ও হত্যাঘটিত মোকদ্দমা কতবার সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হইল, সদর নিজামতের ঘর এ বিষয়ে নথিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে কিন্তু তাহাতে এ পর্যন্ত কোন উপকার হইল না। ...কয়েক জিলায় কয়েকজন জাইন্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন, তথাচ অত্যাচারের কিছুমাত্র খর্ব্বতা হইল না, ইহার তাৎপর্য্য এক সাদা বর্ণের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, সাহেবেরা ম্যাজিস্ট্রেট হইলে কি হইবে, ঝাঁকের পায়রা ঝাঁকে মিশিয়া যান।[৫৬]

এ থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকাতে জনৈক পাঠক চিঠিপত্র কলামে লিখেছিলেন "এইক্ষণে অত্যন্ত দুঃখিত ও হতাশ হইয়া লেখনী ধারণ করত আমারদিগের সু বিচারক রাজপুরুষদিগের সমক্ষে আবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা বিশেষ মনোযোগ সহকারে অত্র প্রদেশের প্রতি কৃপাবলোকনদ্বারা আমারদিগের সকল সন্তাপ

www.pathagar.com

হরণ করুন, এবং শান্তিরস প্রদানদ্বারা আমারদিগের মনে শান্তিও সংস্থাপন করুন, যদ্বারা আমরা অত্যাচারি নীলকরদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পরম সুখে জীবনযাত্রা সুনির্ব্বাহ করিব।"[৫৭] এভাবেই সংবাদ প্রভাকর উনিশ শতকে সংবাদপত্রের উন্মেষ ও বিকাশ পর্বে তথ্যানুসন্ধানী সাংবাদিকতার পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে।

উনিশ শতকের সংবাদপত্রগুলোর বৈশিষ্ট্য ছিল তারা সাংবাদিকতার মাধ্যমে শুধু বিদেশি সরকারের বা শাসক শোষকদের বিরুদ্ধে নয়, দেশীয় শাসক শোষক জমিদার ও মহাজন শ্রেণীর বিরুদ্ধে, ধর্ম ও রাজনীতি ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে, পুরোহিত শ্রেণীর বিরুদ্ধে একই সঙ্গে সত্য ও সাহসী উক্তি করেছেন। বলা বাহুল্য, এ সকল পত্র পত্রিকায় শুধু সাহিত্যধর্মী রচনাই কেবল প্রকাশিত হত না; কলকাতার নগরকেন্দ্রিক সমাজ ও জীবন থেকে শুরু করে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামের অধিবাসীদের অভাব অভিযোগ, দাবি প্রত্যাশা সবই তুলে ধরা হতো। এ ধরনের প্রতিবেদনগুলি ছিল খুবই মর্মস্পর্শী। প্রকৃত সাংবাদিকতা যে কতটা সততা ও সাহসিকতার উপর নির্ভর করে তা এ সকল পত্রিকার সম্পাদক তাঁর দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন বললে অত্যুক্তি হবে না। এদের স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল পত্রিকার মাধ্যমে দেশ সেবা, সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন, মানুষকে সচেতন ও শিক্ষিত করে তোলা। রাজনীতির সাথে সাংবাদিকতার এই ক্রমপ্রসরমাণ ফলে দেশাত্মবোধের চেতনা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

তথ্যনির্দেশ :

১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িকপত্র (প্রথম খন্ড)* ১৮১৮-১৮৬৮, কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, পুনর্মুদ্রণ ১৪১০, পৃ. ১৪।

২. বংশী মান্না, *ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাস,* কলকাতা: সুবর্ণা প্রকাশনী, ১৯৯৫, পৃ. ৩৩।

৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৫।

৪. বংশী মান্না, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৪।

৫. ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালির নবজাগরণ* (১৮১৮-১৮৭৮) কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩, পৃ. ২৯।

৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৬।

৭. উদ্ধৃত: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৬।

৮. ড: পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৯।

৯. *সমাচার দর্পন,* ২৩ মে ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দ।

১০. তপন বাগচী, *তৃণমূল সাংবাদিকতার উন্মেষ ও বিকাশ,* ঢাকা : ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি), ১৯৯৯, পৃ. ২৩।

১১. তারাপদ পাল, *ভারতের সংবাদপত্র ১৭৮০-১৯৪৭,* কলিকাতা : সাহিত্য সদন, ১৯৭২, পৃ. ৫৪।

www.pathagar.com

১২. ঐ

১৩. ঐ

১৪. তারাপদ পাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫।

১৫. A. F. Salahuddin *Ahmed, Social Ideas & Social change in Bengal 1818-1835*, Leiden : E. J. Brill, 1965, p. 98.

১৬. বংশী মান্না, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭।

১৭. A. F. Salahuddin Ahmed, *Ibid*, p. 101.

১৮. তারাপদ পাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬।

১৯. Mrinal *Kanti Chanda, History of the English press in Bengal 1780 to 1857*, Calcutta : K. P. Bagchi & Company, 1987, p. 327.

২০. কৃষ্ণধর ও মিহির ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) *বাংলার কজন সেরা সাংবাদিক*, কলকাতা : গণমাধ্যম কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৩, পৃ. ৫৬।

২১. এম, এ, রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা : আহম্মদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৪, পৃ. ৭৩।

২২. *হিন্দু পেট্রিয়ট*, ১৭ মার্চ ১৮৬০।

২৩. *হিন্দু পেট্রিয়ট*, ১৯ মে ৮৬০।

২৪. উদ্ধৃত: কৃষ্ণ ধর ও মিহির ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩।

২৫. ঐ।

২৬. শামসুজ্জামান খান প্রমুখ সাংবাদিত, *বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী ১৯৮৫, পৃ. ৪৯।

২৭. কৃষ্ণ ধর ও মিহির ভট্টাচার্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫।

২৮. ঐ, পৃ. ৪৪।

২৯. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস, আধুনিক যুগ*, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাব্লিশার্স, ১৯৯৬, পৃ. ৪৫৯।

৩০. ঐ, পৃ. ৪৫৯

৩১. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা চেতন্যার ধারা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, পৃ. ২২২।

৩২. মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫৯।

৩৩. বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ১৮৪০-১৯০৫*, ১ম খণ্ড, কলিকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬২, পৃ. ২৭।

৩৪. ঐ, পৃ. ২৮।

৩৫. ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, *ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবন চরিত ও কবিতা*, কলিকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৬৮, পৃ. ৬৯।

www.pathagar.com

৩৬. ধর ও ভট্টাচার্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩।

৩৭. *সংবাদ প্রভাকর*, ২৩ মে ১৮৫৭ উদ্ধৃত: ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২১।

৩৮. Bethune's letter to Dalhousie on 29 March, 1850, উদ্ধৃত শ্যামলী সরকার, নারী শিক্ষা ও জন ইলিয়ট ডিঙ্কওয়াটার বেথুন: কিছু উপলব্ধি, কিছু ভাবনা", *বিশেষ ক্রোড়পত্র: ইতিহাসের আলোকে বাংলার নারী শিক্ষা*, কলিকাতা: বেথুন কলেজ, ২০০০, পৃ. ৪৩।

৩৯. *সংবাদ প্রভাকর*, ৬ আগস্ট ১৮৫০, উদ্ধৃত: ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৯।

৪০. *সংবাদ প্রভাকর*, ৭ আগস্ট ১৮৫০, উদ্ধৃত: ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২০-২১।

৪১. রচনা চক্রবর্তী, "ঔপনিবেশিক কালপর্বে নারী শিক্ষা : একটি আলেখ্য", *বিশেষ ক্রোড়পত্র: ইতিহাসের আলোকে বাংলার নারী শিক্ষা*, কলিকাতা: বেথুন কলেজ, ২০০০, পৃ. ৬০।

৪২. *সংবাদ প্রভাকর*, ১২ মে ১৮৪৯ উদ্ধৃত: ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১১-১২।

৪৩. *সংবাদ প্রভাকর*, ১২ মে ১৮৪৯ উদ্ধৃত: ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১১।

৪৪. *ভারতকোষ*, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৬৪৮।

৪৫. ঐ, পৃ. ৬৪৮।

৪৬. *সংবাদ প্রভাকর*, ২১ জুলাই ১৮৫৩।

৪৭. Bankim Chandra Ray, *The Bengal Zamindars*, Calcutta: Sarveswar Bhattacharyya, 1904, p. 23.

৪৮. *সংবাদ প্রভাকর*, ২০ আগস্ট ১৮৫৭, উদ্ধৃত: ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০।

৪৯. *সংবাদ প্রভাকর*, ২০ আগস্ট ১৮৫৭, উদ্ধৃত: ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২।

৫০. *সংবাদ প্রভাকর*, ৩০ মার্চ ১৮৬৪, উদ্ধৃত: ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০।

৫১. *সংবাদ প্রভাকর*, ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৯, উদ্ধৃত: ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২-০৩।

৫২. *সংবাদ প্রভাকর*, ৪ জুন ১৮৫৯, উদ্ধৃত ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬।

৫৩. মুসা আনসারী, *ইতিহাস : সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২, পৃ. ১৯৪-৯৫।

৫৪. B.B. Kling, *The Blue Mutiny: The Indigo Disturbances in Bengal, 1859-1862*, Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1966, p. 50.

৫৫. *Report of the Indigo Commission, Appointed under Act XI of 1860.* Minutes of Evidence, Calcutta, 1860. p. 141.

৫৬. *সংবাদ প্রভাকর*, ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৯, উদ্ধৃত: ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩।

৫৭. *সংবাদ প্রভাকর*, ৪ জুন ১৮৫৯, উদ্ধৃত: ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

মুসলিম সংবাদপত্রের উৎপত্তি ও বিকাশ

(১৮৩১–১৯০০)

অবিভক্ত বাংলায় উনিশ শতকের শেষ দশক থেকেই পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজকে জাগ্রত ও সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যে বাঙালি মুসলমান সমাজে অনেকগুলি পত্র-পত্রিকার আবির্ভাব ঘটে।[১] এটা সত্যিই প্রশংসনীয় যে ওই সময় যে সকল সমাজ হিতৈষী মুসলমান পত্র-পত্রিকা প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা একটি বিশেষ আদর্শের বশবর্তী হয়েই এ পথে পা বাড়িয়েছিলেন। ড: নূরুল কাইয়ুম মুসলিম সাংবাদিকতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন :

> It is no exaggeration to say that Bengali Muslim Press played a unique part in awakening the Muslims of Bengal to publishing numerous articles, essays, letters, poems and pictures.[2]

প্রকৃতপক্ষে, বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে বাংলায় মুসলমান সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাগুলো মুসলিম সমাজের অবস্থা অনুধাবন ও এর প্রতিকারের জন্য সচেতনতা সৃষ্টির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছিল।[৩] বাংলায় মুসলিম সাংবাদিকতার উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ড: নূরুল কাইয়ুম যথার্থই মন্তব্য করেছেন :

> ... বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালেও বঙ্গীয় মুসলিম সাংবাদিকতা জনকল্যাণের লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়েছিল। পত্র-পত্রিকাগুলির পরিচালক ও সম্পাদকগণের আন্তরিক সদিচ্ছা ছিল বাঙালি মুসলমান সমাজের অশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে তাদের জ্ঞান মার্গের দিক উৎসাহিত করে তোলা। সামাজিক অনাচার ও কুসংস্কার দূর করে সমাজে সুন্দর, সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখা। সামাজিক বৈষম্য দূর করে মুসলমানকে এক সুত্রে আবদ্ধ করা, নারী মুক্তি আন্দোলনকে সফল করে তোলা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করা, এবং রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে বঙ্গীয় মুসলমানদের সচেতন করে তোলা।[৪]

ড: মুস্তাফা নূরউল ইসলামে মতে, 'প্রত্যক্ষত এবং প্রধানত স্বধর্ম চেতনা উদ্বোধনের স্বার্থেই বাঙালি মুসলমানের সাময়িক পত্র সাধনার বিকাশ। তবে বাংলার মুসলমান কর্তৃক প্রকাশিত এ সাময়িক পত্রসমূহ তাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কখনও

www.pathagar.com

সংকীর্ণতার পরিচয় দেয়নি, বিস্ময়কর স্বচ্ছ দৃষ্টি ভঙ্গির ও সংস্কারমুক্ত মানসিকতার প্রমাণ দিয়েছে।'[৫] প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকের শেষে এবং বিশেষত বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার মুসলিম পত্র-পত্রিকাগুলি মহান আন্দোলনে ব্রতী হয়েছিল তারই প্রভাবে মুসলিম সমাজ থেকে কু-সংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, গোঁড়ামী প্রভৃতি ধীরে ধীরে দূর হতে থাকে এবং আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়তে থাকে।[৬]

সমাচার সভা রাজেন্দ্র

উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকেই বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় কর্তৃক সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। এই প্রচেষ্টায় ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মার্চ তারিখে (১৩২৭ বাংলা সনের ২৫শে ফাল্গুন) কলকাতা থেকে মুসলমান সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা *সমাচার সভা রাজেন্দ্র* প্রকাশিত হয়। Smarasit Chakraborti তাঁর *The Bengali Press* নামক গ্রন্থে 'সমাচার সভা রাজেন্দ্র' পত্রিকার বিবরণ দিয়েছেন এভাবে *'The Samachar Sabharasendra* was the first bengali news weekly edited by a Muslim. This bi-lingual paper, published in Bengali and presian, was brought out by Sheikh Alimullah on March 7, 1831.'[৭] *সমাচার সভা রাজেন্দ্র* পত্রিকাটি দ্বিভাষী হওয়ার কারণ ছিল ওই সময়ে শিক্ষিত মুসলমানের ভাষা ছিল ফার্সী এবং উর্দু। এমন কি উনিশ শতকে যে সকল মুসলিম সমাজ সংস্কারক ছিলেন যেমন নবাব আঃ লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী, স্যার আবদুর রহীম প্রমুখদের মত প্রায় সবাই বাংলা জানলেও ফার্সী বা উর্দুর প্রতি একটা বরাবরই আগ্রহ থাকত। অবশ্য ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত এখানকার সরকারি ভাষাও ছিল ফার্সী। সম্ভবত এ কারণেই রাজা রামমোহন রায়ের মীরাত উল আখবার ফার্সী ভাষাতে প্রকাশিত হত। এ, এফ, সালাহ্উদ্দিন আহমদ এর মতে, 'বাংলার চাইতে ফার্সীতে বেশী দখল থাকায় এবং ফার্সীর প্রতি নৈকট্য বেশী বোধ করায় তারা ফার্সী কাগজ বের করতে উদ্যোগী হয়।[৮] ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই আগস্ট তারিখে শেখ আলিমুল্লাহ বাংলা ও ফার্সী উভয় ভাষাতে পত্রিকা প্রকাশ এবং প্রেস স্থাপনের জন্য গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক এর কাছে একটি আবেদন পেশ করেন।

পত্রিকা প্রকাশের জন্য সরকারি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছিল ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে। সরকারের পক্ষে চীফ সেক্রেটারী জি. সুইনটন স্বাক্ষর করেছিলেন। লাইসেন্সে তিনি বলেছিলেন :

> ... I am directed to transmit to you that the accompanying license authorizing you to print and publish a News paper in the Persian and Bengallee Languages and character entitled and called the Sumachar Subha Rajendro...[৯]"

www.pathagar.com

সাপ্তাহিক *সমাচার সভা রাজেন্দ্র* পত্রিকাটির অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হত, কলকাতার ১৫৭ নম্বর কলিঙ্গায় এবং এর নিজস্ব মুদ্রণালয়ে ছাপা হয়ে প্রতি সোমবার প্রকাশিত হত। *সমাচার সভা রাজেন্দ্র* পত্রিকার লাইসেন্স এবং সরকারি কাগজপত্রে মুদ্রক, প্রকাশক এবং মালিক হিসেবে শেখ আলিমুল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় *সমাচার সভা রাজেন্দ্র* পত্রিকার সম্পাদকের নাম উল্লেখ করেন নি। এ, এফ, সালাহ্উদ্দিন আহমদ *সমাচার সভা রাজেন্দ্র* পত্রিকা এবং এর সম্পাদক শেখ আলিমুল্লাহ সম্পর্কে খানিকটা ধারণা দিয়েছেন। তিনি শেখ আলিমুল্লাহকেই প্রথম মুসলমান সম্পাদক হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং *সমাচার সভা রাজেন্দ্র* পত্রিকার গ্রাহকদের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক ছিল।[১০]

সমাচার সভা রাজেন্দ্র অল্প সময়ের মধ্যে হিন্দু পাঠকদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এ বিষয়ে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় একাধিক মন্তব্য করা হয়েছিল। যেমন : *সমাচার সভা রাজেন্দ্র* পত্রিকার নীতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে *সমাচার চন্দ্রিকা* মন্তব্য করেছিল :

> *সভা রাজেন্দ্র* পত্রের বিষয় আমরা গতবারে কিঞ্চিৎ লিখিয়াছি পুনশ্চ লিখি তিনি যদ্যপিও মুসলমান বটে কিন্তু আমরা তাঁহাকে দরাপ খাঁ প্রভৃতির ন্যায় জবন জ্ঞান করিতে পারি যেহেতুক স্বধর্ম নাশেচ্ছুক হিন্দুসন্তানের প্রতি তাঁহার নিতান্ত দ্বেষিতা...।[১১]

তিমির নাশক পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল যে, '... এক্ষণে নতুন কাগজের মধ্যে *সভা রাজেন্দ্র* অগ্রগণ্য বলা যায় তাহার প্রতিকারণ ধর্ম পক্ষে আছেন'।[১২] বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার উদ্ধৃতি থেকে পত্রিকাটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুস্তাফা নূরউল ইসলামের অভিমত হচ্ছে, '*সমাচার সভা রাজেন্দ্র* তৎকালীন প্রগতিশীল সামাজিক ও শিক্ষা আন্দোলন সমর্থন করেন নি। এবং মানসিকতার দিক থেকে সম্পূর্ণ রক্ষণশীল এই পত্রিকা সে যুগের গোঁড়া হিন্দু প্রতিক্রিয়াশীলদেরই পক্ষাবলম্বী ছিল।'[১৩] ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন' *সমাচার সভা রাজেন্দ্র* সম্পাদক প্রাচীন পন্থী ছিলেন।'[১৪]

সমাচার সভা রাজেন্দ্র প্রতি সোমবার প্রকাশিত হত। চার পাতার এই ক্ষুদ্র পত্রিকাটির গুরুত্ব কম ছিল না। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র *সমাচার দর্পনে* এর ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। ১৮৩২ সালের ২১ জানুয়ারি সংখ্যায় *সমাচার দর্পন সমাচার সভা রাজেন্দ্রকে* নতুন পত্রিকাগুলির মধ্যে অগ্রগণ্য বলে স্বীকার করেছে।

সমাচার সভা রাজেন্দ্র কতদিন ধরে বা এর কয়টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে গবেষকরা একটি বিষয়ে একমত যে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই এই পত্রিকার প্রচার বন্ধ হয়েছিল। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৯ মে তারিখে *সমাচার দর্পণে* উল্লেখ করা হয়।

www.pathagar.com

> কিয়দ্দিবস পূর্বে এতন্নগরে বঙ্গভাষায় *প্রভাকর, সুধাকর, রত্নাকর, সারসংগ্রহ, কৌমুদী, সভা রাজেন্দ্র* ইত্যাদি যে কয়েকখানা সমাচার পত্র প্রচার হয়েছিল, তাহা ক্রমে ২ লুপ্ত হইয়াছে।[১৫]

কিন্তু ১৩০৪ বাংলা সনের *মাসিক জন্মভূমি* পত্রিকায় 'বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাস' নামক প্রবন্ধে বলা হয় যে,

> *সমাচার সভা রাজেন্দ্র* (১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ ১২৩৮ সাল) মৌলবী আলী মোল্লা উক্তপত্রের সম্পাদন করিতেন। পার্সী ও বাঙ্গালায় *'সমাচার সভা রাজেন্দ্র'* পরিচালিত হইত। ইহাও সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের পর আর ইহার আবির্ভাব হয় নাই।[১৬]

এ, এফ, সালাহ্উদ্দিন আহমদ এর মতে, *'সমাচার সভা রাজেন্দ্র* পত্রিকাটি ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল।'[১৭] *সমাচার সভা রাজেন্দ্র* ক্ষণস্থায়ী হলেও বাংলার মুসলিম সাংবাদিকতার ইতিহাসে অগ্রবর্তী দায়িত্ব পালন করেছিল।

বাংলার মুসলমানদের প্রথম সংবাদপত্র হিসেবে সমাচার সভা রাজেন্দ্র সংবাদপত্রের ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রেখেছে। মুসলিম সম্পাদিত হলেও হিন্দুরা একে সাদরে গ্রহণ করেছিল। নিশ্চয় এজন্য পত্রিকাটির সম্পাদক কৃতিত্বের দাবী রাখে। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম মুসলিম সমাজের এই পত্রিকার সম্পাদককে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সাথে তুলনা করেছেন।[১৮]

সুধাকর

উনিশ শতকের শেষ দশকে এবং তার পরে কয়েক বছরের মধ্যে বাঙালি মুসলিম সমাজে এক সঙ্গে অনেকগুলি সংবাদপত্র ও সাময়িকী আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই সময়ে সংবাদপত্র প্রকাশে যাঁরা সাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে মুনশী রেয়াজুদ্দীন আহমদ, মুনশী আব্দুর রহীম, আগা মুঈদুল ইসলাম, মীর্জা ইউসুফ আলী, মওলানা মোহাম্মদ আলী, ব্যারিস্টার আব্দুর রসুল, মৌলবী আবুল কাসেম, হাজী আবদুল্লাহ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মৌলবী মুজিবুর রহমান ও মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ এঁদের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে *সাপ্তাহিক সুধাকরের* প্রকাশ কাল থেকে এই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। যদিও এর পূর্বে বেশ কিছু সাপ্তাহিক মাসিক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তবে সম্ভবত ওই সমস্ত পত্র-পত্রিকার আয়ুষ্কাল তেমন দীর্ঘ ছিল না। এবং এইগুলো মুসলিম সমাজে তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।[১৯]

১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৮ই নভেম্বর *সাপ্তাহিক সুধাকর* পত্রিকা কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। যদিও ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে বাঙালি মুসলমান সম্পাদিত *সমাচার সভা রাজেন্দ্র* নামক পত্রিকাটি

www.pathagar.com

প্রকাশিত হয়েছিল তথাপি *সুধাকরকেই* বাঙালি মুসলমানদের প্রথম জাতীয় সংবাদপত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।[২০] *সুধাকর* পত্রিকা প্রসঙ্গে আবুল কালাম শামসুদ্দীন অভিমত ব্যক্ত করে বলেন :

> ... বাঙালী মুসলমান কর্তৃক বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের সত্যিকার চেষ্টা হয় সম্ভবত: ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে। তখন কয়েকজন উদ্যমশীল মুসলমান সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয় – যাঁদের সমাজ হিতেষণা মুসলিম বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই ... গুষ্ঠি হচ্ছেন: মুনশী মোহাম্মদ রিয়াজুদ্দীন আহমদ, পন্ডিত রেয়াজ উদ্দীন আহমদ মাশহাদী, মৌলভী মেরাজুদ্দীন, মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, শেখ আবদুর রহীম এবং কবি মোজাম্মেল হক। ... এঁরা বুঝতে পারেন বাঙলার মুসলমানদের অভাব অভিযোগ, দুঃখ বেদনা ব্যক্ত করার জন্য চাই তার একটা বাংলা ভাষায় সাপ্তাহিক মুখপত্র। এঁদের প্রচেষ্টায় *সুধাকর* প্রকাশিত হয়।[২১]

সুধাকর পত্রিকার অফিস বা কার্যালয় ছিল কলকাতার ৭৯ ওল্ড বৈঠকখানা বাজার রোডে। পত্রিকার ম্যানেজার ছিলেন সৈয়দ শরাফত আলী। পত্রিকাটি প্রতি শুক্রবারে প্রকাশিত হত। সুধাকর পত্রিকার শীর্ষে 'চাঁদতারা' প্রতীকটি শোভা পেত এবং একে মুসলিম সংস্কৃতির প্রতীক বলে ধরা হত । সম্ভভত মুসলিম ঐতিহ্য ধারণ ও সংস্কৃতির পৃথক পরিচয়ের জন্য এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। সম্ভবত *সুধাকর* পত্রিকাটি যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হত। ১২৯৬ বাংলা সনের ২৩ কার্তিক সংখ্যাতে এ ধরনের কথা বলা হয়েছিল :

> বঙ্গের প্রধান মোসলমান লেখক বলিয়া যাঁহারা পরিচিত এবং যাঁহাদের লেখা পাঠ করিয়া হিন্দু মুসলমান সকলেই মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন, এসলাম তত্ত্ব যাঁহাদের সুপক্ক লেখনি –প্রসূত অর্থাৎ জনাব মৌলবি মেয়ারাজ উদ্দীন আহমদ সাহেব, মুন্সী মহম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহমদ সাহেব ও শেখ আবদুর রহিম সাহেব দ্বারাই এই কাগজ খানি সম্পাদিত হইবে।[২২]

সুধাকর গোষ্ঠী বলে পরিচিত মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, পন্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী, মৌলভী মেরাজ উদ্দীন আহমদ, শেখ আবদুর রহিম প্রমুখ ব্যক্তিগণ প্রত্যেকেই ধর্মানুরাগী ও সমাজ হিতৈষী বলে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা যখন পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন তাঁদের কোন আর্থিক সামর্থ্য ছিল না। পত্রিকা প্রকাশের জন্য তাঁরা আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। *সুধাকর* পত্রিকা প্রকাশের কালে যাঁরা সহযোগিতা করেছিলেন তাঁরা হলেন– করটিয়ার জমিদার মাহমুদ আলী খান পন্নী, বর্ধমানের কুসুম গ্রামের জমিদার মোহাম্মদ ইব্রাহিম এবং ত্রিপুরার পশ্চিমগাঁও এর জমিদার মোহাম্মদ আলী নওয়াব চৌধুরী, হোমনাবাদের জমিদার ফয়জুন্নেসা চৌধুরী প্রমুখ। সাপ্তাহিক *সুধাকর*

www.pathagar.com

দাতাদের আর্থিক সাহায্য তাদের প্রথম পাতাতে দ্বিতীয় কলামের শীর্ষভাগে 'কৃতজ্ঞতা স্বীকার' শিরোনামে ছাপার ব্যবস্থা করেছিল। এ সংক্রান্ত একটি ঘোষণায় সাপ্তাহিক *সুধাকর* বলেছিল, '... আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন ও করতেছেন, তাঁহাদিগের নাম ক্রমশ: সুধাকরে প্রকাশিত হইবে। ... ইহাদের নিকট আমরা চির জীবন কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিব।'[২৩] *সুধাকর* পত্রিকা 'ফাতেহায়ে দোয়াজ দাহাম' এর দিনে ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। এই দিনে কেন *সুধাকর* আত্মপ্রকাশ করেছিল? তার প্রত্যুত্তরে *সুধাকর* বলেছিল 'আহ! আজ কি পবিত্র দিন!! মুসলমান জগতে আজ একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা!! আজ পবিত্র ফাতেহায়ে দোয়াজ দহোম। ... এমন পবিত্র দিন মুসলমানদিগের জন্য অতি অল্পই আছে। ... আমরা এই পবিত্র দিন স্মরণ করিয়া পবিত্র ঘটনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া *"সুধাকর"* খানি হস্তে লইয়া বঙ্গীয় মুসলমান ... সম্মুখে উপস্থিত হইলাম।[২৪] *সুধাকর* পত্রিকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (২৩ কার্তিক ১২৯৬ বাংলা সন) লেখা হয়েছিল :

> সংবাদপত্র জাতীয় উন্নতির প্রাণ-স্বরূপ। ইহা সভ্যতার বিস্তারের উৎকৃষ্ট পন্থা; সুতরাং সংবাদপত্র বিশেষ আবশ্যকীয় জিনিস। বাঙ্গালাদেশের ভাষা বাঙ্গালা, আমরা বঙ্গীয় মোসলমান; অতএব আমাদের একখানা উপযুক্ত সংবাদপত্রের নিতান্ত প্রয়োজন।... ইহাতে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রভৃতি সমস্তই থাকিবে। ... মোসলমান জাতির বিগত শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রম এবং বিদ্যাবুদ্ধির প্রকৃষ্ট নিদর্শন সূচক ইতিহাস সকলকে জ্বলন্তভাবে দেখান যাইবে। এতদভিন্ন এসলামধর্মের মহাত্ম্য বিষয়ক এক একটি প্রবন্ধ প্রতিমাসে এই কাগজে বাহির হইবে। আমাদের যখন যে অভাব হইবে, তখনই তাহা সদাশয় ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের গোচরীভভুত করিয়া তৎপ্রতিকারের চেষ্টা করা যাইবে। নতুন নতুন আইন কানুন যখন যাহা বিধিবদ্ধ হয়, তাহার মর্ম সকলকে জানান যাইবে এবং যদ্দারা জাতীয় স্বার্থে ব্যাঘাত হয়, তাহার প্রতিকার জন্য বিধিমত চেষ্টা করা হইবে।[২৫]

সুধাকর এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সমাজের দুর্গতি থেকে তাঁদের রক্ষা করা। এজন্য *সুধাকর* পত্রিকাতে সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন এর দাবী দাওয়া সম্পর্কে তুলে ধরে। এর লক্ষ্য ছিল কলকাতা এসোসিয়েশনের সাথে মফস্বলের সম্পর্ক গড়ে তোলা। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে খুলনা জেলা মোহামেডান এসোসিয়েশন স্থাপিত হলে *সুধাকর* পত্রিকাতে এর সম্পর্কে বিস্তারিত প্রতিবেদন উল্লেখ করা হয়।[২৬]

খ্রিস্টান মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত খ্রিস্টীয় *বান্ধব* পত্রিকার সাথে *সুধাকরের* ধর্ম বিষয়ে তর্ক হতো। খ্রিস্টানদের আক্রমণ থেকে ইসলাম ধর্মকে রক্ষা করা *সুধাকরের* একটা প্রধান দায়িত্ব ছিল এবং ইসলাম ও মুসলমানদের কৃতিত্ব তুলে ধরত। যেমন সুধাকর ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যাতে 'নেজাম রাজ্যে নূতন সভা' শিরোনামে এক সংবাদ ভাষ্য ছাপা হয়।

www.pathagar.com

এতে বলা হয়, 'নেজাম রাজ্য হায়দরবাবাদে একটি সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য রাজ্যস্থ কাজী, মসজেদের এমাম, ও খতিবগণ, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থের পরীক্ষা প্রদানপূর্বক সকল কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন। সভা হইতে ঐ সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচিত হইবে। ... ঈদৃশ একট সভা সংস্থাপন হায়দরাবাদ গভর্নমেন্টের পক্ষে বাস্তবিক গৌরবের বিষয়। ইহা দ্বারা উপযুক্ত লোক সকল উল্লিখিত স্থানসমূহে নিযুক্ত হইতে পারিবেন।[২৭] অর্থাৎ প্রথম থেকেই *সুধাকরের* চিন্তাভাবনা ছিল মুসলমানদের ইতিহাস ঐতিহ্য তুলে ধরা। পাশাপাশি মুসলিম ঐতিহ্য সংরক্ষণ করাও এদের কাজ ছিল।

মোহাম্মদী

বাঙালি মুসলিম সমাজের বিকাশের ক্ষেত্রে মুসলমানদের দ্বারা সম্পাদিত যে সকল পত্র-পত্রিকা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল তাঁর মধ্যে *মাসিক মোহাম্মদী* ছিল অন্যতম। *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকাটি ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ১৮ আগস্ট তারিখে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির সম্পাদক মোহাম্মদ আকরম খাঁ এবং মালিক ছিলেন মোহাম্মদ আব্বাস আলী। তবে দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে এর মালিক পরিবর্তিত হন। এর নতুন মালিক নিযুক্ত হন হাজী আব্দুল্লাহ। পত্রিকাটির মাসিক হিসেবে পাঁচটি সংখ্যা বেরিয়েছিল। অর্থাৎ ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জানুয়ারি তারিখের পরে আর বেরিয়েছিল কিনা জানা যায় না।[২৮] তবে সাপ্তাহিক হিসেবে আকরম খাঁর সম্পাদনায় ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে নাজির আহমদ চৌধুরী ও মোহাম্মদ খায়রুল আনম খাঁ যথাক্রমে পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। সম্ভবত এই সময়ে এটি ছিল একটি দীর্ঘায়ু সাপ্তাহিক। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেও কলকাতা থেকে পত্রিকাটির প্রকাশ অব্যাহত থাকে। *মোহাম্মদী* দৈনিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে আকরম খাঁর সম্পাদনায়। লক্ষণীয় বিষয় ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের ৬ তারিখে কলকাতার ২৯, আপার সার্কুলার রোড থেকে মোহাম্মদী প্রেসে মুদ্রিত হয়ে পুনরায় আকরম খাঁর সম্পাদনায় মাসিক *মোহাম্মদী* পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ওই সময়ে পুনরায় প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা হিসেবেই নতুন পর্যায় শুরু করেছিল। এছাড়াও বার্ষিক সংখ্যা হিসেবে *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকা ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস থেকে শুরু হয়েছিল। *বার্ষিক মোহাম্মদী* সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন মোহাম্মদ খায়রুল আনম খাঁ। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। বাঙালি মুসলিম সমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক ছিল *মাসিক মোহাম্মদী*। পত্রিকাটির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক যুগোপযোগী করে ইসলাম ধর্মের ব্যাখ্যা দান করা। এই পত্রিকা সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে দিলওয়ার হোসেন তাঁর *মোহাম্মদী পত্রিকায় মুসলিম সমাজ* নামক গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন, 'মুসলিম সমাজের স্বাতন্ত্র্য চেতনার উজ্জল ক্ষেত্র তৈরি করেছিল এই পত্রিকা, যা পাকিস্তান অর্জনের মধ্য দিয়ে ফলপ্রসূ হয়েছিল।

www.pathagar.com

ধর্মীয় ও সামাজিক বিতর্কে মাসিক মোহাম্মদী মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এর উদার ও প্রগতিশীল ভূমিকাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। ইংরেজ শাসনামলের শেষের দিকে এই পত্রিকা মুসলিম সমাজকে সুসংহত করেছিল। ১৯২৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বিশ বছরের যুগকে *মোহাম্মদী* পত্রিকার স্বর্ণযুগ বলা যায়।'[২৯] পত্রিকার বিস্তারিত আলোচনার আগে *মোহাম্মদী* প্রকাশনা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা যাক।

মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাংবাদিকতা জীবন শুরু করেন *আহলে হাদিস* নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার মাধ্যমে। এরপর *মহাম্মদি আখবার* নামক অন্য একটি পত্রিকায় যোগ দিয়েছিলেন। এই পত্রিকাতে কাজ করার সময় থেকেই তিনি নিজে একটি পত্রিকা প্রকাশের কথা চিন্তা করেন। কিন্তু ওই সময়ে তাঁর আর্থিক অবস্থা এতই খারাপ ছিল যে তাঁর একার পক্ষে পত্রিকা প্রকাশ ছিল অসম্ভব ব্যাপার। ওই সময় বিভিন্ন ব্যক্তি ও আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন করেন। প্রথমেই তিনি কলকাতার তাঁতী বাগানে অবস্থিত ১ হক লেন, থেকে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই আগস্ট *মোহাম্মদী* প্রথম সংখ্যা বের করেন। কিন্তু প্রেস কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশে অনীহা প্রকাশ করায় *মোহাম্মদী* বন্ধ হয়ে যায়। এসময় কুষ্টিয়ার মওলানা আব্দুল্লাহর সঙ্গে আকরম খাঁর যোগাযোগ হয়। তিনি আকরম খাঁর পিতা মওলানা আবদুল বারী খানের বন্ধু ছিলেন। মওলানা আব্দুল্লাহ ছিলেন ধনী তেল ব্যবসায়ী এবং কলকাতার বেলে পুকুর লেনের আরতাফী প্রেসের স্বত্তাধীকারী। তিনি একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের কথা চিন্তা করছিলেন। এ অবস্থায় আকরম খাঁ পত্রিকা প্রকাশের সুযোগ পেয়ে মওলানা আব্দুল্লাহ এর প্রেস আরতাফী প্রেস থেকে *মোহাম্মদী* পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। পরবর্তীকালে কোলকাতার ৮৬ এ লোয়ার সার্কুলার রোড থেকে মোহাম্মদী প্রকাশিত হত। এ সময় পত্রিকায় মুদ্রাকর ও প্রকাশক হিসেবে খায়রুল আনাম খান এর নাম ছাপা হত। আরো পরে ১৮শ বর্ষ থেকে *মোহাম্মদীর* প্রকাশক হন আবদুল হালিম খান। আকরম খাঁর সম্পাদনায় এবং মওলানা আব্দুল্লাহর মালিকানায় ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে *মাসিক মোহাম্মদী* দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকাশিত হয়।[৩০] *মোহাম্মদী* প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার দাম ছিল ৪ আনা এবং মুদ্রণ সংখ্যা ছিল ৫০০ কপি। নিম্নে *মোহাম্মদী* পত্রিকার প্রথম সংখ্যার বিষয়সূচি দেখলেই বোঝা যাবে কী ধরনের লেখা নিয়ে প্রথম সংখ্যা *মোহাম্মদী* আত্ম প্রকাশ হয়েছিল।

আল্লার কালাম, রছুলের বাণী,
স্বাগতম (কবিতা), কাজী কাদের নওয়াজ
এছলামের আদর্শ, ওমর খাইয়াম; কাজী নওয়াজ খোদা,
ভারতবর্ষ (গল্প) : এস, ওয়াজেদ আলি,

www.pathagar.com

এছলাম ও শাসন অধিকার মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী,
মহা পয়গাম (কবিতা) : শাহাদাৎ হোসেন,
খ্রিষ্টান লেখকগণের ভ্রান্তি,
ক্রন্দসী (কবিতা): গোলাম মোস্তফা,
আহমদ ছাদ পাশা জগলুল নজির আহমদ চৌধুরী,
কাঁটাফুল (উপন্যাস): শাহাদাৎ হোসেন,
বাদশাহ আমানুল্লা ও বর্তমান আফগানিস্তান সৈয়দ মোহাম্মদ নজীর আবু ওবায়দুল্লাহ চৌধুরী,
হজ্বে আকবর (গল্প) মুহম্মদ হবীবুল্লাহ (বাহার),
সংকলন বাংলার আজীজ (কবিতা) নজরুল ইসলাম
(সূত্র : ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা : ১৮ আগস্ট ১৯০৩, *মাসিক মোহাম্মদী)*

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় *মোহাম্মদী* তাঁর আত্মপ্রকাশ উপলক্ষে বলেছিল :

> বিভিন্ন ভাবধারার সমবায়ে এবং পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে, মোছলেমবঙ্গের স্তরে স্তরে আজ এক অভিনব জীবনসাধনা জাগিয়ে উঠিয়াছে। একদিকে পুরাতনের মায়া অন্যদিকে আধুনিকতার মোহ। প্রথম দলের দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে সংকীর্ণ হইয়া পড়িলেও এখনও তাহা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। পক্ষান্তরে আধুনিকতার মায়ামুগ্ধ তরুণের চারিপার্শ্বে আলোকের অভাব না ঘটিলেও এছলাম সম্বন্ধে তাঁহারা আজ সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন।[৩১]

নারীর সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা নিয়ে তৎকালীন মুসলিম সমাজে নানা তর্ক-বিতর্কের অন্ত ছিল না। পর্দা প্রথা ও অবরোধ প্রথা নিয়ে তুমুল বাক বিতন্ডা, নারী শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলো পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ আকরম খাঁ সুনিপুণভাবে কোরান হাদীসের আলোকে ব্যাখ্যা দাড় করানোর চেষ্টা করেছেন। *মোহাম্মদী পত্রিকা* থেকে দুই একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। *মোহাম্মদী পত্রিকার* ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩৩৪ বাংলা সনে প্রকাশিত ইসলামে নারীর মর্যাদা শিরোনামে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিল :

> এছলামে নারীর মর্যাদা
>
> দুনিয়ার সর্বপ্রথম মুসলমান, একজন নারী-বিবি খাদিজা।
>
> এছলামের সর্বপ্রথম মোজ্‌তাহেদ, একজন নারী বিবি আয়েশা
>
> এছলামের সর্বপ্রথম শহীদ, একজন নারী আম্মার জননী বিবি ছমিয়া।
>
> এছলামের সর্বপ্রথম হাসপাতালের সর্বপ্রথম পরিচালিকা, একজন নারী, বিবি রাফিজা আছলামিয়া

www.pathagar.com

এছলামের ইতিহাসে জলযুদ্ধ যাত্রার সর্বপ্রথম আগ্রহ শালিনী ছিলেন, একজন নারী- বিবি উম্মে হারাম। অবশেষে হজরত ওছমানের খেলাফত কালে সাইপ্রাস অভিযানে বীর সৈনিকের বেশে যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া ইনি শাহাদাৎ প্রাপ্ত হন।

আর কত বলিব? কাহাকে বলিব? মোছলেম বঙ্গের এই জীবন গন্ধহীন শূন্য গোরস্থানে এ আর্তনাদের কোন সার্থক প্রতিধ্বনি জাগিয়ে ওঠা কখনও সম্ভবপর হইবে না কি?[৩২]

পরবর্তীতেও *মোহাম্মদী* লেখার মান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। সাময়িকী নামে বিভাগে সচিত্র মুসলিমদের কীর্তি তুলে ধরা হত। যেমন চৈত্র ১৩৪৪ সংখ্যায় বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ড. এ বি. এম. হাবীবুল্লাহর জীবনী ছাপা হয়। এর শিরোনাম দেয়া হয়েছিল 'বাঙালী বিদ্যার্থীর কৃতিত্ব'। এ ছাড়াও সৈয়দ জালালউদ্দিন হোসেনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের মুসলিম সদস্য, কবি ও সাহিত্যিক মহবুব সাহেবের উচ্চ সরকারি পদে নিযুক্ত হওয়ার বিশদ সংবাদ ছাপে।

শিক্ষার পক্ষে *মোহাম্মদী* পত্রিকায় প্রচুর প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। তখন শিক্ষা গ্রহণ করা মুসলিম সমাজের একটি বড় সমস্যা ছিল। নারী শিক্ষার সমস্যার পাশাপাশি জনসাধারণের শিক্ষারও তেমন ব্যবস্থা ছিল না। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মুসলিম সমাজের অবহেলার কারণে মুসলমানরা কিভাবে হিন্দুর তুলনায় পিছিয়ে পড়েছিল তারও বিবরণ আমরা *মোহাম্মদী* পত্রিকাতে দেখতে পাই। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে সরকারের শিক্ষানীতির সমালোচনা করেন মোহাম্মদ আকরম খাঁ। তিনি শিক্ষানীতির ত্রুটি শীর্ষক এক প্রবন্ধে বলেন :

১. বর্তমানে প্রাথমিক স্কুলগুলিতে যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহা অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর। এই নিকৃষ্ট শিক্ষাকে উৎকৃষ্ট করিতে হইবে এবং সে জন্য স্কুলের ও স্কুলগামী ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যা, অবস্থান ও ব্যবধান প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণ করিয়া দিতে হইবে।

২. বাঙ্গালার পল্লী অঞ্চলে এমনভাবের শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন করিতে হইবে। যাহাতে পল্লী বালকেরা সাধারণত: নিজেদের গ্রামকে লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে অভ্যস্ত হয়। তাহাদের মন যাহাতে শহরমুখী না হইয়া দাঁড়ায়। তাহারা বাহিরের আলো, জ্ঞান ও প্রেরণা আহরণ করিতে থাকিবে সব-ইন্সপেক্টর মহাশয়দিগের মারফতে। তাহারা যাহাতে সহজে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা লাভ করিতে না পারে। যথাসম্ভব সতর্কতার সহিত তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমরা এই উভয় নীতিরই ঘোর বিরোধী। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে তাহার শিক্ষক সংখ্যা বাড়াইয়া দিতে হইবে, শিক্ষকদিবের বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে। এজন্য টাকার দরকার। গভর্নমেন্ট যদি টাকা সরবরাহ করিতে না পারেন, তাহা হইলে আমাদের অন্তত: চুপ করিয়া থাকা উচিত।[৩৩]

www.pathagar.com

হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সমকালীন ভারতের অন্যতম প্রধান সমস্যা। এই সাম্প্রদায়িক সমস্যার স্বরূপ সনাক্ত করার ক্ষেত্রে ও তার যুক্তি সম্মত সমাধানের ইঙ্গিত দানে *মোহাম্মদী পত্রিকার* লেখকেরা সচেষ্ট ছিলেন,

> ইতঃপূর্বে কলিকাতা মহানগরীতে হিন্দু-মুসলমানে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল এবং যাহার প্রতিক্রিয়ায় আজ সারা বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা কি হিন্দু-মুসলমানের আপন-আপন ধর্মের অনুকূল? যাঁহারা দাঙ্গা করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা ইহার পোষকতা করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই বলিবেন হাঁ, ইহা আমাদের স্ব ধর্ম্মের অনুকূল। ...কিন্তু প্রকৃত ধার্মিকেরা ইহার উত্তর করিবেন– দেশবাসী ভ্রাতর সহিত বিরোধ করিয়া তুমি তোমার মানবধর্মে গৌরব নষ্ট করিতেছ, বিশ্বপতির বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া পাপ সঞ্চয় করিতেছ। কেহ কেহ বলিতেছেন, এই বিরোধ প্রকৃত হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ নহে, ইহা গুন্ডাদের কাজ। কেহ বলিতেছেন, ইহা দেশবাসী কাহারও চেষ্টায় হইতেছে না, ইহা ইংরাজ শাসনকর্তাদের শাসন-নীতির একটি গুপ্ত অভিসন্ধির ফল। আমরা কিন্তু তাহা বলি না। আমরা বলিব ইহার জন্য আমরা দেশবাসী হিন্দু-মুসলমান প্রত্যেকেই অপরাধী। ... ভারতের এই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভ্রাতাগণের মিলনের অভাবেই ভারত আজ এত হীন বল। এরপর বিদেশী শাসনশক্তির প্রভাবে আমরা দিন দিন অধিকতর দুর্বল হইয়া পড়িতেছি।[৩৪]

কংগ্রেসের রাজনীতির সমালোচক ছিল মাসিক *মোহাম্মদী*। কংগ্রেসের রাজনীতিকে 'ভুল পথে' শিরোনামে *মোহাম্মদী* কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে। ১১শ বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় মাসিক *মোহাম্মদী* অত্যন্ত আক্রমনাত্মক ভঙ্গীতে কংগ্রেসকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, "আমরা *আজাদ* ও *মোহাম্মদীর* পৃষ্ঠায় বহুবার স্পষ্ঠ ভাষায় নিবেদন করিয়াছি প্রকৃত সমাজ জীবনের সহিত সম্বন্ধ বর্জিত কংগ্রেসের আশুতোষ নেতারা শ্রেণী সংগ্রামের নামে দেশে যে বিপ্লব ডাকিয়া আনিতেছেন, তাহার হলাহল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মারাত্মক হইবে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দু সমাজেরই পক্ষে।

স্বাধীনতার প্রশ্নে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী ১৩৩৪ বাংলা সনের (১৯২৭) *মোহাম্মদী* পত্রিকার প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় (পৌষ) 'এছলাম ও শাসন অধিকার' শিরোনামে এক মননশীল প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে তিনি দেখাতে চান যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ইসলাম ধর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য।

যে কালে মুসলমানদের একটিও দৈনিক সংবাদপত্র ছিল না এবং সাপ্তাহিকের সংখ্যা সীমাবদ্ধ ছিল তখন *মোহাম্মদীর* কণ্ঠে ধ্বনিত হত বাঙালি মুসলমানদের নানা অভাব-অভিযোগ, উহার প্রতিকারের উপায় এবং দাবী।[৩৫] এরই কৃতজ্ঞতা স্বীকারে *মোহাম্মদী* 'নববর্ষের নিবেদন' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে, "বিশেষ করিয়া স্মরণ করি,

www.pathagar.com

এছলামের সেই সমস্ত সত্য সাধকদের যাঁহারা আজ সমাজের এই নিদারুন নিশীথ অন্ধকারে, বাণী সাধনার দুর্গম পথে, জাতি সমাজ ও স্বদেশের মঙ্গলের জন্য কল্যাণের দীপ শিখা হাতে করিয়া আমাদের সবার পথ আলোকিত করিয়া চলিয়াছেন। সত্য সাধনার দুর্গম পথের সেই অন্তরঙ্গ সহযাত্রীদের আজ বর্ষারম্ভে আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি এবং সেই সঙ্গে প্রার্থনা করিতেছি যে, অনাগত বহু বর্ষ ধরিয়া যেন তাঁহাদের প্রজ্ঞার দীপ শিখা এমনি করিয়া অন্ধকার পথকে আলোকিত করিয়া রাখে, নৈরাশ্য প্রণীড়িত অন্তরে যেন এমনি আশার স্পন্দন জাগাইয়া তোলে।" ইমরান হোসেন যথার্থই বলেছেন, *মাসিক মোহাম্মদী* প্রকাশিত হবার পর থেকে এই কাগজের মাধ্যমে স্বতন্ত্র বাঙালি মুসলিম সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বপক্ষে একটানা দীর্ঘকাল তত্ত্বগত প্রচার চালানো হয়। ... *মাসিক মোহাম্মদী* কাগজকে মুসলিম লীগের সাহিত্যিক মুখপত্র রূপে গণ্য করা হয়।[৩৬]

সওগাত

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার একটি পশ্চাৎপদ সমাজকে অগ্রগতির পথে নিয়ে আসার লক্ষ্যে *সওগাত* পত্রিকার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বাংলার মুসলিম সাংবাদিকতার ইতিহাসে *সওগাত* সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত মুসলিম সমাজকে আধুনিক যুগের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য তিনি তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে জনমত গঠনের প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। বাংলার মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে একমাত্র *সওগাতই* সামাজিক গুরুত্বে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল। *সওগাত* পত্রিকার এই ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মন্তব্য করেছেন :

> সাতচল্লিশ পূর্বকালে এই পত্রিকার ভূমিকা ছিল সমাজ সচেতন ও গঠনমূলক। সমাজ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে এই পত্রিকা প্রগতিশীল ও ভবিষ্যৎমুখী। বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে এই পত্রিকা তাই অসামান্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।[৩৭]

সচিত্র মাসিক পত্রিকা *সওগাত* ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে (বাংলা ১৩২৫ সনের অগ্রহায়ণ মাসে) কলকাতার ৮, জাকারিয়া স্ট্রীট থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। *সওগাত* প্রকাশ উপলক্ষে তাঁর পাঠকদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে বলেছিল :

> হে বঙ্গের নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যক্ষেত্রচারিগণ! আজ এই হেমন্তের শিশির সিক্ত প্রভাতে দীপ্ত অরুণালোকে নবজাত *সওগাত* স্নেহাশীর্ষবাদ লাভের আশায় তোমাদের মুখপানে চাহিয়া আছে, এস তোমরা হিংসা-দ্বেষ ভুলিয়া আজ এই শুভ দিনে শুভ লগ্নে তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া নব জীবনের সঙ্গে সঙ্গে নবীন আশার অরুণ আলোকে তাহার চিত্ত কুসুমটাকে ফুটাইয়া তোল।[৩৮]

www.pathagar.com

মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন সম্পাদিত *সওগাত* পত্রিকাটি সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে মুক্ত বুদ্ধির সমর্থক বলে পরিচিত ছিল। একথা অনস্বীকার্য যে তদানীন্তন সময়ে সচিত্র মাসিক *সওগাত* পত্রিকাটির মত প্রগতিশীল পত্রিকা প্রকাশ বেশ দু:সাধ্য ছিল। শুধু তাই নয়, *সওগাত* প্রথম থেকেই সমাজের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস দূর করা এবং নারী প্রগতি ও নারী মুক্তি আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছিল। প্রথম সংখ্যা *সওগাত* পত্রিকাতে বেশ কয়েকটি বিশেষ করে মুসলিম নারীদের ছবি ছাপা হয়। যার ফলে মুসলিম সমাজে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ড: মুস্তাফা নূরউল ইসলামের মতে, 'সাহিত্য বিষয়ক সাময়িকপত্র সমূহ সাধারণত মুসলিম জাগরণের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই প্রকাশিত হয়।[৩৯] কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার জন্য বাংলার মুসলিম সমাজের কেউ ছবিসহ প্রগতিশীল মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে সাহসী হন নি। প্রথম সংখ্যা *সওগাত* প্রকাশিত হওয়ার পর চিন্তাশীল সাহিত্যিক সমাজ এবং তরুণদের কাছ থেকে অভিনন্দন লাভ করে। আবার গোঁড়া মুসলিম ধর্মালম্বীদের মধ্যে *সওগাত* ছবি ছাপানোর জন্য মিশ্র অনুভূতি দেখা যায়। যেমন ফরিদপুরের বিখ্যাত পীর বাদশা মিয়া এ প্রসঙ্গে *সওগাতের* সম্পাদক নাসির উদ্দীনকে পত্রের মারফতে জানান, '*সওগাত* খুব ভাল পত্রিকা হইয়াছে কিন্তু আপনার কাগজে পুরুষ ও নারীদের ছবি ছাপার দরুন ইহা ঘরে রাখিয়া নামাজ পড়া যায় না।'[৪০] এছাড়াও দীর্ঘস্থায়ী এই পত্রিকার একটি বিশেষ কৃতিত্ব ছিল তৎকালীন সমাজে সংস্কারমুক্ত একটি তরুণ মুসলিম সাহিত্যিক গোষ্ঠী গঠন ও লালন *সওগাত* প্রকাশনার ব্যাপারে সর্বপ্রথম উৎসাহ দেখিয়েছিলেন বাংলার মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। *সওগাত* পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই *সওগাত* নামে তাঁর একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। নিম্নে *সওগাত* পত্রিকার প্রথম সংখ্যার বিষয়সূচি দেখলেই বোঝা যাবে কী ধরনের লেখা নিয়ে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রথম সংখ্যা *সওগাতের* আত্মাপ্রকাশ হয়েছিল।

সওগাত পত্রিকার প্রথম সংখ্যার বিষয় সূচি :

সওগাত (কবিতা) মিসেস আর এস. হোসেন (রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন)
সুপ্রভাত (কবিতা) মান কুমারী বসু
মোসলেম নীতি শাস্ত্র (প্রবন্ধ) মোহাম্মদ কে. চাঁদ
সিসিলী দ্বীপে মুসলমানদের জ্ঞান চর্চা (প্রবন্ধ) সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী
জাহান আরা (ইতিহাস সচিত্র) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়
হাফেজ (কবিতা) কুমুদ রঞ্জন মল্লিক
ইরফানের দায়িত্ব (গল্প) ব্রজমোহন দাস
ভ্রাতৃ আবাহন (কবিতা) শাহাদাৎ হোসেন
সিসেম ফাঁক (কথিকা) মিসেস আরএস হোসেন

www.pathagar.com

বর্তমান নাট্য সাহিত্য (প্রবন্ধ) শাহাদাৎ হোসেন
উপহার (কবিতা) রসময় লাহা
আভাষ (কবিতা) জীবেন্দ্র কুমার দত্ত
উৎসর্গ (গল্প) জলধর সেন
আরবীর জন্ম গাথা (প্রবন্ধ) ফজলুর রহীম চৌধুরী এম, এ
আ-কারের উক্তি (রস রচনা) ও আলী
সৌন্দর্য সূর্য্যের প্রতি (কবিতা) সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত
অতীত যুগের মুসলিম রমনী (সচিত্র প্রবন্ধ) এস, এম, হোসেন
পঞ্জিকার ফল (গল্প) পাঁচুলাল ঘোষ
আলো রেখা (কবিতা) ফজলুর রহীম চৌধুরী
নিরক্ষরা বঙ্গবালার বিরহগীত (সংগ্রহ) ওয়াছিম উদ্দীন আহমদ
(তথ্যসূত্র : *সওগাত*, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩২৫ বাংলা সন)

কিন্তু কয়েক বছর প্রকাশিত হবার পর আর্থিক কারণে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেলে নতুন পর্যায়ে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে (১৩৩৩ বাংলা সনের আষাঢ় মাসে) পত্রিকাটি পুনরায় প্রকাশিত হতে থাকে। তবে এ সময় *সওগাত* পত্রিকাটির অফিস কলকাতার জাকারিয়া স্ট্রীট থেকে ৮২ নং কলুটোলা স্ট্রীটে চলে আসে। নতুন পর্যায়ে *সওগাত* পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল :

> বাঙ্গলার মুসলমান আজ দুর্ভাগ্যের কষাঘাতে জর্জরিত! ... ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সাহিত্য চর্চা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলন যে দিক দিয়াই বিচার করা যাক না কেন, একটা অবসাদ, একটা জড়তা, একটা হীনতা যেন সর্ব্বত্রই মুসলমানকে পাইয়া বসিয়াছে। এই অবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে সমাজবক্ষে বিপুল জাগরণের সঞ্চার করিতে হইবে।[৪১]

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে *সওগাত* পত্রিকার প্রথম সংখ্যা ৫০০ কপি প্রকাশিত হলেও এর গ্রাহক সংখ্যা ক্রমান্বয়ে অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এক সময়ে এই গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১৬ হাজারে উন্নীত হয়। এছাড়াও প্রত্যহ বহু সংখ্যক লেখক ও পাঠকের সমাগম হতে থাকে *সওগাত* অফিসে। ফলে ৮২ নম্বর কলুটোলা স্ট্রীটের অফিসে স্থান সংকুলান না হওয়ায় ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে (১৩৩৪ বাংলা সনের শ্রাবণ মাসে) কলকাতার ১১ নম্বর ওয়েলসলী স্ট্রীটে *সওগাত* অফিস স্থানান্তরিত করা হয়। অফিস স্থানান্তরের পূর্বে ৮২ নম্বর কলুটোলা স্ট্রীট থেকে *সওগাত* পত্রিকার মোট ১৩টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। এই জনপ্রিয়তার কারণ হিসেবে বলা যায়, 'বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার মুসলমান সমাজে আধুনিক ধরনের প্রথম প্রগতিশীল সচিত্র মাসিক পত্রিকা বলতে *সওগাতকেই*

www.pathagar.com

বোঝাতো। সমসাময়িক অন্যান্য পত্র-পত্রিকার চেয়ে *সওগাত* বৈশিষ্ট্যগত দিক হতেও আকর্ষণীয় ছিল। এই সময়ে মুসলিম সমাজে যে সকল মাসিক পত্রিকা প্রচারিত ছিল যেমন : *ইসলাম প্রচারক, মিহির, আখবারে ইসলামিয়া, হাফেজ, কোহিনুর* এদের অধিকাংশই ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল। শিল্প-সংস্কৃতির কোন চর্চা কিংবা যুগোপযোগী সাহিত্য বা জ্ঞান বিজ্ঞানের বিষয়টি ওই সকল পত্র-পত্রিকায় অনুপস্থিত থাকতে দেখা যায়। ফলে মুক্তবুদ্ধি নিয়ে স্বাধীন মতামত প্রকাশ করা ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আঞ্জুমান-ই-ওলামায়ে বাংলার মুখপত্র ছিল *আল-এছলাম*। পত্রিকাখানা গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি সম্বন্ধে বিরুদ্ধমত প্রকাশ করত। অপর একটি পত্রিকা *মাসিক মোহাম্মদীর* অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের মহিমাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। অপরপক্ষে *সওগাতের* নীতি ছিল :

১. লেখকগণকে স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ দেয়া এবং মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তা সমৃদ্ধ রচনাকে অগ্রাধিকার দান করা।

২. প্রথম শ্রেণীর মাসিকের আদর্শে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি দ্বারা পত্রিকার অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করা।

৩. সমাজের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করা।

৪. পত্রিকার প্রতি পাঠক সাধারণের আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য বিবিধ বিষয়ে সচিত্র প্রবন্ধ এবং মুসলিম জগতের সচিত্র বিবরণ নিয়মিত প্রকাশ করা।

৫. নারী-শিক্ষা এবং নারী জাগরণমূলক প্রবন্ধাদি ও চিত্রে মহিলা জগৎ প্রকাশ করা মহিলাদেরকেও সাহিত্য সাধনায় উৎসাহিত করা।

৬. সাহিত্যিক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তরুণ লেখকদের লেখা প্রকাশ করে তাদের উৎসাহিত করা।

৭. নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সম্পাদকীয় নীতি গ্রহণ করা।[৪২]

এই নীতিমালার বাস্তবায়নের ফলে *সওগাত* পত্রিকায় নতুন চিন্তাধারা ও মতামত প্রকাশের সুযোগ দেখা যায়। এছাড়া ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, ইসলামী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত প্রবন্ধাদি *সওগাত* পত্রিকাতে নিয়মিত প্রকাশিত হত। *সওগাতে* নবীন এবং প্রবীণ লেখকদের সমাবেশ বাঙালি মুসলিম চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে সমাজকে প্রাগসর করে তোলে। *সওগাত* পত্রিকায় লেখকদের সমাবেশ প্রসঙ্গে এর সম্পাদক নাসির উদ্দীন স্মৃতিচারণ করেছেন :

www.pathagar.com

> এ সময়ে আমাদের সমাজে বেশ কয়েকজন নতুন লেখকের আবির্ভাব হল। তাঁরা নিয়মিত *সওগাতে* লিখতে শুরু করলেন। তাঁরা ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ, বাঙালি মুসলমানের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সামাজিক ও আর্থিক উন্নতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাজনীতিক অধিকার, কুসংস্কার, নারী-শিক্ষা, নারী প্রগতি ইত্যাদি বিষয়ে সংস্কারমূলক আন্দোলন আরম্ভ করলেন।... বহু বিষয়ে তরুণরা তাঁদের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে লাগলেন *সওগাতের* মাধ্যমে। *সওগাতের* উদারনীতির ফলে তখন তাঁদের লেখনী ছিল মুক্ত।[৪৩]

এদের উদ্দেশ্য ছিল হতাশাগ্রস্থ বাঙালি মুসলমানদের সচেতন করে তোলা। এ কারণেই বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে *সওগাত* পত্রিকাতে প্রতিফলিত ওই সকল চিন্তাধারার প্রভাব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

সওগাত পত্রিকায় বাংলার মুসলিম সমাজ

অষ্টাদশ শতকে বাংলায় কোম্পানি শাসনামলে তাদের রাজস্ব ও শাসন নীতির ফলে বাংলার মুসলমান সমাজ স্বচ্ছলতা বজায় রাখতে না পেরে খুব দ্রুত দরিদ্র হয়ে পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক এ. আর. মল্লিক এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি মন্তব্য করেছেন :

> The Muslim upper class, after loss of privileges, had moved into rural areas where the benefits of ameliorative measures were slow to penetratc... the greatest misfortune from which the Muslims suffered was the very slow growth of Middle class... Muslims had not taken to commerce of trade.[44]

অর্থাৎ কোম্পানির শাসন আমল থেকে বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় সামাজিক অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় দিক থেকে ক্রমান্বয়ে অনগ্রসর হতে থাকে। এ ছাড়া সে সময় মুসলমান সমাজে কু-সংস্কার এতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল যে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করলে ছেলেমেয়েরা পথভ্রষ্ট হবে, ইসলামী চিন্তা চেতনা তাদের মধ্যে থাকবে না, কিংবা ইংরেজি বা পাশ্চাত্য শিক্ষাকে পাপ এবং খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার প্রথম সোপান বলে মনে করা হত। এমন কি বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নেও বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে অন্যান্য সম্প্রদায়ের চেয়ে এক চরম দুরবস্থার মধ্যে অবস্থান করছিল। অথচ প্রতিবেশী বাঙালি হিন্দু সমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষাকে সাদরে গ্রহণ করে প্রগতিশীলতার পথে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে অনেক অগ্রসর হয়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নের সারণীতে ১৮৪১-১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে বাংলার বিভিন্ন সরকারি স্কুল ও কলেজে অধ্যয়নরত সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রদের অবস্থান দেখানো হল।

www.pathagar.com

সারণী : ৩

সরকারি স্কুল কলেজে সম্প্রদায়ভিত্তিক ছাত্রের সংখ্যা (১৮৪১-১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ)

সাল	হিন্দু ছাত্র	মুসলমান ছাত্র	অন্যধর্মীয় ছাত্র	মোট ছাত্র সংখ্যা
১৮৪১	৩১৮৮	৭৫১	৯৫	৪০৩৪
১৮৪৬	৩৮৪৬	৬০৬	৮৫	৪৫৩৭
১৮৫১	৩৮১৪	৭৯৬	৬৪	৪৬৭৪
১৮৫৬	৬৩৩৮	৭৩১	১৪৭	৭২১৬

সূত্র : *Report of the General committee of Public Instruction*, 1840-41, 1841-42, 1851-56, উদ্ধৃত আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস* ও *বাংলা সাহিত্য ১৭৫৭-১৯১৮*, পৃ. ৩৫, তালিকা : ১।

সারণী : ৩ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে তদানীন্তন বাংলার মুসলমানদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার দরুন মুসলমানরা সরকারি চাকুরি লাভ থেকেও বঞ্চিত হয়। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষা প্রস্তাবে স্পষ্টই বলে দেয়া হয় যে, সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে অনগ্রসর বলে মুসলমানেরা কোন বিশেষ সুবিধা প্রত্যাশা করতে পারে না। লেখা পড়া শিখে হিন্দুর সঙ্গে প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই ভারতীয়দের জন্য নির্দিষ্ট চাকুরির অংশভাগী হতে পারে মাত্র। শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে চাকুরি প্রার্থী মুসলমান তাই হিন্দুকেই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বলে গণ্য করল।[৪৫] বস্তুত শিক্ষা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত স্থবির মুসলিম সমাজের সাথে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের মধ্যে সৃষ্টি হয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক দুস্তর ব্যবধান।

বাংলার মুসলমানদের সমাজের এই অবস্থার প্রতিফলন *সওগাত* পত্রিকায় লক্ষ্য করা যায়। *সওগাত* মুসলমানদেরকেও হিন্দুদের মত জেগে উঠার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে 'ইসলাম ও মুসলমান' প্রবন্ধে বলেছিল :

> হিন্দু আজ শিক্ষা দীক্ষা সর্ব বিষয়ে মুসলমান হতে প্রায় পঞ্চাশ বছর এগিয়ে গেছে। তারা বিশ্ব সভ্যতায় ইতোমধ্যেই অনেক কিছু দান করেছে। জগদীশ চন্দ্র বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, রবীন্দ্র নাথ, গান্ধী আজ তাই জগদ্বিখ্যাত। ব্যবসা-বাণিজ্য, আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রে ও হিন্দু আজ দিন দিন খুবই সফলকাম হচ্ছে। মুক্তি কিসে সেকথা হিন্দু বুঝতে পেরেছে। মুসলমান এখনও যেন অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। হিন্দুর কর্মধারা আজ সহস্র মুখে উৎসারিত হচ্ছে– আর মুসলমান এখনও যেন নেশাফেরের মত ঝিমোচ্ছে।[৪৬]

মুসলিম সমাজের বিরাজমান দুর্দশা ও সংকীর্ণতার জন্য অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। উপরন্তু মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণায় উদ্বুদ্ধ অল্প শিক্ষিত মোল্লা কিংবা পীর প্রভৃতি

www.pathagar.com

শ্রেণীর নিকট মুসলমানেরা দায়বদ্ধ ছিল। কেননা তৎকালীন পরিস্থিতিতে সমাজে এঁদের প্রভাব শুধু অপরিসীম ও অপ্রতিরোধ্যই ছিল না, তাঁরা ছিলেন ধর্মগুরু, শরিয়তের ব্যাখ্যাকারী তথা রক্ষাকারী।[৪৭] এই কারণে প্রগতিশীলতার পথ মুসলিম সমাজে খনিকটা রুদ্ধ ছিল। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ সাহিত্যিকগণ মুসলিম সমাজের গোঁড়ামী ও মোল্লাতন্ত্রের কঠোর সমালোচনা করেন। মোল্লাতন্ত্রের সংকট থেকে মুসলিম জাতিকে উদ্ধার করতে *সওগাত* পত্রিকাকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। মোল্লাদের সামাজিক ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে *সওগাতে* 'ধর্মজীবনে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার' শীর্ষক এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিল–

> ফলত: বর্তমান মোল্লা রাজ্যের শাসন পদ্ধতিতে মানুষের বিবেক বুদ্ধির স্থান নাই। মোল্লা হুকুম করিবেন, তুমি তাহা শুনিয়া ও মানিয়া চলিবে। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে তোমার আত্মার সদগতি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, তুমি আর সুন্নত জামাআত এর কেহ নও। এইরূপ অন্ধগতানুগতিকতা ও বিচার বুদ্ধিহীনতার ফল সমাজের পক্ষে কত মারাত্মক তাহা তুর্কীরা মোস্তফা কামাল পাশার নেতৃত্বে উপলব্ধি করিয়াছেন। তাই তাঁরা স্বদেশ চিন্তা ও বিবেক বুদ্ধির স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন।[৪৮]

মোল্লা শ্রেণীর অজ্ঞতা ও কুসংস্কারকে মুসলিম সমাজের পশ্চাৎপদতার জন্য দায়ী করে *সওগাত* পত্রিকার অপর একটি প্রবন্ধে মন্তব্য করা হয়েছিল :

> আমাদের বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে যে গোঁড়ামী যে কুসংস্কার তাহা পৃথিবীর আর কোনও দেশে মুসলমানদের মধ্যে নাই বলিলে বোধ হয় অতুক্তি হইবে না। –ইসলামের কল্যাণের নামে ইহারা যে কওমের, জাতির, ধর্মের কি অনিষ্ট করিতেছেন, তাহা বুঝিবার মত কোন জ্ঞান ইহাদের নাই বলিয়া ক্ষমা করা যায়। ... পৃথিবীর আর সব মুসলমানদের কাছে আজ আমরা অন্তত পাঁচ শতাব্দী পিছনে পড়িয়া রহিয়াছি।[৪৯]

তবে ওই সময়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত লোকেরা আলেম সমাজকেই তাদের স্বাভাবিক নেতা বলে মনে করত। সমাজ সংস্কারে আলেম সমাজের এই মনোভাবকে গ্রহণ করতে দেখা যায় *সওগাত* পত্রিকায়। ধর্ম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শিক্ষার দিকেও যাতে মুসলমান সমাজ অগ্রসর হতে পারে, সে জন্য আলেম সমাজের কর্তব্য কী হওয়া উচিত? সে বিষয়ে *সওগাত* পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল :

> সমাজের অর্থ সমস্যাগুলি অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে আলোচনা করিয়া উহার মীমাংসায় তৎপর হওয়া অবশ্য কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেক ধর্ম সভায় আলেমগণ অর্থ সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে এবং কি উপায়ে ইহার সমাধান হইতে পারে, জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিলে এখনও বাঙ্গালার মুসলমান ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা পাইতে পারে।[৫০]

www.pathagar.com

এছাড়া পীর পূজা, কবরপূজা, মানত প্রভৃতি ইসলাম বিরোধী ও শেরেকের কাজ সমভাবে মুসলিমভাবে সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার মুসলিম সমাজে পীরবাদের প্রবল প্রভাব ছিল। অনেকের ধারণা ছিল যে, পীরের মুরিদ না হলে নামাজ কবুল হয় না।[৫১] উপরন্ত গ্রামের অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত লোকদের উপর পীর মোরশেদগণ নিজেদের মুরীদানের রক্ষক ও কান্ডারী বলে প্রচারকার্য চালাতেন। মুসলিম সমাজকে এর প্রভাব থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা *সওগাত* পত্রিকায় লক্ষ্য করা যায়। *সওগাত* সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'সেই যুগের মুসলমানদের এরূপ কার্যকলাপ অল্প বয়সেই আমার মনকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। পরবর্তীকালে আমি যখন *সওগাত* বের করি তখন তার মাধ্যমে এই সব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করি।'[৫২] মুসলিম সমাজে প্রচলিত পীর প্রথা অনেক লেখককে বিচলিত করেছিল। *সওগাত* পত্রিকায় তোরাব আলী 'পীরপ্রথা ও পৌত্তলিকতা' শীর্ষক এক প্রবন্ধে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, 'যতদিন পর্যন্ত সমাজ এসব ভণ্ড পীরের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে না পারিবে, ততদিন পর্যন্ত হতভাগ্য মুসলমানদের কোন উন্নতিই আশা করা যাইতে পারে না।'[৫৩] পীরদের তোষামোদী করতে গিয়ে মুসলমান কৃষকদের জীবন অনেক সময় সর্বস্বান্ত হয়ে যেত। এ প্রসঙ্গে *সওগাত* পত্রিকায় সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদের 'বাংলায় পীর পূজা' শীর্ষক এক প্রবন্ধ থেকে জানা যায় :

> বাঙালি মুসলমান আজ পথ ভ্রান্ত। ইসলামের তৌহিদ যে আজ তাহার নিজের জীবনে উপলব্ধি করিতে পারে না, এর মূলে আছে শুধু অজ্ঞতা ও তথাকথিত পীর ফকিরের ভন্ডামী। তার সাংসারিক জীবন বড় শুষ্ক ও মরুময়, নানারূপ করভারে আজ সে প্রপীড়িত; তার উপর পীর ফকিরের অত্যধিক টেক্স যোগাইতে ও নানা প্রকার অনৈসলামিক আদেশ পালন করিতে তার জীবন নিতান্ত দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে।[৫৪]

মুসলিম সমাজে পীরের প্রভাব ও প্রতিপত্তি এতই প্রবল ছিল যে তা থেকে মুক্তি লাভ করে স্বাধীনভাবে ধর্মীয় কাজ-কর্ম পালন করা জনসাধারণের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। তা সত্ত্বেও কীভাবে ওইসব তথাকথিত ভন্ডপীরদের হাত থেকে মুসলিম সমাজকে রক্ষা করা সম্ভব, সে বিষয়ে *সওগাত* মন্তব্য করেছিল :

> ... আমাদিগকে এ জন্য ধীর স্থির পন্থাই অবলম্বন করিতে হইবে এবং পীর প্রথা যে সম্পূর্ণরূপে ইসলাম বিরোধী, সমাজের অজ্ঞ জনসাধারণকে তাহাই ক্রমে বুঝাইবার প্রয়াস পাইতে হইবে। এই ব্যাপারে তরুণ দলকেই সর্বাগ্রে কর্ম্ম ক্ষেত্রে নামিতে হইবে এবং একমাত্র তরুণদের সাধনায়ই হয়ত অদূর ভবিষ্যতে সমাজ এইসব ধর্ম্মধ্বজী ইসলাম শত্রুর হাত হইতে রেহাই পাইয়া, ইসলাম নির্দ্দেশিত পন্থায় পুনরায় উন্নতির পথে অভিযান করিতে সমর্থ হইবে।[৫৫]

www.pathagar.com

সওগাত শুধু বাংলার মুসলমান সমাজের অজ্ঞতা, গোঁড়ামী ও কুসংস্কার পরিবর্তনেই সচেষ্ট ছিল না, বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'মুসলিম জগত' শিরোনামে একটি সচিত্র বিভাগেরও আয়োজন করেছিল। এর উদ্দেশ্যে ছিল বর্হিজগত মুসলমানদের সঙ্গে পরিচিত হলে বাংলার মুসলমানেরাও নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হবে। এজন্য ১৩৪৩ বাংলা সনের বৈশাখ মাসে *সওগাত* বিশ্ব মুসলিম সংখ্যা প্রকাশ করে। এই সংখ্যায় তুরস্ক, আফগানিস্তান, ইরান, মিশর প্রভৃতি দেশের ইতিহাস শিক্ষা সংস্কৃতি ও রাজনীতি বিষয়ের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়। সে সময় মুসলিম বিশ্বের নব জাগরণে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অর্থাৎ কামাল আতাতুর্ক, রেজা শাহ পাহ্লবী, আমান উল্লাহ খান, জগলুল পাশা, গাজী আব্দুল করিম প্রমুখ ব্যক্তির জীবনচরিত ছিল *সওগাত* বিশ্ব মুসলিম সংখ্যার বিষয়বস্তু।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুসলিম সমাজকে সৃজনশীল কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে *সওগাত* পত্রিকায় মঞ্চ ও ছায়াছবির বিভাগের প্রবর্তন করা হয়েছিল। সে সময়ে বাংলায় মুসলমান সম্পাদিত সংবাদপত্রে এ ধরনের প্রচেষ্টা প্রথমবারের মত *সওগাত* পত্রিকাতেই পরিলক্ষিত হয় ওই সময়ে সংবাদপত্রে সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগ চালু করাটা ছিল দুঃসাহসের কাজ। কেননা নাট্য শিল্প বা ছায়াছবিতে বাংলার মুসলমান সমাজের রঙ্গমঞ্চে বা সিনেমায় অভিনয় করা দূরে থাক, তা দেখাও পাপ কাজ বলে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। যার ফলে শ্রেণী হিসেবে মুসলমানরা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একেবারেই অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু *সওগাত* সৃজনশীল ও প্রগতিশীল কর্মকান্ডকে শুধু সমর্থন করেনি, এ সকল কর্মকান্ডে যাতে মুসলমানরা অংশ নিতে পারে বা উৎসাহিত হয় সেজন্য মন্তব্য করেছিল :

> আমাদের জাতির আজ হয়েছে পতন কিন্তু এ কথাটা যেন আমরা কোন দিনই না ভুলি যে আমাদের উত্থান একবারো অসম্ভব নয়।... আমাদের দুঃখ দারিদ্র্য, আমাদের অজ্ঞানতা, আমাদের আত্মবিস্মৃতি বুঝবার ও বুঝাবার জন্যে সৃষ্টি হোক নতুন নতুন ছবি, শুধু আনন্দই দেবে না, জাগিয়ে তুলবে আমাদের মাঝে সুপ্ত মানুষকে।[৫৬]

বাংলার মুসলিম নারী প্রগতি ও নারী জাগরণ আন্দোলনে *সওগাত* পত্রিকা এক অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। *সওগাত* মুসলিম নারীদের শিক্ষা, স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক অবস্থা সমাজ জীবনে তাদের স্থান– মূলত, এ সকল সমস্যা এবং তার সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করেছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুসলিম সম্পাদিত পত্র পত্রিকাগুলির মধ্যে *সওগাত* পত্রিকাতেই নারী বিষয়ক সমস্যাসমূহ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়।[৫৭] নারীজাতির উন্নয়ন ব্যতিরেকে মুসলিম সমাজের অগ্রগতি যে রুদ্ধ হয়ে থাকবে, *সওগাত* সম্পাদক সেটা বুঝতে পেরেছিলেন তাই নারী জাগরণের লক্ষ্যে তাদের কে সচেতন করার প্রয়াসে *সওগাত* পত্রিকা 'জানানা মাহফিল' শিরোনামে একটি বিভাগ চালু করেছিল। এছাড়াও কেবল মহিলাদের লেখা নিয়ে মহিলা *সওগাত* বা মহিলা সংখ্যা

www.pathagar.com

প্রকাশিত হত। এর আগে বাংলার মুসলমান সমাজে কোন পত্রিকায় মহিলা সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। নারী মুক্তির পক্ষে জনমত গড়ে তোলা যে *সওগাত* পত্রিকার একটি মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল পত্রিকাটির মহিলা সংখ্যাগুলি বিশ্লেষণ করলে তার প্রমাণ মেলে।[৫৮] *সওগাতের* প্রথম মহিলা সংখ্যা সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল :

> বর্তমান মহিলা সংখ্যা *সওগাতে* বিশেষভাবে শিক্ষা, শিল্প স্বাধীনতা এই সমস্তের জন্য যুগ যুগ নির্যাতিত নারীপ্রাণে যে একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছে, তাহার সুস্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়। এই আকাঙ্ক্ষাই যদি মুসলিম নারী জীবনে তীব্র হইয়া জাগে, তবে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-শিল্প, ইতিহাস-দর্শন সকল কিছুতেই আজিকার এই অপূর্ণাঙ্গ অর্দ্ধ বিকশিত নারীর প্রথম প্রকাশ দেখিতে পাইব। আজিকার অগ্রদূতীদের অর্ন্তজ্বালা দেখিয়া মনে হয়– সেই শুভ দিন সুদূর নহে।[৫৯]

যে-কোন সমাজের উন্নতির জন্য নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্যই শিক্ষা অর্জন প্রয়োজনীয় এবং অবশ্য কর্তব্য। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে রিজাউল করিম এর নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য :

> বর্তমানে অধোগতিপ্রাপ্ত মুসলমান সমাজের মধ্যে সত্য ও জ্ঞানের আলো বিস্তার করিতে হইলে দেশের মধ্যে ব্যাপকভাবে স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন করিতে হইবে। স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার না হইলে মুসলমান সমাজ কখনোই সত্যিকারভাবে জাগিবে না, সমাজ যে তিমিরে আছে, চিরকাল সে তিমিরে রহিবে।[৬০]

একই প্রসঙ্গে *সওগাত* পত্রিকায় 'বঙ্গীয় মোসলেম মহিলা সঙ্ঘ' শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধে নুরুন্নেচ্ছা স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করে লিখেছিলেন :

> ... স্ত্রী শিক্ষা –এটা নিশ্চয়ই আজকাল আমাদের অপরিহার্য্য জিনিসের মধ্যে হয়ে পড়েছে। আর এইটি আমাদের রুগ্ন সমাজে নাই বল্লেই চলে। তার ফলে আমাদের জাতীয় জীবন সকল রকমে দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। এই দুর্ব্বলতায় আমরা এত নিম্নস্তরে নেমে চলিয়াছি যে, ভাবতে গেলে ভবিষ্যত জীবনগুলো সেখানকার অন্ধকারে খুঁজেই পাওয়া যায় না।[৬১]

নারী শিক্ষার সবচেয়ে প্রতিবন্ধক ছিল রক্ষণশীল মোল্লা সমাজ। *সওগাত* পত্রিকায় ফিরোজা বেগম আমাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রবন্ধে অভিযোগ করে বলেন : 'বাংলার মুসলমান নারীদের শিক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিবন্ধক মোল্লা সমাজ। শিক্ষার আলোক পাইলে নারীদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিবে, পতিভক্তি কমিয়া যাইবে মোল্লাদের এই সমস্ত আশঙ্কা অমূলক। ... আজ সত্যই মুসলিম মাতা ভগিনীদের শিক্ষা চাই, মুক্তি চাই। শিক্ষাভাবে, স্বাস্থ্যাভাবে বাঙালি মুসলিম নারীগণ আজ অন্ত:সার শূন্য। ... এই সমস্তের অন্তরালে কি মানুষ গড়িয়া উঠিতে পারে?'[৬২] বাঙালি মুসলিম নারী সমাজের

www.pathagar.com

প্রগতিশীলতার পথে প্রধান সমস্যা বা অন্তরায় ছিল অবরোধ বা পর্দা প্রথা। নারী শিক্ষার অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন মুসলিম নারী সমাজকে ইহা অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তিনি এ প্রথাকে প্রাণ-ঘাতক কার্বলিক এসিড গ্যাসের সাথে তুলনা করেছেন।[৬৩] *সওগাত* পত্রিকাতেও এই প্রসঙ্গে একাধিকবার আলোচিত হয়েছে। 'পর্দ্দা বনাম অবরোধ' শিরোনামে সম্পাদকীয়তে *সওগাত* মন্তব্য করেছিল :

> যে সোনালী অন্ধকার গৃহ কোণে অর্দ্ধ উলঙ্গাবস্থায় বাহিরের সকল প্রকার আলো হাওয়া হইতে বঞ্চিত ... সে জীব-জগতের জন্য কতখানি অকল্যাণবাহী, তাহা সহজেই অনুমেয়। ... মন যেখানে নিস্মুক্ত; পবিত্র নহে সেখানে অবরোধের সার্থকতা কি? যে অবরোধ মানুষকে জীবন সম্বন্ধে নিশ্চেতন করিয়া রাখে, সভ্য জীবন যাপনের পথ রোধ করিয়া থাকে আমরা তাহার উচ্ছেদ কামনা করি।[৬৪]

এভাবে দেখা যায় *সওগাত* পত্রিকায় মুসলিম সমাজে নারীদের অমর্যাদা, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, পর্দাপ্রথা, নারী শিক্ষায় অবহেলা প্রভৃতি সম্পর্কে একাধিক প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল। ফলে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনাও পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়।

তথ্য নির্দেশ :

১. মুহম্মদ নুরুল কাইয়ুম, 'বঙ্গীয় মুসলিম সাংবাদিকতার উৎপত্তি ও উদ্দেশ্যে একটি পর্যালোচনা', *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা,* চতুদর্শ খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃ. ৭৫।

২. M. N. Quaiyum, *Role of Bengali Muslim Press in Awakening the Muslims of Bengal 1900-1940,* Unpublished Ph. D. Thesis, IBS, University of Rajshahi, 1989, p. 348.

৩. ইমরান হোসেন, *বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী চিন্তা ও কর্ম,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী : ১৯৯৩, পৃ. ৮৫।

৪. কাইয়ুম, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৯১-৯২।

৫. মুস্তাফা নুরউল ইসলাম, *সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত ১৯০১-১৯৩০,* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭; পৃ. ৭।

৬. মুহম্মদ নূরুল কাইয়ুম *উনিশ শতকে বাংলার মুসলমান সমাজ,* সুন্দরম, ফাল্গুন, ১৩৯৭-৯৮, পৃ. ৫৮।

৭. Smarjit Chakraborti, The Bangali Press (1818-1868) : A Study in the Growth of Public Opinion, Calcutta : Frma KLM Private Ltd, 1976, p. 62.

www.pathagar.com

৮. সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ, উনিশ শতকে বাংলার সমাজ-চিন্তা ও সমাজ বিবর্তন ১৮১৮-১৮৩৫, ঢাকা : আই সি বি এস, ২০০০, পৃ. ৯০।
৯. উদ্ধৃত : মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সমাচার সভা রাজেন্দ্র, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা,* বৈশাখ আষাঢ়, ১৩৭১, পাদটীকা-২।
১০. সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৮৯।
১১. উদ্ধৃত: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৯।
১২. উদ্ধৃত: মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৭৪।
১৩. ঐ।
১৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৯।
১৫. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *মুসলিম বাংলা সাময়িক পত্র,* পৃ. ৫৪।
১৬. ঐ, পৃ. ৩৪।
১৭. সালাহ্উদ্দিন আহ্মেদ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৮৯।
১৮. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সমাচার সভা রাজেন্দ্র,* পৃ. ৭৭।
১৯. ইমরান হোসেন, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৭৫।
২০. আবদুল কাদির, 'মিহির' শামসুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র,* ঢাকা : পূর্ব পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ১৯৬৬, পৃ. ৩৫।
২১. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মুসলিম বাঙলার সংবাদ সাহিত্য, *মোহাম্মদী,* জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০, উদ্ধৃত: ইমরান হোসেন, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১১৮।
২২. *সুধাকর,* ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৩ কার্তিক ১২৯৬ (বাংলা সন), উদ্ধৃত: ওয়াকিল আহমদ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৮৩।
২৩. ঐ।
২৪. ঐ।
২৫. ওয়াকিল আহমদ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪২৬।
২৬. ঐ।
২৭. *সুধাকর,* ৮ নভেম্বর ১৮৮৯, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা।
২৮. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র ১৮৩১-১৯৩০,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯, পৃ. ১২১-১২২।
২৯. দিলওয়ার হোসেন, *মোহাম্মদী পত্রিকায় মুসলিম সমাজ,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।
৩০. এ. টি. এম আতিকুর রহমান, *বাংলার রাজনীতিতে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পৃ. ৯৮।
৩১. *মাসিক মোহাম্মদী,* ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৮ আগস্ট, ১৯০৩।
৩২. *মাসিক মোহাম্মদী,* ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ, ১৩৩৪ বাংলা সন।
৩৩. *মাসিক মোহাম্মদী,* ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৪২ বাংলা সন।
৩৪. *মাসিক মোহাম্মদী,* ৪র্থ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, মাঘ, ১৩৩৮ বাংলা সন।
৩৫. ইমরান হোসেন, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৭৮।

www.pathagar.com

৩৬. ইমরান হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮-১১৯।
৩৭. মনিরুজ্জামান, 'সাময়িক পত্রে সাহিত্য চিন্তা; সওগাত', *সাহিত্য পত্রিকা*, ২৪ বর্ষ ২ সংখ্যা ১৯৮১, পৃ. ২১৮।
৩৮. *সওগাত*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অগ্রহায়ন, ১৩২৫ বাংলা সন।
৩৯. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত*, পৃ. ৭।
৪০. মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, ঢাকা, সওগাত প্রেস, ১৯৮৫, পৃ. ৩৯-৪০।
৪১. *সওগাত*, ৪র্থ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৩৩ বাংলা সন।
৪২. নাসির উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩।
৪৩. ঐ, পৃ. ১৯৬।
৪৪. A. R. Mallick, *British Policy and the Muslims in Bengal 1757-1856*, Dacca : Bangla Academy : 1977, pp. 74-75.
৪৫. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য ১৭৫৭-১৯১৮*, ঢাকা : লেখক সংঘ প্রকাশনী, ১৯৬৩, পৃ. ৯৫।
৪৬. সওগাত, ৭ম বর্ষ, চৈত্র, ১৩৩৬ বাংলা সন।
৪৭. ইমরান হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫।
৪৮. নাসির উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৪ এবং সওগাত, বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৩৪, বাংলা সন।
৪৯. *সওগাত*, ৯ বর্ষ সংখ্যা, ৪, ১৩৩৯।
৫০. *সওগাত*, ৪র্থ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৩৩ বাংলা সন।
৫১. ইমরান হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০।
৫২. নাসির উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪।
৫৩. *সওগাত*, ৪ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৩৩ বাংলা সন।
৫৪. সওগাত, ৯ম বর্ষ ৩ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৩৯ বাংলা সন।
৫৫. *সওগাত*, ৪র্থ বর্ষ, ৯, ফাল্গুন, সংখ্যা, ১৩৩৩ বাংলা সন।
৫৬. *সওগাত*, ২০ বর্ষ, সংখ্যা ৫, পৌষ, ১৩৪৪ বাংলা সন।
৫৭. M. N. Quaiyum, The role of the Sawgat in the Emancipation of Bengal Muslim Women during the Early Twentieth Century, *Rajshahi University Studies, Part A*, 1978.
৫৮. তাহমিনা আলম, *বাংলার সাময়িকপত্রে বাঙালি মুসলিম নারী সমাজ ১৯০০-১৯৪৭*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮।
৫৯. *সওগাত*, ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৩৬ বাংলা সন।
৬০. *সওগাত*, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৩৪ বাংলা সন।
৬১. *সওগাত*, ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, মাঘ, ১৩৩৩ বাংলা সন।
৬২. *সওগাত*, ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৩৬ বাংলা সন।
৬৩. ইমরান হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮।
৬৪. *সওগাত*, ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৩৬ বাংলা সন।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

সংবাদপত্র ও বাংলার রাজনীতি

(১৯০৫-১৯৪৭)

১৯০৫-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে বাংলায় উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সংবাদপত্রগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। কিন্তু সংবাদপত্রগুলোর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর স্বরাজ দল গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজি *দৈনিক ফরোয়ার্ড* প্রকাশ করেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে শ্রী অরবিন্দের সম্পাদনায় দৈনিক বন্দেমাতরম প্রকাশিত হয়। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে যুগান্তর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেলেও নরেন্দ্রনাথ দত্ত, তুষারকান্তি ঘোষ প্রমুখের সহায়তায় ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে যুগান্তর নতুন কলেবরে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ মৃণাল কান্তি ঘোষ, প্রফুল্ল কুমার সরকার ও সুরেশ চন্দ্র মজুমদার বাংলা *দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন।* ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে মানবেন্দ্র রায় প্রকাশ করেন *ইন্ডিপেনডেন্ট ইন্ডিয়া*। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় *স্টার অব ইন্ডিয়া*। এছাড়াও আরো যে সকল পত্রিকা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল তার মধ্যে ১৯২২ সালে কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত ও এ. কে. ফজলুল হকের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত *দৈনিক নবযুগ*। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পূর্ব বাংলার প্রথম ইংরেজি *দৈনিক হেরাল্ড*। এর পরিচালক ছিলেন প্রিয়নাথ সেন। এছাড়াও ১৯২১ সাল চট্টগ্রামের *জ্যোতি* দৈনিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়। *জ্যোতি* পত্রিকাটির সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন কালী শংকর চক্রবর্তী। ১৯২০ সালে চট্টগ্রাম কংগ্রেস নেতা মহিমচন্দ্র দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় দৈনিক জ্যোতিঃ। পত্রিকাটি 'বাংলার মফঃস্বলের একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র' বলে পরিচয় দাবী করত। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে লেবার স্বরাজ পার্টি গঠনের পর এই পার্টির মুখপত্র রূপে *লাঙ্গল* সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়। লেবার স্বরাজ পার্টির অফিসের জন্য স্থান নির্ধারণ হয়েছিল কলকাতার ৩৭নং হ্যারিসন রোডের দোতলায়। এই ঠিকানা হতেই *লাঙ্গল* বের হত। পত্রিকাটি ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল তারিখের পরে আর প্রকাশিত হয়নি।

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের কাছে মুসলমান পরিচালিত একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম লীগের সমর্থক পত্রিকা হিসাবে *দৈনিক আজাদ* প্রকাশিত হয়। মওলানা আকরম খাঁর পরিচালনায় পত্রিকাটি প্রথম শ্রেণীর দৈনিক রূপে পরিগণিত হয়।

www.pathagar.com

একথা অনস্বীকার্য যে, মুসলিম লীগ ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ তারিখে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পাকিস্তান আন্দোলনে *দৈনিক আজাদের* রাজনৈতিক ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কৃষক প্রজা সমিতির মুখপত্র *দৈনিক কৃষক* প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। পত্রিকাটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন অধ্যাপক হুমায়ুন কবির এবং সম্পাদক নিযুক্ত হন আবুল মনসুর আহমদ। কিন্তু কৃষক প্রজা সমিতির আভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে আবুল মনসুর আহমদ ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদনায় দায়িত্ব ছেড়ে দেন। বিংশ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের সংবাদপত্র সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে শ্রী শৈলেন্দনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, '১৯৩০ খৃস্টাব্দ থেকে ১৯৪২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের সংবাদপত্র জগতের অগ্নিযুগ বললেও অত্যুক্তি হবে না।' এ সময়ে সংবাদপত্রের জনপ্রিয়তাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সংবাদপত্রের ব্যাপকতর বাণিজ্যিক বিপণনের পাশাপাশি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বাঙ্গালীকে উপনিবেশ বিরোধী কাতারে সংঘবদ্ধ করতে শুরু করে।

দি মুসলমান

উপমহাদেশের এক রাজনৈতিক যুগসন্ধিক্ষণে অর্থাৎ ১৯০৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে ইংরেজি দৈনিক দি মুসলমান প্রকাশিত হয়। নির্ভীক সাংবাদিক মুজিবর রহমান ছিলেন এই পত্রিকার প্রাণ পুরুষ। শুরুতে কোলকাতার বৌ বাজারের ১৭৬/৩ এ মুসলমান এর অফিস স্থাপিত হলেও নানাকারণে পত্রিকাটির অফিস বিভিন্ন জায়গায় বদল হতে থাকে। যেমন দ্বিতীয় বছর ৭ নম্বর বৌবাজার গজনবী সাহেবের বাড়ী, আবার ১৯০৯ সালে ৭১ নম্বর লোয়ার সার্কুলার রোডে দি নিউ এজ প্রেসে এরপর ৪ নম্বর ইলিয়ট লেন সবশেষে ১১/৫, কড়োয়া বাজার রোডে *মুসলমান* অফিস চালু ছিল। এমন কি ব্যারিস্টার আবদুর রসুল সাহেবের ১৪ নম্বর রয়েড স্ট্রীটের বাসাতেও পত্রিকার অফিস চালু হয়েছিল অল্প দিনের জন্য। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ইংরেজী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা পালনকারী *'দি মুসলমান'* ক্ষণিকের জন্য হলেও উপনিবেশিক সমাজকে নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছিল। তবে যে সময়ে মুসলিম শিক্ষিতের সংখ্যা হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র, সেই সময়ে ইংরেজী পত্রিকা কেন প্রকাশ করা হয়েছিল তার প্রত্যুত্তর মেলে ১৯২৭ সালের ৬ ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত এর ইতিহাস থেকে। যাতে বলা হয়, "While the Partition-cum-swadeshi movement was agitating Bengal, some Mussalmans of the province holding advanced political views felt the want of a newspaper that would educate Muslims on the duties and needs of their community and on measures necessary for keeping abreast of the times.[২] *দি মুসলমান* পত্রিকার ব্যবস্থাপনা ও সার্বিক দায়িত্ব মুজিবর রহমানের কাছে থাকলেও এতে

www.pathagar.com

একদল অভিজ্ঞ পরামর্শক ছিলেন। এঁদের মধ্যে ব্যারিস্টার আব্দুর রসুল, আবদুল হালিম গজনভী, আবুল কাসেম প্রমুখ। এঁরা ওই সময়ে রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদী মুসলমান বলে পরিচিত ছিলেন। সাহিত্যিক আবুল ফজলের মতে, "মুজিবর রহমান ছাড়াও পত্রিকার পেছনে যাঁরা ছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই রাজনৈতিক মতবাদে ছিলেন প্রগতিপন্থী পরে রাজনৈতিক পরিভাষায় যাঁদের নাম দাঁড়িয়েছিল 'জাতীয়তাবাদী মুসলমান' বলে।[৩] এছাড়াও সহকর্মী হিসেবে তিনি যাদেরকে পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে রফিকুর রহমান, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আবু লোহানী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৪] ১৯২৩ সালে দি মুসলমান এর মালিকানায় রদবদল ঘটে। ওই সময়ে ক্রমাগত আর্থিক লোকসান থেকে পত্রিকাটিকে বাঁচানোর জন্য পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত করা হয়। এজন্য এর গ্রাহকদের শেয়ার কেনার জন্য বিজ্ঞাপনও দেয়া হত। বিজ্ঞাপনে বলা হত, "If you want a Muslim Daily in English; subscribe for shares of the Mussalman Publishing Company, Ltd. write for prospectus to the secretary at 11-5, Karaya Bazar Road, Calcutta."[৫] ১৯০৬ সালে পত্রিকাটির প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল এক আনা। বার্ষিক ডাক মাশুলসহ চার টাকা। তবে ছাত্রদের জন্য বার্ষিক তিন টাকা মূল্য নির্ধারিত হয়েছিল। ১৯১৩ সালে এসে এর মূল্য পুর্ননির্ধারণ করা হয় এবং বার্ষিক চাঁদার পরিমাণ স্থির হয় পাঁচ টাকায়। পত্রিকাটির বিশেষ সংখ্যার দাম প্রতি কপির মূল্য ছিল ছয় আনা। পত্রিকাটির গ্রাহক সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯০৯ সালের মধ্যে গ্রাহক সংখ্যা ১০০০ এবং ১৯১৩ সালে গ্রাহক সংখ্যা দাড়ায় ১৭০০ জনে। অবশ্য পরের বছর আর্থিক সংকটের কারণে পত্রিকার মূল্য বৃদ্ধি করলে গ্রাহক সংখ্যা কমে দাড়ায় প্রায় ১২০০ জনে।[৬] একটি ইংরেজী সাপ্তাহিকের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রাহকের কারণ ছিল সম্ভবত: রাজনৈতিক সচেতনতা। এই সচেতনতা বৃদ্ধিতে পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় 'Ourselves' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে পত্রিকাটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। এতে বলা হয়েছিল :

> We commence our labours today as an organ of Mahamedan public opinion in Bengal. Our first and foremost endeavor will be to give adequate expression to such opinion and to lead and guide in channels which we believe will be fraught with benefit to the community we seek to represent. In upholding the interests of our class it will be our aim to promote the welfare of the great Indian community to which we belong and whose progress, we are persuaded, can only be secured by mutual sympathy and active cooperation between the different sections that compose it. ... We shall be

www.pathagar.com

> no party to the festering of differences between race and creed and creed, but shall always lend willing help to the establishment of peace, harmony and goodwill between the different sections of our great Indian community.[৭]

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করার লক্ষ্যে ও আধুনিক মনস্ক করে গড়ে তোলার জন্য এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। মূলত জাতীয়তাবাদী ধ্যান ধারনাই এতে প্রতিফলিত হত। ফলে সমাজের রক্ষণশীল অংশ এর বিরোধী হয়ে উঠে এবং কংগ্রেসের মুখপত্র হিসেবে চিহ্নিত করেন। আবার কেউ কেউ একে হিন্দু কাগজ বলে নিন্দা করতে দ্বিধা করেন নি।[৮] আনিসুজ্জামান এ বিষয়ে বলেছেন,

> Mujibur Rahman whole heartedly supported the anti — partition movement, so he did not find many Muslim subscribers for his paper. On the other hand those non-Muslims who shared his view would not subscribe because fo the weekly's nomenclature.[৯]

একথা অবশ্য অনস্বীকার্য যে, এই পত্রিকা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কর্মকাণ্ডের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিল। অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে কংগ্রেস পরিচালিত রাজনৈতিক আন্দোলনে যাতে মুসলমানগণ শরিক হন তার জন্য *দি মুসলমান* বঙ্গ ভঙ্গ, স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কিত খবর অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন *দি মুসলমান* এর সম্পাদক মুজিবর রহমান। এজন্য মুসলমান সমর্থক পত্রিকা হলেও অন্য সম্প্রদায়ের চিন্তাশীল পাঠকেরা এই পত্রিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়তেন।[১০] এর প্রমাণ পাওয়া যায় *দি মুসলমান* এর বিশ বছর পূর্তিতে এর সম্পাদককে প্রফেসর জে. এল. বন্দোপাধ্যায় তাঁর অভিমতে উল্লেখ করেছিলেন, "My opinion about *The Mussalman* is that it is the most up right and impartial paper on this side of India, and I have had no reason to change this opinion."[১১] সত্য প্রকাশ করতে গিয়ে এর সম্পাদক কে ব্রিটিশ রোষানলের শিকারেও পড়তে হয়েছিল মুহম্মদ জাহাঙ্গীর এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> সত্য প্রকাশের জন্য *দি মুসলমান* পত্রিকাকে সহ্য করতে হয়েছিল ইংরেজ সরকারের দমন নীতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মুজিবর রহমান ইংল্যান্ড, টার্কি এন্ড ইন্ডিয়ান মুসলমানস শীর্ষক ধারাবাহিক সম্পাদকীয়ের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী নীতির কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তার ফলে তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল নিগ্রহ। ব্রিটিশ সরকার তাঁর পত্রিকার কাছে জামানত তলব করেন আর নির্দেশ দেন। অতঃপর আগাম সরকারি অনুমোদন ছাড়া কোন সম্পাদকীয় নিবন্ধ *দি মুসলমান* এ ছাপা যাবে

www.pathagar.com

না।' এ নিয়ে সংবাদপত্র মহলে তুমুল ঝড় উঠেছিল। মুজিবর রহমান সরকারি নির্দেশের কাছে মাথা নত করেন নি। তিনি সম্পাদকীয় ছাড়াই অর্থাৎ সম্পাদকীয় কলাম খালি রেখে পত্রিকা প্রকাশ করতে লাগলেন। পরে অবশ্য সরকার এই আদেশ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।[১২]

দি মুসলমান পত্রিকার সম্পাদক মুজিবর রহমান প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এবং খেলাফত কমিটির সম্পাদক, প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক এবং ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে তিনি অভ্যর্থনা পরিষদের সভাপতি ছিলেন। খেলাফত আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণের জন্য তাঁকে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং এক বছর ২২ দিন সশ্রম কারাদন্ড ভোগ করেন। ১৯২১ সালের ৯ ডিসেম্বর তারিখে মুজিবর রহমানকে ১৯১০ সালের ক্রিমিনাল আইন (সংশোধনী) এর ১৭(২) ধারা মতে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। অবশ্য দি মুসলমান অনেক পূর্বেই রাজরোষের শিকারে পরিণত হয়। ১৯১৩ সালের ২৩ নভেম্বর Come over into Macedonea and Help us শীর্ষক সংবাদ ছাপার পর পুলিশী তল্লাসির শিকার হয় পত্রিকাটি। আবার ১৯১৪ সালে বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারী জে. জি. কামিং "England, Turkey and Indian Mussalmans" সংবাদ ছাপানোর জন্য এর সম্পাদককে সতর্ক করে একটি চিঠি দেন। ১৯১৮ সারের ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখে বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এর পক্ষে চীফ সেক্রেটারী জে এইচ কার *মুসলমান* পত্রিকা বন্ধ করে দেন। প্রায় এক মাস বন্ধ থাকার পর ওই বছরের ২৫ অক্টোবর থেকে *মুসলমান* পুনরায় প্রকাশিত হতে থাকে।[১৩]

দি মুসলমান পত্রিকায় যাদের লেখা প্রকাশিত হত, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, বেগম রোকেয়া, মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আবদুল করিম, এস ওয়াজেদ আলী, সৈয়দ এমদাদুল হক, আবু লোহানী, মো: আজিজুল হক প্রমুখ সুসাহিত্যিক ও লেখকবৃন্দ।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর অল ইন্ডিয়ান মুসলিম লীগ গঠন ছিল বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এটি একটি যুগান্তকারী ঘটনা। *দি মুসলমান* পত্রিকাতে এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বের সাথে নেয়া হয়েছিল। *দি মুসলমান* এই সংগঠনকে স্বাগত জানিয়েছিল। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ১১ জানুয়ারি 'The Mohamedan League' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছিল।

The Mohamedan League

The formation of the Mohamedan League which was started at Dacca is a matter of the greatest concern to Indian Mussalmans. It is one of the happy signs of the times that the bulk of the Mussalmans have followed the example of the advanced section of the community and begun to appreciate the usefulness and

www.pathagar.com

> the necessity of political movements ... we are glad to find that the gentlemen who met at Dacca, did not fall in with the views of their distinguished host ... we hope and trust the newly formed league will advance the cause of the Indian Mussalman, lead them into the path of progress and prosperity, and represent the views and opinions of all sections of the community and not that of any particular faction. We are glad to see that the aims of the league is to work in harmony with other communities, and we can say that the entire community appreciates this feeling of the organisers.[১৪]

খেলাফত আন্দোলন ছিল সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতের হিন্দু-মুসলিমদের যৌথ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন। আন্দোলনের ব্যাপকতা এবং হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি ও ব্রিটিশদের প্রতি অসহযোগ ছিল লক্ষণীয় ব্যাপার। কিন্তু হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও সহযোগিতা ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। কেননা কংগ্রেসের সাথে লীগের যে সমন্বয় তা ছিল সম্পূর্ণভাবে স্বল্প মেয়াদী। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক উন্নয়নের উপর জোর দিয়ে *দি মুসলমান* উল্লেখ করেছিল :

> If the English retire from India at all, revolutionarity or other wise, it can only be after the Indian people have learned and have become ifit for self government and we fail to see how the Indian people can ever become fit for freedom and self government unless Hindus and Moslems combine and cooperate in all matters which are for their common weal.[১৫]

স্বদেশী আন্দোলনের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে *দি মুসলমান* যে সকল প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল Boycott, Free-Trade and Protection তিন কিস্তিতে প্রকাশিত সম্পাদকীয় (১৩, ডিসেম্বর, ১৯০৭; ২০ ডিসেম্বর ১৯০৭; ২৭ ডিসেম্বর ১৯০৭)। এ ছাড়াও বিভিন্ন জেলা থেকে প্রেরিত রিপোর্ট গুলির মধ্যে ছিল :

Partition of Bengal; A Mahomedan Protest (8 February, 1907), Swadeshi Meeting at Malda (26 April 1907), A Swadeshi Steamship Company (6 September 1907), A Moslem Swadeshi Meeting (1 November 1907), A Swadeshi Meeting (22 November 1907). The Swaraj Discussion (21 February 1908) ইত্যাদি। বিষয় বৈচিত্র্যের দিক লক্ষ্য রেখে *দি মুসলমান* বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশ করত। যেমন ১৯২৭ সালের ৬ ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশ করে *দি মুসলমান* এর ২১তম বর্ষ শুরু সংখ্যা। এর দাম ছিল ৬ আনা আবার ১৯৩৬

www.pathagar.com

সালের ঈদ সংখ্যার দাম ছিল ৪ আনা। এই সংখ্যার বিষয় সূচিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল– The Dawn; Colonies and war; A valuable Omar Khayyam Manuscript; Tatarjik; The Anglo Egyptian. Treaty; The Muslim Out Look; Urdu Our Language; In the mouth of the people; India and the World Currency Realignment; Saiyid Jamal Uddin Afghani, Our Political Perspective; River Journy; Youth and Politics; How a World War was Averted; The Government of India Act of 1935; The Future of Indian women; Primary Education in Bengal; The Master and his Friend; Nadir Shah of Inan and Muslim Unity; Turkish Foreign Policy ইত্যাদি।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ৮ই জুলাই তারিখে *দি মুসলমান* দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। এর সাথে পত্রিকার খরচও বেড়ে যায়। কর্তৃপক্ষ কোন ক্রমেই সেই খরচ চালাতে পারছিলেন না। এ সময় পত্রিকার ব্যবস্থাপক মণ্ডলীতে কোন্দল দেখা দেয়। মুজিবুর রহমান ১৯৩৫ সালে পদত্যাগ করেন এবং মওলানা মোহাম্মদ আলী প্রতিষ্ঠিত কমরেড পত্রিকাতে যোগ দেন। এর পরে *দি মুসলমান* পত্রিকাতে আরো বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সবশেষে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের পরে *দি মুসলমান* পত্রিকা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। তদানীন্তন সময়ে *দি মুসলমান* এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ মন্তব্য করেছেন :

> দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম জোরদার ও ঘুমন্ত মুসলমান সমাজকে উজ্জীবিত করিয়া তোলার পশ্চাতে দি মুসলমান ও মুজিবর রহমানের যে বিরাট দান রহিয়াছে, তাহা কাহাকেও আজ স্মরণ করিতে পর্যন্ত দেখা যায় না।[১৬]

নবযুগ

উপনিবেশিক শাসনামলে বাংলার সংবাদপত্রের ইতিহাসে *নবযুগ* এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রেই শুধু নয় ক্রমান্বয়ে এই পত্রিকাটি বাঙালী জাতীয়তাবাদের মুখপত্রে পরিণত হয়।[১৭] *নবযুগ* পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। শিরীন আখতার কাজী নজরুল ইসলামের সাথে *নবযুগের* সম্পর্কের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন, "নজরুলের সাংবাদিক জীবন শুরু হয় *'নবযুগ'* দিয়েই। আবার তাঁর সাংবাদিকতার পরিসমাপ্তি ঘটে *'নবযুগেই'*। এদিক থেকে *'নবযুগ'* বাংলা সংবাদপত্র ও সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান দাবী করতে পারে।"[১৮] *নবযুগ* পত্রিকাটি নতুন কলেবরে ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাস হতে প্রকাশিত হয়। *নবযুগ* পত্রিকার প্রকাশ বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন মাত্রার সংযোজন করে। বাংলার রাজনীতিতে ১৯৪১ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়গুলি ছিল খুবই ঘটনাবহুল। ১৯৪১ সালে এ কে ফজলুল হক ন্যাশনাল ডিফেন্স কাউন্সিলে যোগদান করায় মুসলিম

www.pathagar.com

লীগ ও কংগ্রেস উভয় দলেই তিনি সমালোচনার শিকার হন। এরই প্রেক্ষিতে এ কে ফজলুল হক *নবযুগ* প্রকাশের ব্যবস্থা নেন। ফলে প্রথাগত সাংবাদিকতার গন্ডি ডিঙ্গিয়ে *নবযুগ* নতুন মাত্রা যোগ করে। রাজনৈতিক কর্মী ও জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। *নবযুগের* এই জনপ্রিয়তা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আবুল মনসুর আহমদ বলেছেন :

> যথাসময়ের একটু আগে-পিছে ১৯৪১ সালের অক্টোবর নামে ধুম-ধামের সাথে *'নবযুগ'* বাহির হইল। জোরদার সম্পাদকীয় লিখিলাম। সোজাসুজি মুসলিম লীগ বা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কিছু বলিলাম না। মুসলিম বাংলার বাংলা দৈনিকের আধিক্যের প্রয়োজনের উপরেই জোর দিলাম। তোখড় সম্পাদকীয় হইল। অমনি জোরের সম্পাদকীয় চলিতে লাগিল। সবাই বাহ্ বাহ্ করিতে লাগিলেন।[১৯]

কবি কাজী নজরুল ইসলামের নিজস্ব ঢংয়ে লেখা সম্পাদকীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মী ও জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করে। সম্ভবত এ কারণেই প্রথাগত সাংবাদিকতার গন্ডি ডিঙ্গিয়ে *নবযুগ* নতুন মাত্রা যোগ করে। রাজনীতি, সমাজ, সাহিত্য ইত্যাদি নানা বিষয়ে কাজী নজরুল ইসলাম, আবুল মনসুর আহমদ, অমলেন্দু দাশগুপ্ত, শামসুদ্দীন আহমদ, মাওলানা আহম্মদ আলী ও শেখ আবদুল হাকিম প্রমুখ ব্যক্তিদের লেখার কারণেও *নবযুগ* আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।[২০] *নবযুগ* পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই *'নবযুগ'* নামে কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এই কবিতার মাধ্যমেই এটা পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, *'নবযুগ'* জনগণের আশা আকাঙ্খার ধারক হিসাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। *দৈনিক নবযুগকে* উদ্দেশ্য করে লেখা 'নবযুগ' কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম লেখেন,

... ...
তাই নবযুগ আসিল আবার। রুদ্ধ প্রাণের ধারা
নাচিছে মুক্ত গগনের তলে দুর্মদ মাতোয়ারা।
এই নবযুগ ভুলাইবে ভেদ, ভায়ে ভায়ে হানাহানি,
এই নবযুগ ফেলিবে ক্লৈব্য ভীরুতারে দুরে টানি'।
এই নবযুগ আনিবে জরার বুকে নবযৌবন,
প্রাণের প্রবাহ ছুটিবে, টুটিবে জড়তার বন্ধন।
এই নবযুগ সকলের, ইহা শুধু আমাদের নহে,
সাথে এস নৌজোয়ান! ভুলিয়া থেকো না মিথ্যা মোহে।[২১]

... ...

দৈনিক নবযুগ পত্রিকাটির কার্যালয় ছিল লোয়ার সার্কুলার রোডে। শুরুতে কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদক হিসেবে বেতন পেতেন মাসিক ৩৫০ টাকা। এ ছাড়াও *দৈনিক নবযুগের*

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠালগ্নে মাওলানা আহম্মদ আলী ও অমলেন্দু দাশগুপ্ত সহকারী সম্পাদক, আবুল মনসুর আহমদ বার্তা সম্পাদক, বেনজীর আহমদ যুগ্ম বার্তা সম্পাদক, মাহমুদ নূরুল হুদা ব্যবস্থাপক ও খান বাহাদুর হামেশ আলী খান মহা ব্যবস্থাপক ছিলেন। এ ছাড়াও সম্পাদকীয় বিভাগে খালেক দাদ চৌধুরী, অখিল নিয়োগী, কালীপদ গুহ রায়, ব্রজেন্দ্র রায়, দেব নারায়ণ গুপ্ত, কাজী মুহাম্মদ ইদরিস আবদুল কাদির নিয়োজিত ছিলেন।[২২] অবশ্য ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে *নবযুগ* সান্ধ্য দৈনিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ কালেও কাজী নজরুল ইসলাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তবে এ সময় *নবযুগের* সাথে জড়িত ছিলেন মুজাফফর আহমদ, একে ফজলুল হক, ফজলুল হক সেলবর্ষী, মুহম্মদ ওয়াজিদ আলী, মোজাম্মেল হক ও ফজলার রহমান প্রমুখ। কিন্তু সান্ধ্য *দৈনিক নবযুগ* বেশী দিন টিকে থাকেনি। তবে সান্ধ্য *দৈনিক নবযুগের* অভিজ্ঞতা কাজী নজরুল ইসলামকে পরবর্তীকালে *নবযুগের* সম্পাদক হিসেবে কাজে যোগদানে উৎসাহ যুগিয়েছিল। ১৯৪১ সালে *দৈনিক নবযুগ* প্রকাশিত তাঁর নবযুগ শীর্ষক কবিতা থেকেও তা জানা যায়। নতুন পর্যায়ে 'নবযুগ' এর উদ্বোধন উপলক্ষে কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন,

–বিশ বৎসর আগে
তোমার স্বপ্ন অনাগত "নবযুগ"-এর রক্ত রাগে
রেঙ্গে উঠেছিল। স্বপ্ন সেদিন অকালে ভাঙিয়া গেল,
দৈবের দোষে সাধের স্বপ্ন পূর্ণতা নাহি পেল!
যে দেখায়েছিল সে মহৎ স্বপ্ন, তাঁরি ইঙ্গিতে বুঝি
পথ হ'তে হাত ধরে এনেছিলে এই সৈনিকে খুঁজি?
কোথা হ'তে এল লেখার জোয়ার তরবারি ধরা হাতে
কারার দুয়ার ভাঙিতে চাহিনু নিদারুণ সংঘাতে।
হাতের লেখনী, কাগজের পাতা নহে ঢাল তলোয়ার,
তবুও প্রবল কেড়ে নিল দুর্ব্বলের সে অধিকার!
মোর লেখনীর বহ্নি স্রোত বাধা পেয়ে পথে তার
প্রলয়ঙ্কর ধূমকেতু হয়ে ফিরিয়া এল আবার।[২৩]

নবযুগ পত্রিকাতে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সাংবাদিকতার মাধ্যমে সত্য ও সাহসী উক্তি করেছেন নিজের সম্ভাব্য ব্যক্তিগত ক্ষতির কথা আদৌ না ভেবে। তাঁর সাহিত্য ধর্মী সাংবাদিকতায় নগরকেন্দ্রিক সমাজ জীবন থেকে শুরু করে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামের অধিবাসীদের অভাব অভিযোগ, দাবি প্রত্যাশা সবই তুলে ধরার চেষ্টা করতেন। ১৯৪১ সালের ২২শে নভেম্বরে *'নবযুগে'* প্রকাশিত 'কেন আপনারে হানি হেলা' শীর্ষক কবিতায় তার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। এই কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন,

বন্ধু, বিলাস সৃষ্টি এই আমার কবিতা, আমার গান
অন্ধেরে আলো দিত যদি, অপঘাতে তার যেত না প্রাণ!

www.pathagar.com

যেতে যেতে হেরি বস্তিতে– শুয়ে আছে কারা ভাঙা কাচে?
গুদাম ঘরের বস্তা, এই বস্তির চেয়ে সুখে আছে!
রূপ দেখিয়াছি কল্পনায় এঁকেছি স্বপ্ন গুলবাহার,
দেখিনি শ্রীহীন এই মানুষ জীর্ণ হাড়ডি-চামড়া সার!
... ...
গাঁয়ে গাঁয়ে ফিরে দেখিয়াছি পায়ে দলা কাদা মাখা কুসুম,
বক্ষে লইয়া কাঁদিছে মা, চক্ষে পিতার নাহি ক ঘুম!
শিয়রের দীপে তৈল নাই, পীড়িত বালক কাঁদিয়া কয়,
"দেখিতে পাই না মা তোর মুখ, বাবা কোথা, বড় লাগিছে ভয়!"
মাঠের ফসল, কাজলা মেঘ স্বপ্নে দেখিছে ঘুমায়ে বাপ,
মরমর পুত্রেরে বাঁচায় মা'র মমতার উষ্ণ তাপ!
জমিদার মহাজন পাড়ায় মেয়ের বিয়ের বাজে শানাই,
ইহাদের ঘরে বার্লি নাই, ওদের গোয়ালে দুধাল গাই।[২৪]

এ জাতীয় অনেক রচনা কাজী নজরুল ইসলাম *নবযুগ* পত্রিকায় লেখেন। *নবযুগে* প্রকাশিত তাঁর লেখাগুলির মধ্যে নবযুগ, ঈদের চাঁদ নতুন চাঁদ নৌ জোয়ান, জোর জমিয়াছে খেলা, কেন আপনারে হানি হেলা, ফুল ও হুর, আগুনের ফুল কি ছোটে, শ্রমিক মজুর, নারী, মাহাত্মা হাজী মোহাম্মদ মোহসিন, মহাত্মা মোহসিন, আল্লা পরম প্রিয়তম মোর, এ কি আল্লার কৃপা নয়? ভয় করিও না হে মানবাত্মা, তোমারে ভিক্ষা দাও, শোধ করো ঋণ, অগ্রনায়ক, আল্লাহো আকবর, দরিদ্র মোর পরমাত্মীয়, প্রেম ও প্রহার, কবির প্রশস্তি, কচুরিপানা, বড়দিন, বকরীদ, গোঁড়ামী ধর্ম নয়, জয় হোক জয় হোক, চির নির্ভর, বন্ধুরা এসো ফিরো শীর্ষক কবিতা গুলি উল্লেখযোগ্য।[২৫]

কবিতার পাশাপাশি কাজী নজরুল ইসলাম *দৈনিক নবযুগ* পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধগুলির বেশীরভাগই ছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদে উজ্জীবিত করে লেখা। ১৯৪২ সালের ১৬ই এপ্রিল তারিখে *দৈনিক নবযুগ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'বাঙালীর বাঙলা' শীর্ষক প্রবন্ধটি। অত্যন্ত আবেগময় ভাষায় প্রকাশিত ওই প্রবন্ধে হতাশাগ্রস্ত বাঙালী জাতিকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলা হয় :

> বাঙালী যে দিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলতে পারবে "বাঙালীর বাংলা" সেদিন তারা অসাধ্য সাধন করবে। সেদিন একা বাঙালীই ভারতকে স্বাধীন করতে পারবে। বাঙালীর মতো জ্ঞান শক্তি ও প্রেম শক্তি (ব্রেন সেন্টার ও হার্ট সেন্টার) এশিয়ায় কেন, বুঝি পৃথিবীতে কোন জাতির নেই। কিন্তু কর্ম-শক্তি একেবারে নেই বলেই তাদের এই দিব্যশক্তি তমসাচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাদের কর্ম-বিমুখতা, জড়ত্ব, মৃত্যুভয়, আলস্য, তন্দ্রা, নিদ্রা, ব্যবসা-বাণিজ্যে অনিচ্ছার কারণ। তারা তামসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে চেতনা-শক্তিকে হারিয়ে ফেলেছে।[২৬]

www.pathagar.com

বাঙালী জাতীয়তাবাদের ধ্যান ধারণার আলোকে লিখিত ওই প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম আরো উল্লেখ করেন–

> বাঙালী শুধু লাঠি দিয়েই দেড়শত বছর আগেও তার স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে চেষ্টা করেছে। আজো বাংলার ছেলেরা স্বাধীনতার জন্য যে আত্মদান করেছে, যে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে, ইতিহাসে তা থাকবে স্বর্ণ-লিখায় লিখিত। বাংলা সর্ব ঐশী শক্তির পীঠ স্থান। হেথায় লক্ষ লক্ষ যোগী মুনি ঋষি তপস্বীর পীঠস্থান, সমাধি; সহস্র সহস্র ফকির-দরবেশ ওলী-গাজীর দর্গা পরম পবিত্র। হেথায় গ্রামে হয় আযানের সাথে শঙ্খ ঘন্টার ধ্বনি। এখানে যে শাসনকর্তা হয়ে এসেছে সেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। বাংলার আবহাওয়ায় আছে স্বাধীনতা মন্ত্রের সঞ্জীবনী শক্তি। আমাদের বাংলা নিত্য মহিমাময়ী নিত্য সুন্দর, নিত্য পবিত্র।[২৭]

দৈনিক নবযুগের এই সম্পাদকীয় নিবন্ধটির শেষাংশ ছিল উদ্দীপনামূলক। ব্রিটিশ পরাধীনতা থেকে বাঙালীকে জেগে উঠার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে নিবন্ধে লেখা হয়েছিল :

বাঙালিকে, বাঙালির ছেলেমেয়েকে ছেলেবেলা থেকে শুধু এই এক মন্ত্র শেখাও :

"এই পবিত্র বাংলাদেশ
বাঙালীর–আমাদের।
দিয়া 'প্রহারেন ধন জ্ঞয়'
তাড়াব আমরা, করি না ভয়
যত পরদেশী দস্যু ডাকাত
'রামা'দের 'গামা'দের।"

বাঙলা বাঙালীর হোক! বাঙলার জয় হোক! বাঙালীর জয় হোক![২৮]

গবেষক শিরীণ আখতার মনে করেন, 'বাঙলা বাঙালির হোক' বলে নজরুল ১৯৪১ সালে ডাক দিয়েছিলেন তা ব্যর্থ হয় নি। এই নিবন্ধের জন্য তিনি কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলার স্বপ্ন দ্রষ্টা বলেও অভিহিত করেছেন।[২৯]

দৈনিক নবযুগ পত্রিকায় প্রকাশিত কাজী নজরুল ইসলামের এ সকল সম্পাদকীয় নিবন্ধ বাঙালী তরুণ সমাজকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। পাশাপাশি *নবযুগ* মুসলিম সমাজের পশ্চাদপদতা থেকে উদ্ধারেও সচেষ্ট ছিল। মুসলিম সমাজ যাতে শিক্ষার দিকে এগিয়ে যেতে পারে এজন্য ১৯৪১ সালের ২৯শে নভেম্বর দানবীর হাজী মুহম্মদ মোহসিনের ১২৯তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মোহসিন সংখ্যা প্রকাশ করেন।[৩০] ওই সংখ্যাতেই কাজী নজরুল ইসলাম 'মহাত্মা মোহসিন' শীর্ষক কবিতা ও 'মোহসিন স্মরণে' শীর্ষক সংগীত রচনা করেন। অর্থাৎ *দৈনিক নবযুগ* সৃজনশীল ও প্রগতিশীল কর্মকান্ডকে শুধু সমর্থন করেনি, এ সকল কর্মকান্ডে যাতে মুসলমানরা অংশ নিতে পারে বা উৎসাহিত হয় সেজন্য কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সংগীতে উল্লেখ করে–

www.pathagar.com

... ...
মানুষের ভালবাসায় পাইলে আল্লাহর ভালোবাসা,
সৃষ্টির তরে কাঁদিয়া, পূরালে তব স্রষ্টার আশা।
তব দান তাই ফুরায়ে নাহি ফুরায়,
বিত্ত হইল নিত্য এ দুনিয়ায়,
শিখাইয়া গেলে, মুসলিম তা'রে কয়
অর্থ যাহারে কিনিতে পারে না, যে নহে লোভ-মলিন।[৩১]

দৈনিক নবযুগের সাথে *দৈনিক আজাদের* সাথে মতবিরোধ ছিল। *দৈনিক আজাদের* মত জনপ্রিয় ও পুরনো পত্রিকার সাথে নতুন দৈনিক হিসেবে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার কারণ ছিল সম্ভবত: কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদকীয় নিবন্ধ। *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার সমালোচনার জবাবে 'আমার লীগ কংগ্রেস' শিরোনামে *নবযুগে* প্রকাশিত প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করে লিখেছেন :

আমার স্বধর্মী কোন কোন ভাইরা তাদের কাগজে প্রচার করছেন আমি নাকি মুসলিম লীগ বিদ্বেষী। বিদ্বেষ আমার ধর্ম বিরুদ্ধ। ... মানুষের বিচারকে আমি স্বীকারও করি না, ভয়ও করি না। আমি শুধু একমাত্র পরম বিচারক আল্লাহ্ ও তাঁর বিচারকেই মানি।[৩২]

উন্নতমানের গল্প, কবিতা, আলোচনা, সম্পাদকীয় নিবন্ধ সব মিলিয়ে *দৈনিক নবযুগ* একটি বিশিষ্ট পত্রিকা হিসেবে পরিগণিত হত। পাঁচমিশেলী লেখার মাধ্যমে *দৈনিক নবযুগ* ওই সময়ে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মেল বন্ধন ঘটাতে চেয়েছিল। এছাড়াও *দৈনিক নবযুগে* কিশোরদের জন্য 'আগুনের ফুলকি' মহিলাদের জন্য 'মহিলা আসর' ও কৃষক শ্রমিকদের জন্য 'লাঙল ও হাতুড়ি' নামে পৃথক বিভাগ চালু করা হয়েছিল। যাতে *দৈনিক নবযুগ* প্রথম শ্রেণীর দৈনিক এর মর্যাদা লাভ করে। কাজী নজরুল ইসলাম এর সম্পাদনায় ১৯৪২ সালের ১০ই জুলাই পর্যন্ত *দৈনিক নবযুগ* প্রকাশিত হয়। এরপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় *দৈনিক নবযুগের* জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে থাকে এবং ১৯৪৩ সালের পর থেকে *দৈনিক নবযুগ* বন্ধ হয়ে যায়। *দৈনিক নবযুগ* পত্রিকা স্বল্পকালীন সময়ের জন্য প্রকাশিত হলেও বাঙালী জনসাধারণের মনে গভীর রেখাপাত সৃষ্টি করে। *দৈনিক নবযুগের* লেখায় যে নিরপেক্ষ স্বদেশ প্রেমের চিন্তাভাবনা পাওয়া যায় তা আধুনিক কালের সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও পাওয়া দুষ্কর।

দৈনিক আজাদ

অবিভক্ত বাংলার রাজধানী কোলকাতা থেকে প্রকাশিত যে কয়টি সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল *দৈনিক আজাদ*। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ ও চল্লিশের দশক ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ১৯৩৭ সালের বঙ্গীয় আইন সভার

www.pathagar.com

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলার মুসলিম রাজনীতিতে নতুন ঘটনা জন্ম নিতে থাকে। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মুসলিম লীগ শক্তিশালী দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একমাত্র সংগঠন হিসেবে মুসলিম লীগকে শক্তিশালী করা ছাড়াও আঞ্চলিক মুসলিম দল যেমন ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি, নিউ মুসলিম মজলিস প্রভৃতি দলগলোকে মুসলিম লীগের মধ্যে একীভূত করেন।[৩৩] অনেক রাজনৈতিক নেতা অন্যদল ছেড়ে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। কিন্তু বাংলায় মুসলিম লীগের সমর্থক কোন পত্রিকা ছিলনা বললেই চলে। অথচ মুসলিম লীগের বিপক্ষে বা বিরুদ্ধাচরণের জন্য পত্র-পত্রিকার অভাব ছিল না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম লীগ নেতা মওলানা আকরম খাঁ *দৈনিক আজাদ* পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেন। আবুল কালাম শামসুদ্দীন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন,

> সে সময় মুসলিম লীগের নবজন্ম লাভের ফলে ভারতের মুসলিম রাজনীতিতে যে উৎসাহ, উদ্দীপনার জোয়ার এসেছিল তাতে দেশের বিভিন্ন স্থান ও মহল থেকে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর কাছে অবিলম্বে একখানা দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করার অনবরত তাগিদ আসছিল। মওলানা ও তৎপুত্র এ কারণেই বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা করছিলেন।[৩৪]

অবশেষে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখেই ১৯৩৬ সালের ৩১শে অক্টোবর তারিখে মওলানা আকরম খাঁর সার্বিক দায়িত্ব ও সম্পাদনায় *দৈনিক আজাদ* আত্মপ্রকাশ করে। *দৈনিক আজাদ* আত্মপ্রকাশ কালেই মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধের ধারক ও বাহক হিসেবে মুসলিম জনসাধারণের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। এ জন্য ১৯৩৬ সালের ৩১শে অক্টোবর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাতেই 'আজাদের আত্মনিবেদন' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলেছিল :

> .... পরম আনন্দের বিষয়, দীর্ঘকালের ব্যাকুল অপেক্ষার পর আমাদের শেষ জীবনের আকুল আকাঙ্ক্ষাটি একমাত্র আল্লার সাহায্যে আজ বাস্তবে পরিণত হইল। তিন কোটি মুছলমানের সত্যিকার সেবা ও নিরপেক্ষ প্রতিনিধিরূপে *দৈনিক আজাদ* হাতে করিয়া সমাজের খেদমতে উপস্থিত হইতে পারিলাম। তাই মোছলেম বঙ্গে জাতীয় জীবনের এই শুভ প্রভাতে সর্বপ্রথমে তাহারই হুজুরে অবনত মস্তকে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।[৩৫]

পত্রিকাটির লক্ষ্য আদর্শ সম্পর্কে আরো বলা হয় :

> .... চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে আজাদের ও আদর্শের কতকটা পরিচয় দেওয়াই ছিল আজিকার প্রধান কর্তব্য আমাদের একমাত্র নীতি কোরআনের শ্বাশত ও স্বর্গীয় বিধান। এই নীতি এই আদর্শের অনুসরণ করাই হইবে আমাদের সমস্ত জীবনের সর্বপ্রধান সাধনা। এই আদর্শের অনুপ্রেরণায় আমরা স্বদেশের মুক্তিকামী তাহার পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের একান্ত অভিলাষী।[৩৬]

www.pathagar.com

দৈনিক আজাদ পত্রিকার প্রকাশ অবিভক্ত বাংলার মুসলিম সমাজে এক নতুন প্রাণের সঞ্চার করে। *দৈনিক আজাদের* ফোন নম্বর ছিল ৪৬৬ কোলকাতা এবং টেলিগ্রাম "মোহাম্মদী কাল:" নামে পরিচিত ছিল। *দৈনিক আজাদের* শীর্ষভাগে লেখা হত।

"মোছলেম-বঙ্গ ও আসামের একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র।"

দৈনিক আজাদ ছাপা হত ৮৬ এ লোয়ার সার্কুলার রোড কোলকাতা থেকে এবং মোহাম্মদী প্রেস থেকে মুদ্রিত হত। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পূর্ব পর্যন্ত ১৯৪৮ সালের ১২ অক্টোবর পর্যন্ত এটাই ছিল *দৈনিক আজাদের* অফিস। এরপর আজাদ অফিস ঢাকায় স্থানান্তর হয় এবং ১৯৪৮ সালের ১৯ অক্টোবর ঢাকা থেকে পুনরায় আজাদ প্রকাশিত হতে থাকে। শুরু থেকেই দৈনিক আজাদ কতটা জনপ্রিয় হয়েছিল তার বিবরণ পাওয়া যায় *দৈনিক আজাদের* প্রতিষ্ঠালগ্নের কর্মী ও পরবর্তীকালে *আজাদ* এর সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীনের লেখা থেকে। তিনি লিখেছেন :

> সত্যই *আজাদ* বাঙলার মুসলিম সমাজে উৎসাহ উদ্দীপনার যে জোয়ার এনেছিল, তা ছিল অভূতপূর্ব। অল্প দিনের মধ্যেই *'আজাদ'* মুসলিম বাংলার জাতীয় দৈনিক মুখপত্র হয়ে উঠল। বাঙলা আসামের সুদূর প্রান্ত থেকে এ কাগজের চাহিদার খবর আসতে লাগল। *'আজাদ'*-কে প্রথম শ্রেণীর কাগজে পরিণত করার জন্য মওলানার এবং আমাদের উৎসাহ ও কর্মতৎপরতার অন্ত ছিল না।[৩৭]

দৈনিক আজাদ প্রথম থেকেই বাংলার মুসলমান সমাজকে সৃজনশীল কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করতে উদ্যত হয়। কোলকাতায় খেলাধুলায় মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ছিল মুসলমানদের সমর্থিত একমাত্র ক্লাব। দৈনিক আজাদ স্বাভাবকিভাবেই একে সমর্থন ও উৎসাহ দিত। যেমন ১৯৩৮ সালে চতুর্থবারের মত কোলকাতার লীগ চ্যাম্পিয়ন দল হবার গৌরব অর্জন করে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। গৌরবময় এই বিজয়ের বার্তা বাংলার মুসলমানদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য *দৈনিক আজাদ* বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। ১৯৩৮ সালের ১৭ই জুলাই তারিখে প্রকাশিত ১৬ পৃষ্ঠার বিশেষ সংখ্যার মূল্য ছিল এক আনা। *দৈনিক আজাদ* এর এই বিশেষ সংখ্যায় আবুল কালাম শামসুদ্দীন এর প্রবন্ধ 'লীগ খেলার সালতামামী', কবি গোলাম মোস্তফার কবিতা 'মোবারকবাদ', কবি বেনজীর আহমদ এর কবিতা 'খোদ আমদেদ! লও ছালাম!', কবি কাদের নওয়াজ এর 'লীগ বিজয়' এবং তালিম হোসেনের 'চির বিজয়ীদের আজিও জয়' শীর্ষক কবিতাটি ছাপা হয়। ফুটবলের ময়দানে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব এর শিরোপা বিজয়কে মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিজয় হিসেবেই দেখেছে *দৈনিক আজাদ*। এজন্য *দৈনিক আজাদ* খেলার নিউজকে কবিতার শিরোনামে প্রকাশ করেছিল। যেমন–

"হাফেজ রশীদ হাফেজ রশীদ শের-নরবীর ময়দানের, বলের আঘাতে ভাঙিয়াছ দল, ভাঙিয়াছ ভয় অন্তরের।"

www.pathagar.com

বস্তুতপক্ষে ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে খেলার ময়দানে মোহামেডানের জয়কে মুসলিম লীগ তাদের শক্তিরই বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করত। কৌশিক বন্দোপাধ্যায়ের মতে, "১৯৩৪-৩৮ পরপর পাঁচবার ইংরেজ ও দেশীয় দলগুলোকে পর্যুদস্ত করে মহামেডানের লীগ বিজয় বাংলার ফুটবলে দেশীয় শক্তির চূড়ান্ত ও স্থায়ী উত্থান ঘোষণা করেছিল। কিন্তু এটা দুর্ভাগ্যজনক যে মহামেডানের এই জয়ে হিন্দু সমাজ ততোটা উল্লসিত হয়নি; বরং দু' একটি ক্ষেত্রে অন্য বাঙালি হিন্দু দলের বিরুদ্ধে মহামেডানের জয়কে আদৌও সুনজরে দেখা হত না। ঐ একই সময়ে বাংলাদেশে কংগ্রেস বিরোধী মুসলিম লীগ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল এবং লীগ মহামেডান দলকে স্পষ্টতই বাংলাদেশে মুসলিম শ্রেষ্ঠত্বের উদাহরণ রূপে তুলে ধরেছিল।"[৩৮]

১৯৩৭ সালের বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনের পরে ১৯৪০ সালের কোলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনেও মুসলিম লীগের জয়লাভ বাঙালী মুসলিমদের যথেষ্ট উৎসাহিত করেছিল। কর্পোরেশন নির্বাচনে জয়লাভের ক্ষেত্রে *দৈনিক আজাদ* গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে মুসলিম লীগের সভাপতি এম এ জিন্নার আবেদন *দৈনিক আজাদে* প্রকাশিত হয়।

১৯৪০ সালের ২৮ মার্চ অর্থাৎ কর্পোরেশনের নির্বাচনের দিন *দৈনিক আজাদ* জিন্নার উদ্ধৃতি দিয়ে সাধারণ ভোটারদের নিকট আহ্বান জানান। যাতে বলা হয় 'তাঁহারা শুধু লীগ প্রার্থীদের জন্য ভোট প্রদানই করিবেন না, তাঁহারা লীগ প্রার্থীদের জন্য কাজ করিবেন এবং তাঁহাদিগকে তাঁহাদের পূর্ণ ও আন্তরিক সমর্থন দান করিবেন।"[৩৯] এ ছাড়াও কর্পোরেশনের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে *দৈনিক আজাদ* বাংলার মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ যেমন– এ, কে, ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খাজা হাবিবুল্লাহ, খাজা নাজিমুদ্দীন, আব্দুর রউফ দানাপুরী, মোহাম্মদ আকরম খাঁ, তমিজুদ্দীন খান, শেখ ফিরোজ উদ্দীন প্রমুখ ব্যক্তিদের যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করে। বিবৃতির শিরোনাম ছিল, "অদ্য কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচন মোছলেম লীগ প্রার্থীগণকে ভোট দিয়া জাতীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করুন।"[৪০] অত্যন্ত আবেগময় ভাষায় লিখিত বিবৃতিতে ভোটারদের উদ্দেশ্যে বাংলার নেতাদের মূল বক্তব্য ছিল মোছলেম লীগের মনোনীত প্রার্থীগণকে জয়যুক্ত করলে মুসলিম সমাজের জাতীয় মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি অন্যান্য দল ও গোষ্ঠীর সাথে কর্পোরেশন পরিচালনায় মুসলিম লীগ ও অংশীদারিত্ব লাভ করতে পারবে।[৪১]

অবশেষে সকল জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে কোলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে মুসলিম লীগ আশাতীত ফল লাভ করে। নির্বাচনে এই বিজয়কে *দৈনিক আজাদ* স্মরণীয় করে রাখার জন্য বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। এই সংখ্যায় সমগ্র পৃষ্ঠা জুড়ে *দৈনিক আজাদের* সংবাদ শিরোনাম ছিল "কর্পোরেশন সাধারণ নির্বাচনে দিকে দিকে মোছলেম লীগের জয় পতাকা উড়িল।"[৪২]

www.pathagar.com

মুসলিম জাতীয়তাবাদ প্রচার ও প্রসারের জন্য *দৈনিক আজাদ* মাঝে মাঝেই স্মরণীয় ও বরণীয় মুসলিম মনীষীদের জীবনী ও স্মৃতিচারণমূলক লেখা ছাপাতো। ভারতবর্ষের মুসলিম রাজনীতিবিদ মওলানা মোহাম্মদ আলী স্মরণে *দৈনিক আজাদ* ১৯৩৯ সালের ৪ঠা জানুয়ারি তারিখে "চিরঞ্জীব মোহাম্মদ আলী" শিরোনামে এক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। মওলানা মোহাম্মদ আলী স্মরণে সিরাজউদদৌলা স্মৃতি কমিটির সেক্রেটারী মোহাম্মদ মোদাব্বের এবং নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সভাপতি মোহাম্মদ আবদুল ওয়াছেকের একটি বিবৃতি *দৈনিক আজাদ* প্রকাশ করে। বিবৃতিতে তারা বলেন "মোছলেম ভারত এই কর্মবীরের জ্বলন্তবাণী কখনও ভুলিতে পারে না! কোনও দেশভক্ত মানুষ এই বীর কেশরীকে স্মৃতির অন্তরালে যাইতে দিতে পারে না।"[৪৩] ১৯৩৯ সালের ৩রা জানুয়ারি তারিখে *দৈনিক আজাদ* মওলানা মোহাম্মদ আলী স্মরণে উদযাপন কমিটির একটি বিজ্ঞপ্তি ছাপে। তৃতীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিটি ছিল নিম্নরূপ :

পুরুষ সিংহ মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আলী
অদ্য নবম বার্ষিক স্মৃতিসভা
স্থান : ডেন্টাল কলেজ হল
১৪৪, লোয়ার সার্কুলার রোড
সময় : সন্ধ্যা ৬.০০ ঘটিকা
সভাপতি : মি: পুলিন বিহারী মল্লিক, এম. এ, বি.এল. এম, এল, এ
বক্তাগণ : মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ছাহেব, মওলবী নজির আহমদ চৌধুরী ছাহেব, মওলবী মোহাম্মদ আবদুল ওয়াছেক, ডা: এ, এম, মালেক, মি: আবদুছ ছবুর, মি: বিরাট চন্দ্র মন্ডল এম, এল, প্রভৃতি।'[৪৪]

১৯৩৭ সালের পর থেকে বাংলার রাজনীতির প্রধান দিক হচ্ছে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সৃষ্ট এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধ। বাংলায় হিন্দুদের দীর্ঘ সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে কার্যত সরকারের বাইরে থাকায় তাদের মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতাবোধ সৃষ্টি হয়। যার ফলে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যুগ পেরিয়ে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব ও দাঙ্গার যুগে অনুপ্রবেশ করে।

১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের পর *দৈনিক আজাদ* পত্রিকাটি পাকিস্তান আন্দোলনের ধারক ও বাহকে পরিণত হয়। তখন উপমহাদেশের রাজনীতিতেও চলছিল দ্বি-জাতিতত্ত্বের রাজনীতি। একদিকে কংগ্রেস, অন্যদিকে মুসলিম লীগ।[৪৫] মুসলিম লীগের রাজনীতিকে বেগবান এবং 'পাকিস্তান আন্দোলন'কে বাঙালি মুসলিম সমাজে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে *দৈনিক আজাদ* একাধিক সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় প্রকাশ করেছিল। যেমন এ সকল সম্পাদকীয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'বাংলার লীগ'[৪৬] 'লীগ সংগঠন'[৪৭] 'লীগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র'[৪৮] 'লীগ ও হিন্দু জনসাধারণ'[৪৯] 'লীগ সিদ্ধান্ত'[৫০] ইত্যাদি।

www.pathagar.com

ভারত বিভক্তির প্রাক্কালে ১৯৪৭ সালে মাউন্টব্যাটেন ব্রিটিশ সরকারের সম্মতিসহ একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। যাহা ইতিহাসে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা নামে খ্যাত। এতে *দৈনিক আজাদ* 'পাকিস্তান ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়' নামে এক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে।

"৩রা জুনের ঘোষণার ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হওয়ায় দেশে একটা নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে তথা সত্যিকার বাংলার আজ নবযুগের দ্বারে, এই ভৌগোলিক অঞ্চলকে নতুন করিয়া গঠন করিবার, সমৃদ্ধ করিবার ভার প্রধানত: মুসলমানদের উপর। সে মুসলমানেরা এই অঞ্চলের অন্য সমস্ত অধিবাসীর সহযোগিতা চায়। সে সহযোগিতাদানে কার্পণ্য করিলে সাময়িকভাবে পাকিস্তানের গতি হয়ত ব্যাহত হইতে পারে, তিক্ততার সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু চিরতরে অগ্রগতি ব্যাহত করা সম্ভব হইবে না।"[৫১]

অর্থাৎ ১৯৪০ সালে লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর হতে ১৯৪৭ সালে মাউন্টব্যাটেন ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত *দৈনিক আজাদ* পাকিস্তানের পক্ষে বিরামহীন প্রচারণা চালায়। স্বাভাবিক কারণেই ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট *দৈনিক আজাদ* 'স্বাধীনতা সংখ্যা' প্রকাশ করে। 'আজাদ ভারত-আজাদ পাকিস্তান' শীর্ষক শিরোনামে এক সম্পাদকীয় ছাপা হয়। অত্যন্ত আবেগময়ভাষায় লিখিত ওই সম্পাদকীয়তে *দৈনিক আজাদ* মন্তব্য করেছিল–

> আজাদীর অরুণচ্ছটায় উজ্জ্বল আজ ভারতবর্ষ। দীর্ঘ দুই শতাব্দীর পরাধীনতার গ্লানিমা তাহার অবলুপ্ত, স্বাধীনতার নবালোকে তাহার আকাশ-বাতাস প্রদীপ্ত। পলাশীর প্রান্তর সীমানায় গঙ্গায় একদা ডুবিয়া গিয়াছিল যে রবি, বাংলার কবির বাণীকে সার্থক করিয়া তাহাই আবার শত শত সাধকের বুকের খুনে রাঙা হইয়া জাগিয়া উঠিল। সেই রবির আলোয় ভাসিয়া উঠিল ভারতের দশ কোটি মুসলমানের স্বপ্নসাধের দেশ পাকিস্তান; অবশিষ্ট ভারত ও ভারত রাষ্ট্র নামে স্বাধীন রূপ পরিগ্রহ করিল। ... পূর্ব পাকিস্তানের পথে প্রান্তরে আজাদীর পদক্ষেপ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। বিনয় নম্র চিত্তে আমরা মুক্তির এই পরম মুহূর্তটিতে গ্রহণ করিতেছি। আজাদ পাকিস্তান ও আজাদ ভারতের প্রতি অধিবাসীকে আমরা মনেপ্রাণে মোবারকবাদ জানাইতেছি।[৫২]

এভাবে দেখা যায় ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে *দৈনিক আজাদ* গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে পাকিস্তান শাসনামলে বাংলা ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতেও *দৈনিক আজাদের* একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর বেশ কিছু দিন অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের ১২ অক্টোবর পর্যন্ত *দৈনিক আজাদ* কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯৪৮ সালের ১৯শে অক্টোবর তারিখ থেকে *দৈনিক আজাদ* ঢাকা থেকে নতুন কলেবরে ও নতুন আঙ্গিকে পুনরায় প্রকাশনা শুরু হয়।

www.pathagar.com

তথ্য নির্দেশ :

১. শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *সংবাদপত্রের রূপায়ন*, কলিকাতা : এ. মুখার্জী, ১৯৬৩, পৃ. ৮।
২. *The Mussalman*, 20th Anniversary Number, 6 December, 1926.
৩. আবুল ফজল, *সাংবাদিক মুজিবর রহমান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৭, পৃ. ২২।
৪. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, *স্মরনীয় সাংবাদিক*, ঢাকা : ইউ. পি. এল, ১৯৮৫, পৃ. ২।
৫. *The Mussalman*, 20the Anniversary Number, 6 December, 1926.
৬. আবুল ফজল. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫।
৭. *The Mussalman*, 7 December 1906.
৮. ইমরান হোসেন. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪।
৯. উদ্ধৃত : Bhuiyan Iqbal, Selections froms the Mussalman, Calcutta : Papyras, 2994, P. forward.
১০. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩।
১১. A Letter to Mulvi Mujibur Rahman, dated Ramporehat, 31 October, 1926 from Professor Jitenfralal Bannerjee.
১২. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩।
১৩. আবুল ফজল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯।
১৪. *The Mussalman*, 11 January 1907, Ouoted from Bhuiyan Iqbal, Ibid P. 23.
১৫. *The Mussalman*, 5 June 1907, Ouoted from Bhuiyan Iqbal, Ibid P. 23.
১৬ উদ্ধৃত : ইমরান হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১।
১৭. আবু হেনা আবদুল আউয়াল, *নজরুলের সাংবাদিকতা*, ঢাকা : নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০০০, পৃ. ৮৬।
১৮. শিরীন আখতার, *নবযুগ ও নজরুল*, ঢাকা : নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০০১, পৃ. ৯৯।
১৯. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৯৫, পৃ. ১৬৮।
২০. আবু হেনা আবদুল আউয়াল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩।
২১. নবযুগ কবিতাটির জন্য দেখুন, আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *নজরুল রচনাবলী*, ৪র্থ খণ্ড, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ২৩২-২৩৪।
২২. আবু হেনা আবদুল আউয়াল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩।
২৩. *নজরুল রচনাবলী*, ৪র্থ খণ্ড, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ২৩২-২৩৪।
২৪. ঐ, পৃ. ২০৪-২০৬।
২৫. আবু হেনা আবদুল আউয়াল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩-৮৪।
২৬. উদ্ধৃত : আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১০।

www.pathagar.com

২৭. ঐ, পৃ. ৭১১।
২৮. ঐ, পৃ. ৭১২।
২৯. শিরীন আখতার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭।
৩০. আবু হেনা আবদুল আউয়াল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭।
৩১. উদ্ধৃত : আবদুল কাদির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৯।
৩২. উদ্ধৃত : শিরীন আখতার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬।
৩৩. ড. মো: মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯০৫-৪৭*, ঢাকা : তাম্রলিপি, ২০০৮, পৃ. ৯৩-৯৪।
৩৪. উদ্ধৃত : মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, *মোহাম্মদ আকরম খাঁ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭, পৃ. ২৩।
৩৫. *দৈনিক আজাদ*, ৩১ অক্টোবর, ১৯৩৬।
৩৬. ঐ।
৩৭. উদ্ধৃত : মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪।
৩৮. কৌশিক বন্দোপাধ্যায়, 'বর্ণ বৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা ও ক্রীড়া সত্তা ঔপনিবেশিক কলকাতায় ফুটবল সংস্কৃতির একটি চালচিত্র', ইতিহাস অনুসন্ধান, ১৮ কোলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৫৫৮। আরো দেখুন, কৌশিক বন্দোপাধ্যায়, খেলা যখন ইতিহাস, সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি, কলকাতা : সেতু প্রকাশনী, পৃ. ৬৪।
৩৯. *দৈনিক আজাদ*, ২৮ মার্চ ১৯৪০।
৪০. ঐ।
৪১. ঐ।
৪২. *দৈনিক আজাদ*, ২৯ মার্চ ১৯৪০।
৪৩. *দৈনিক আজাদ*, ৩রা জানুয়ারি, ১৯৩৯।
৪৪. *দৈনিক আজাদ*, ৪ জানুয়ারি ১৯৩৯।
৪৫. মুহম্মদ জাহাঙ্গীর, *স্মরণীয় সাংবাদিক*, পৃ. ১৯। এবং ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী সম্পাদিত, আজাদ ও সমকালীন সমাজ, ঢাকা : পি আই বি, ২০০৪, পৃ. ১২।
৪৬. *দৈনিক আজাদ*, ৭ আগস্ট, ১৯৪১।
৪৭. *দৈনিক আজাদ*, ১৪ জানুয়ারি, ১৯৪২।
৪৮. *দৈনিক আজাদ*, ৪ এপ্রিল, ১৯৪২।
৪৯. *দৈনিক আজাদ*, ৩০ মে ১৯৪২।
৫০. *দৈনিক আজাদ*, ২১ আগস্ট ১৯৪২।
৫১. *দৈনিক আজাদ*, ১৪ জুন ১৯৪৭।
৫২. *দৈনিক আজাদ*, ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭, উদ্ধৃত: আতোয়ার রহমান, *সংবাদপত্রে উপমহাদেশের স্বাধীনতা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০১, পৃ. ৩৩৭।

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জী

(ক) প্রাথমিক উৎস :

পত্রিকার ফাইলসমূহ

হিন্দু পেট্রিয়ট

সংবাদ প্রভাকর

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

সুধাকর

দি মুসলমান

মোহাম্মদী

সওগাত

দি মুসলমান

নবযুগ

আজাদ

সরকারী রিপোর্ট :

Catalogue of Peridocals, *News Papers & Gazettes* : Published by National Library, Calcutta, 1956.

Circular Letters, Minutes etc., of the Association of Baptist Churches in the Presidency of Bengal for the Year 1848, Calcutta : 1849.

Report of the Commissioners for Post Office Enquiry, Calcutta : 1851

Report of the Indigo Commission appointed under Act XI of 1860 with the Minutes of Evidence taken before them and Appendix, 1860.

South Asian History, 1750-1950, A Guide to Periodicals, Dissertation and Newspapers, New Jersy, 1968.

(খ) সহায়ক উৎস :

(১) বাংলা বই :

অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি : ১৯৪৫-৭৫*, ঢাকা : বাংলাদেশ কো অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি:, দ্বিতীয় সংস্করণ (প্রকাশের তারিখ বিহীন)।

আনিসুজ্জামান, *মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র ১৮৩১-১৯৩০*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯।

----------, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য ১৭৫৭-১৯১৮*, ঢাকা : লেখক সংঘ প্রকাশনী, ১৩৭১।

----------, *স্বরূপের সন্ধানে*, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৭৬।

www.pathagar.com

আবুল কালাম শামসুদ্দীন, *অতীত দিনের স্মৃতি*, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্থান, ১৯৬৮।
আবুল ফজল, *সাংবাদিক মুজিবর রহমান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৭
আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্থান, ১৯৬৮।
----------, *আত্মকথা*, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৭৮।
ইমরান হোসেন, *বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।
এ টি এম আতিকুর রহমান, *বাংলার রাজনীতিতে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫।
ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩।
কেদারনাথ মজুমদার, *বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য*, প্রথম খণ্ড, ময়মনসিংহ, নরেন্দ্রনাথ মজুমদার, ১৯১৭।
কৃষ্ণ ধর অন্যান্য (সম্পাদিত), *বাংলার কজন সেরা সাংবাদিক*, প্রবন্ধ সংকলন, কলকাতা : গণমাধ্যম কেন্দ্র তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৩।
খোন্দকার সিরাজুল হক, *মুসলিম সাহিত্য-সমাজ : সমাজ চিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪।
জেমস জে নোভাক, *বাংলাদেশ জলে যার প্রতিবিম্ব*, ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লি : ১৯৯৫।
ড: আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৫।
ড. মো: মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস : ১৯০৫-৪৭*, ঢাকা : তাম্রলিপি, ২০০৮।
তারাপদ পাল, *ভারতের সংবাদপত্র, ১৭৮০-১৯৪৭* কলিকাতা : সাহিত্য সদন, ১৯৭২।
দিলওয়ার হোসেন (সম্পাদিত), *মোহাম্মদী পত্রিকায় মুসলিম সমাজ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।
নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, *রামমোহন রায় ও তৎকালীন বাংলার সমাজ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪।
পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *সংবাদবিদ্যা*, কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, ১৯৯৪।
প্রফেসর সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িকপত্র*, ১ম খণ্ড, কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৭০।
----------, *বাংলা সাময়িক সাহিত্য ১৮১৮-১৮৬৭*, কলিকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৫১।
----------, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১৮১৮-১৮৩০, ১৮৩০-১৮৪০*, দুই খণ্ড, কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৭৭ ও ১৩৮৪।
বি. ডি. হাবিবুল্লাহ, *শেরেবাংলা*, ঢাকা : ইস্টবেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৬৯।

www.pathagar.com

বিনয় ঘোষ (সম্পাদিত ও সংকলিত), *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র : ১৮৪০-১৯০৫*, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬২।
মইনুল হোসেন (সম্পাদিত), *অবিস্মরণীয় মানিক মিয়া*, ঢাকা : দি নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৯৫।
মযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪।
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, রাজশাহী : মিত্র সংঘ প্রকাশনী, ১৯৬৮।
----------, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭।
---------- (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ : বাঙালি আত্মপরিচয়ের সন্ধানে*,ঢাকা : সাগর পাবলিশার্স, ১৯৯০।
মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ ও সাময়িক পত্র*, ২য় ও ৩য় খণ্ড, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, ১৯৮৮।
মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, *মোহাম্মদ আকরম খাঁ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭।
----------, *কবি নজরুলের সাংবাদিক জীবন*, ঢাকা : বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ১৯৮২।
----------, *স্মরণীয় সাংবাদিক*, ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৫।
মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, *মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতা ও আবুল কালাম শামসুদ্দিন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ, ১৯৮৩ প্রথম প্রকাশ।
----------, *ভাষা আন্দোলনে আবুল কালাম শামসুদ্দিন আহমদ*, ঢাকা : মাহফুজ উল্লাহ, ১৯৮৯।
রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, আধুনিক যুগ, তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৮১।
লায়লা জামান, *সওগাত পত্রিকার সাহিত্যিক অবদান ও সামাজিক ভূমিকা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯।
শফিউল আলম, *সাংবাদিক সাহিত্যিক মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ, ১৯৮৭।
সাঈদ-উর-রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩।
সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ, *উনিশ শতকে বাংলার সমাজ-চিন্তা ও সমাজ বিবর্তন (১৮১৮-১৮৩৫)*, ঢাকা : ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, ২০০০।
সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭০৪-১৯৭১*, প্রথম খণ্ড, রাজনৈতিক ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড : অর্থনৈতিক ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড : সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩।
সুব্রত শংকর ধর, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।
হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ, দলিলপত্র*, মোট ১৫ খণ্ড; তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৮২।

www.pathagar.com

(২) ইংরেজি বই :

Ahmad, Kamruddin, *A Socio-Political History of Bengal and the Birth of Bangladesh*, Dacca : Inside Library, 1967.

----------, *The Social History of East Pakistan*, Dhaka : Crescent Book Centre, 1967.

Ahmed, A.F., *Salahuddin, Social Ideas and Social Change in Bengal 1818-1835*, Leiden : E. J. Brill, 1965.

Akanda, S. A. (ed.) *Studies in Modern Bengal*, Rajshahi : Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 1981.

Banerjee, D. N., *East Pakistan : A Case Study in Muslim Politics*, Delhi : Vikas Publishing House Ltd., 1969.

Banerjee, Sumanta, *India's Monopoly Press : A Mirror of Distortion*, New Delhi : IFWJ Publication, 1973.

Barns, Margarita, *The Indian Press*, London : Allen and Unwin, 1974.

Callard, K. B., *Pakistan : A Political Study*, London : Geroge Allen and Unwin Ltd., 1957.

Chakraborti, Smarajit, *The Bengali Press 1818-188*, Calcutta : Firma K.L.M. Private Ltd., 1976.

Gupta, P.K., *The Press and Registration of Books Act, 1867 with Rules, 1956 and Order, 1961*. New Delhi : Gupta Law Enterprises, 1974.

Islam, Mustafa Nurul, *Bengali Muslim Public Opinion as Reflected in the Bengali Press 1901-1930*, Dacca : Bangla Academy, 1973.

Islam, Sirajul (ed.), *History of Bangladesh, 1704-1971*, Vol.-1 Political, Vol.-2, Economic, Vol-3 Social and Cultural; Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 1997.

Kamal, Abu Hena Mustafa, *The Bengali Press and Literary Writing 1818-1831 A. D.*, Dacca : University Press Limited, 1977.

Moitra, Mohit, *A History of Indian Journalism*, Calcutta : National Book Company, 1969.

Mujumdar, R. C., *An Advanced History of India, 1784-1823*, New Delhi : Associate Publishing House, 1970.

Muhith, A.M.A., *Bangladesh : Emergence of a Nation*, Dacca : Bangladesh Books International Ltd., 1978.

Murthy, Nadig Krishna, *Indian Journalism*, Mysore : Prasaranga, 1966.

Natrajan, S., *A History of the Press in India*, Bombay : Asia Publishing House, 1962.

www.pathagar.com

Noorani, A. G., *Freedom of the Press in India*, Bombay : Nachiketa Publications 1970.

Rau, M. Chalapathi, *The Press*, New Delhi : National Book Trust, 1974.

Saiyid, M.H., *Mohammad Ali Jinnah : A Political Study*, Lahore : Sh. Mohammad Ashraf Press, 1953.

Sarkar, Chanchal, *The Changing Press*, Bombay : Popular Prakashan, 1967.

Sen, Rangalal, *Political Elites in Bangladesh*, Dhaka : University Press Limited, 1986.

Sengupta, Joyti, *Eclipse of East Pakistan*, Calcutta : Renco, 1963.

Sommerlad, E. Lloyd, *the Press in Developing Countries*, Sydney : Sydney University Press, 1961.

Sorabjee, Soli J., *The Law of Press Censorship in India*, Bombay : N. M. Tripathi Private Limited, 1976.

Syeed, Khalid Bin, *Pakistan : The Formative Phase*, Karachi : Pakistan Publishing House, 1968.

Thomas, Denis, *The Story of Newspapers*, Chatham, U.K, Methuen & Co. Ltd., 1965.

Umar, Baduruddin, *Politics and Society in East Pakistan and Bangladesh*, Dacca : Mowla Brothers, 1973.

(৩) প্রবন্ধ (বাংলা) :

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, 'বাঙ্গালী প্রবর্তিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র', *প্রবাসী*, পৌষ, ১৩৪০ (বাংলা সন)।

বি. এন. বন্দোপাধ্যায়, 'দেশীয় সাময়িকপত্রের ইতিহাস', *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, ৩য় ও ৪র্থখণ্ড, ১৩৩৮ (বাংলা)।

---------, 'বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস' *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড, ১৩৪২ (বাংলা)।

মুস্তাফা নুরউল ইসলাম, 'সমাচার সভা রাজেন্দ্র', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, প্রথম সংখ্যা বৈশাখ-আষাড়, ১৩৭১।

মুহম্মদ নুরুল কাইয়ুম, 'বঙ্গীয় মুসলিম সংবাদপত্রে কৃষক সমাজ' (১৯২০-১৯৪০)', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৪০১।

----------, 'বঙ্গীয় মুসলিম সাংবাদিকতার উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য', *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ২য় খণ্ড, ডিসেম্বর, ১৯৯৬।

মো: আনোয়ারুল ইসলাম, 'উনিশ শতকে বাংলায় নীলবিদ্রোহ ও বঙ্গীয় সংবাদপত্র', *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ* (কলা অনুষদ), দ্বাদশ খণ্ড, জুন ১৯৯৬।

www.pathagar.com

----------, 'সওগাত পত্রিকায় মুসলিম চিন্তনের স্বরূপ: একটি পর্যালোচনা', *এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, কমিনিকেশন এ্যান্ড সোসাইটি (এ্যাডকমসো জার্নাল)*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

----------, 'প্রবাসী পত্রিকায় বাংলার জনস্বাস্থ্য', *ইতিহাস অনুসন্ধান-১৫*, পশ্চিম বঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, ২০০১।

(৪) প্রবন্ধ (ইংরেজি) :

Akanda, S. A., "The National Language Issue : Potent Force for Transforming East Pakistani Regionalism into Bengali Nationalism." *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies* (IBS), Vol-1, No. 1, 1976.

----------, Referendum in Sylhet and Radcliffe Award, 1947", *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies* (IBS), Vol. 5(6), June, 1963.

Quaiyum, M. Nurul, 'The Bengali Muslim Journalism : Its Origin and Aim', *Journal of the Pakistan Historical Society*, Vol. XL, Part IV, October, 1992.

----------, 'The Bengali Muslim Press and Education of the Muslim Women of Bengal 1900-1940', *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies*, Vol. 9, No., 1, January 1992.

----------, The Question of Moderns Education in Bengali Muslim Society during early Twentieth Century and the Role of Bengali Muslim Journalism', *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, Vol. 37, Nol. 2, December 1992.

----------, Role of the Swogat in the Emancipation of Bengali Muslim Women During the Early Twenteeth Century', the *Rajshahi University Studies*, Vol. IX & X, 1978 & 1979.

(৫) অপ্রকাশিত এম, ফিল এবং পি-এইচ ডি থিসিস :

M. N. Quaiyum, Role of Bengali Muslim Press in Awakening the Muslims of Bengal 1900-1940, Unpublished Ph. D. thesis, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 1989.

মো: আনোয়ারুল ইসলাম, 'বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পটভূমি সৃষ্টিতে সংবাদপত্রের ভূমিকা : *দৈনিক ইত্তেফাক*', অপ্রকাশিত এম. ফিল থিসিস, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ড. মো: আনোয়ারুল ইসলাম-এর জন্ম ১৯৬৯ সালে পাবনা জেলায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে বি. এ. অনার্স ও এম. এ. ডিগ্রী এবং ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ (আই. বি. এস) থেকে এম. ফিল ডিগ্রী লাভ করেন। ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে দার্জিলিং-এর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করে ২০০৬ সালে তিনি পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী অর্জন করেন।

১৯৯৫ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে শিক্ষকতা শুরু করেন। বর্তমানে তিনি একই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় ১২টি গবেষণা প্রবন্ধ দেশে বিদেশে প্রকাশিত হয়েছে।

ঔপনিবেশিক শাসনামলের সাহিত্য, সংবাদপত্র এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র।